NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৩ নোয়াপাড়ার প্রাক্তন বিধায়িকা মঞ্জু বসুর বাড়িতে হাজির মন্ত্রী অর্জুন সিং

'জামিন মানেই নির্দোষ প্রমাণ নয়', সন্দীপ ঘোষের জামিন প্রসঙ্গে শমীক ৩

কলকাতা ১৮ অক্টোবর ২০২৬ ৩০ আশ্বিন ১৪৩৩ রবিবার বিংশ বর্ষ ১২৯ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 18.10.2026, Vol. 20 Issue No. 129, 8 Pages, Price 3.00

ছুটি

আজ ১৮ অক্টোবর থেকে ২১ অক্টোবর পর্যন্ত দুর্গাপুজো উপলক্ষে একদিন পত্রিকার সমস্ত বিভাগ বন্ধ থাকবে। একদিন পত্রিকার কোনও সংস্করণ ১৯ অক্টোবর থেকে ২২ অক্টোবর পর্যন্ত প্রকাশিত হবে না। আমাদের পরবর্তী সংস্করণ প্রকাশিত হবে ২৩ অক্টোবর, শুক্রবার।

শুভেচ্ছা

দুর্গাপুজো উপলক্ষে সকল পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা ও সার্কুলেশন এজেন্টদের জানাই দুর্গাপুজোর আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

স্ট্যালিনের ঘোষণা

■ কংগ্রেসের সঙ্গে একমঞ্চে আসতে কোনওভাবেই রাজি নয় ডিএমকে। ঘোষণা করলেন খোদ এমকে স্ট্যালিন। নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ভোটচুরির অভিযোগে তাঁরা অন্য বিরোধীদের মতোই সরব। জ্ঞানেশ কুমারের ইস্তফা এবং এসআইআর বাতিলের দাবিতে তাঁরাও সমানভাবে মুখর। কিন্তু কংগ্রেসের সঙ্গে একমঞ্চে আসতে কোনওভাবেই রাজি নয় ডিএমকে। তাঁরা ককরোচ জনতা পার্টির বিক্ষোভকে সমর্থন করলেও কংগ্রেসের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখতে চায়। সূত্রের দাবি, স্ট্যালিন দলীয় নেতাদের বলেছেন, কংগ্রেস ডিএমকে-কে পিছন থেকে ছুরি মেরেছে। তাই ওদের সঙ্গে কোনওরকম আলাপ-আলোচনা করা যাবে না। দরকার হলে ককরোচ জনতা পার্টিকে সামনে রেখে আঞ্চলিক দলগুলিকে নিয়ে তৃতীয় ফ্রন্টের কথাও ভাবতে পারে ডিএমকে।

মৌলিক অধিকার

■ শিশুদের মৌলিক অধিকারের মধ্যে ইন্টারনেট ব্যবহারও পড়ে। নির্দিষ্ট বয়সের শিশুদের ইন্টারনেট ব্যবহার করতে দেওয়াই উচিত। ইন্টারনেট থেকে তাদের দূরে রাখা উচিত নয়। শিশুদের ইন্টারনেট ব্যবহার নিয়ে এক মামলায় জানাল সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি কেভি চন্দ্রনের বেঞ্চ জানায়, সংবিধানের ২১ নম্বর অনুচ্ছেদ এবং ১৯(১)(ক) অনুচ্ছেদ প্রত্যেক ব্যক্তির মৌলিক অধিকারের কথা বলে। প্রত্যেকের ইন্টারনেট ব্যবহার ও তথ্য পাওয়ার অধিকার রয়েছে। বয়স নির্বিশেষে শিশুরাও সেই অধিকার ভোগ করে। তাই তাদের ইন্টারনেট থেকে সম্পূর্ণ ভাবে দূরে রাখা উচিত নয়। অন্য দিকে, ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়া আপত্তিকর এবং হিংসাত্মক বিষয়বস্তু আটকাতেও কেন্দ্রকে নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

- বিস্তারিত দেশের পাতায়

সুপ্রিমে ইন্দ্রনীল

■ দুর্গাপুজোর পাস বিলি নিয়ে দুর্নীতি মামলায় রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন আগাম জামিন চেয়ে এ বার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হলেন। কলকাতা হাইকোর্ট তাঁর আগাম জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়েছিল। পুজোর মধ্যেই গ্রেপ্তার হতে পারেন আশঙ্কা করে শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি। আগামী সপ্তাহে সুপ্রিম কোর্ট বন্ধ। তার পরে শীর্ষ আদালত খুললে এই মামলার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।

হরিষে বিষাদ

চোরবাগান সর্বজনীনে পদপিষ্টে বলি ১৭

উত্তর কলকাতায় চোরবাগান সর্বজনীন দুর্গাপূজা মণ্ডপে দুর্ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে ১৮০০৩৪৫৫৬৭৮ একটি টোল ফ্রি হেল্পলাইন চালু করা হয়েছে।

নিজস্ব প্রতিবেদন: মহাসপ্তমীর সন্ধ্যায় উত্তর কলকাতার চোরবাগান সর্বজনীনের পুজোমণ্ডপে অতিরিক্ত ভিড়কে কেন্দ্র করে বড়সড় বিপত্তি ঘটল। ঠাকুর দেখতে আসা মানুষের চাপে আচমকাই হুড়োহুড়ি শুরু হয়। আর সেই হুড়োহুড়িতে পদপিষ্ট হয়ে কমপক্ষে ১৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। এরপরই পরিস্থিতি সামাল দিতে মণ্ডপে দর্শনার্থীদের প্রবেশ বন্ধ করে দেয় কলকাতা পুলিশ। এই দুর্ঘটনায় শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত অন্তত ৩৫ জন আহত হয়েছেন বলেই পুলিশ সূত্রের খবর। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা যথেষ্টই আশঙ্কাজনক।

হাসপাতালে পরিদর্শনে গিয়ে দর্শনার্থীদের মৃত্যুর খবর ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শনিবার এই দুর্ঘটনার খবর পেয়েই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। মুখ্যমন্ত্রী এবং কলকাতার পুলিশ কমিশনারের মধ্যে পরিস্থিতি নিয়ে প্রাথমিক কথা হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। দুর্ঘটনায় আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা এবং ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখার বিষয়ে প্রশাসনিক তৎপরতা শুরু হয়েছে। এদিকে দুর্ঘটনার পর পুজোর ব্যবস্থাপনা নিয়েও স্থানীয় স্তরে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় বাসিন্দা ও দর্শনার্থীদের অভিযোগ, বিপুল ভিড় সামলানোর মতো ব্যবস্থা শুরু থেকেই যথেষ্ট ছিল না।

কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত নগরপাল (গোয়েন্দা) কুণাল আগারওয়াল বলেন, 'শনিবার সন্ধ্যা প্রায় ৭ টা ৪০ মিনিট নাগাদ ভারী বৃষ্টির মধ্যে প্যান্ডেলে প্রবল ভিড়ের কারণে সারদা পার্ক (চোরবাগান) পুজা মণ্ডপের প্রস্থান গেটে একটি পদদলিত হওয়ার ঘটনা ঘটে। আহত সমস্ত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ফায়ার ব্রিগেড, কলকাতা পুলিশ, ডিএমজি টিম এবং মেডিক্যাল টিম-সহ অ্যাম্বুল্যান্স ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়। পুজা মণ্ডপটি বর্তমানে দর্শনার্থীদের জন্য বন্ধ রয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, এ পর্যন্ত প্রায় ৩৫ জন ব্যক্তিকে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।'

আহতদের দ্রুত কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতাল সূত্রে ১৫ জনের চিকিৎসার খবর পাওয়া গিয়েছে। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের চোট গুরুতর বলে জানা গিয়েছে। প্রবল ভিড় ও ভ্যাপসা গরমের জেরে আরও কয়েকজন মণ্ডপের ভিতরেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা এক পুলিশ আধিকারিকও ভিড়ের চাপে জ্ঞান হারান বলেই জানা যাচ্ছে। প্রাথমিক সূত্রে খবর, মণ্ডপের ভিতরে সন্ধ্যার সময় তিল ধারণের জায়গা ছিল না। সেই সময় ভিড়ের ধাক্কায় মণ্ডপের ভিতরের কোনও কাঠামো বা মণ্ডপের একাংশ ভেঙে পড়ে থাকতে পারে বলে স্থানীয় সূত্রে দাবি করা হচ্ছে। এই ঘটনা থেকেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। আর মণ্ডপের ভিতরেই হুড়োহুড়ি শুরু হয় বলে অভিযোগ। তবে ঠিক কী কারণে এই পরিস্থিতি তৈরি হল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। গোটা বিষয়টি কলকাতা পুলিশ খতিয়ে দেখছে। এই দুর্ঘটনার পর মণ্ডপের আলো বন্ধ করে দেওয়া হয়। দর্শনার্থীদের প্রবেশও পুরোপুরি আটকে দেওয়া হয়েছে। গোটা এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী। এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে কলকাতা পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকেরা ঘটনাস্থলে পৌঁছন।

এক স্থানীয় বাসিন্দার কথায়, 'হাজার হাজার ভলান্টিয়ার আর পুলিশ ছিল, কিন্তু প্রথমে কেউ ঠিক মতো ব্যবস্থা নেয়নি। এত বড় পুজোয় অ্যাম্বুল্যান্সও ছিল না। স্থানীয় ছেলেরাই আগে উদ্ধার করতে এগিয়ে আসে।'

ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন। পাশাপাশি, জখমদের সবরকমের সাহায্যের জন্য স্থানীয় প্রশাসনকে সবরকমের সাহায্যের আশ্বাসও দেওয়া হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের তরফে। ঘটনায় শোকপ্রকাশ করে রাজ্যপাল আরএন রবি জানিয়েছেন, 'কলকাতার একটি দুর্গাপুজোর মণ্ডপে পদদলিত হয়ে বহুমূল্য প্রাণহানির ঘটনায় আমি গভীরভাবে শোকাহত। শোকের এই মুহূর্তে শোকার্ত পরিবারগুলির প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা জানাই। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।'

উপচে পড়া ভিড়ে তাল কাটল বৃষ্টি

নিজস্ব প্রতিবেদন: উপচে পড়া ভিড়ের মধ্যেই তাল কাটল বৃষ্টিতে। পুজোর শুরুতে পশ্চিমবঙ্গের কয়েক জেলার কিছু অংশে ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস আগেই দিয়েছিল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। সেইমতো শনিবার, সপ্তমীর সন্ধ্যায় বৃষ্টি নামে উত্তর ও মধ্য কলকাতায়। তার জেরে ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে বিপাকে পড়েন মানুষজন। তৈরি হয় যানজট।

২০২৬ সালের দুর্গাপুজোয় মেতে উঠেছে শহর তিলোত্তমা। মহাষষ্ঠীর বিকেল থেকেই কলকাতার মণ্ডপে মণ্ডপে দর্শনার্থীদের উপচে পড়া ভিড়। তবে উৎসবের দিনগুলো যত এগোচ্ছে, শহরের পুজোপ্রেমীদের মনে একটিই চিরন্তন প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে, ভিড়ের লড়াইয়ে এবার টেক্কা দিচ্ছে কে, উত্তর কলকাতা নাকি দক্ষিণ কলকাতা? সাম্প্রতিক পরিস্থিতি এবং ট্রাফিক পুলিশের নিয়ন্ত্রণ কক্ষের সূত্রগুলো বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে যে, জাঁকজমক, আধুনিক শিল্পকলা ও নতুন থিমের আকর্ষণে দক্ষিণ কলকাতা দর্শকদের সংখ্যার বিচারে কিছুটা এগিয়ে থাকলেও, সাবেকিয়ানা, আলোকসজ্জা ও ঐতিহ্যের টানে উত্তর কলকাতাতেও পা ফেলার জায়গা নেই।

দক্ষিণ কলকাতার মণ্ডপগুলোর মূল ইউএসপি হলো তাদের বিশাল বাজেট, আকাশছোঁয়া মণ্ডপ এবং অভিনব সামাজিক বা পরিবেশগত ভাবনার মিশেল। দেশপ্রিয় পার্ক, একডালিয়া এভারগ্রিন, ত্রিধারা সম্মিলনী, মুদিয়ালী, সুরুচি সংঘ এবং চেতলা অগ্রণীর মতো নামী পুজো কমিটিগুলোর মণ্ডপে বিকেল গড়ানোর আগেই মানুষের দীর্ঘ লাইন রাজপথ স্পর্শ করছে। প্যান্ডেল হপিং করতে আসা গড়িয়াহাটের এক বাসিন্দা রীতা সেন বলেন, 'দক্ষিণ কলকাতার পুজোর থিমগুলোতে প্রতি বছরই নতুন কিছু চমক থাকে। এই সৃজনশীল ভাবনা, চোখধাঁধানো আলোকসজ্জা আর জমকালো পরিবেশটাই আমাদের বারবার দক্ষিণ কলকাতার দিকে টেনে আনে। মনে হয় যেন এক একটা মণ্ডপ এক একটা আস্ত আর্ট গ্যালারি।'

অন্যদিকে, উত্তর কলকাতার পুজো মানেই সাবেকি ঢং, ডাকের সাজ, একচালার প্রতিমা এবং বনেদি বাড়ির বনেদিয়ানা। বাগবাজার সর্বজনীন, শোভাবাজার রাজবাড়ি, হাতিবাগান সর্বজনীন এবং টালা প্রত্যয়ের মতো প্যান্ডেলগুলো ঐতিহ্যের টানে লক্ষ লক্ষ দর্শনার্থী টেনে আনছে। বিশেষ করে সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার এবং শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাবের মতো উত্তরের হেভিওয়েট পুজো কমিটিগুলো এবারও ভিড়ের সমস্ত চেনা রেকর্ড ভেঙে দেওয়ার মুখে। শ্রীভূমির আলোর জাদু আর মণ্ডপের কারুকার্য দেখতে ভিড় সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে পুলিশ। উত্তর কলকাতার এক প্রবীণ পুজোপ্রেমী সুনির্মল মুখোপাধ্যায় গর্বের সঙ্গে জানান, 'কলকাতার পুজোর আসল প্রাণ লুকিয়ে আছে উত্তরের গলিতে আর বনেদি বাড়ির সাবেকিয়ানার মধ্যে। এখানে মণ্ডপে মায়ের মুখের দিকে তাকালে মনটা শান্ত হয়ে যায়। ভিড় হোক বা না হোক, উত্তরের পুজোর আমেজ কোনও কৃত্রিম থিম দিয়ে মাপা সম্ভব নয়। এটা আমাদের সংস্কৃতি।'

যদিও শহরের এই দুই প্রধান জোনের চিরাচরিত রেষারেষির মাঝেই এ বছর বেহালা, যাদবপুর ও সল্টলেকের মতো অঞ্চলগুলোর কিছু পুজোও এই বছর দর্শকদের নজর কেড়েছে। সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল রিল ও অনন্য সৃজনশীলতার জোরে তারা মূল ধারার পুজোকে ভালোই বেগ দিচ্ছে। লালবাজার ট্রাফিক কন্ট্রোল রুমের এক আধিকারিকের কথায়, 'বিকেলের পর থেকে শ্রীভূমি, সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের দিকে যেমন মানুষের ঢল নামছে, তেমনই রাসবিহারী অ্যাভিনিউ বা গড়িয়াহাট চত্বরেও মানুষের মাথা ছাড়া আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। এবার উত্তর ও দক্ষিণ, এই দুই প্রান্তেই ভিড় সামলানো বড় চ্যালেঞ্জ।' তবে সামগ্রিকভাবে বিচার করলে, শিল্পের আধুনিকতার ভাবনা ও থিমের জাদুতে ভিড়ের নিরিখে দক্ষিণ কলকাতা সামান্য ব্যবধানে এগিয়ে থাকলেও, সনাতনী ভক্তি ও ঐতিহ্যের টানে উত্তরের মণ্ডপগুলোতেও মানুষের ঢল সমানভাবে পাল্লা দিচ্ছে।

এদিকে, উপচে পড়া ভিড়ের মধ্যেই তাল কাটল বৃষ্টিতে। পুজোর শুরুতে পশ্চিমবঙ্গের কয়েক জেলার কিছু অংশে ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস আগেই দিয়েছিল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। সেইমতো শনিবার, সপ্তমীর সন্ধ্যায় বৃষ্টি নামে উত্তর ও মধ্য কলকাতায়। তার জেরে ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে বিপাকে পড়েন মানুষজন। তৈরি হয় যানজট। ঝেঁপে বৃষ্টি হয় হাওড়াতেও। দক্ষিণবঙ্গের আরও কয়েক জেলায় ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। শনিবার সকাল থেকে ভ্যাপসা গরম ছিল কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে।

সমস্ত কর্মসূচি স্থগিত শাহের

আজ দেখতে যাবেন আহতদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: মহাসপ্তমীর পুণ্যলগ্নে উত্তর কলকাতার চোরবাগান সর্বজনীন দুর্গোৎসব মণ্ডপে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ পদপিষ্টের ঘটনায় রাজ্য তথা দেশজুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার জেরে আজ, রবিবারের সমস্ত পূর্বনির্ধারিত রাজনৈতিক ও পুজোর কর্মসূচি বাতিল করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। পুজো পরিক্রমার বদলে আজ তিনি সরাসরি হাসপাতালে গিয়ে আহতদের সঙ্গে দেখা করবেন। শনিবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজ্যে আসেন, আর তারপরেই এই বিপর্যয়ের খবর পেয়েই গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন দেশের শীর্ষ নেতৃত্ব। এই ঘটনা প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এক্স (প্রাক্তন টুইটার) হ্যান্ডলে তাঁর গভীর শোকবার্তা ও পরবর্তী পদক্ষেপের কথা জানান।

তিনি বলেন, 'কলকাতা চোরবাগান সর্বজনীন দুর্গাপূজা মণ্ডপে ঘটে যাওয়া পদপিষ্টের অত্যন্ত বেদনাদায়ক খবরটি আমি এইমাত্র পেয়েছি। এই বিষয়ে আমি মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিকারীজির সঙ্গে কথা বলেছি। এই ট্র্যাজেডিতে যে সমস্ত দর্শনার্থীরা প্রাণ হারিয়েছেন, আমি তাঁদের আত্মার শান্তি কামনা করি এবং তাঁদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। আহতদের যাতে সম্ভাব্য সমস্ত রকম চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করা হয়, প্রশাসন তা নিশ্চিত করছে। আমি আগামীকাল পশ্চিমবঙ্গে আমার পূর্বনির্ধারিত সমস্ত কর্মসূচি স্থগিত রাখছি এবং আহতদের সঙ্গে দেখা করতে হাসপাতালে যাব। আমি মা দুর্গার কাছে সমস্ত আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করি।'

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই বার্তার পরেই স্পষ্ট হয়ে যায় যে, রবিবার সকালের বেলুড় মঠ দর্শন কিংবা দুপুরের পর শ্রীভূমি ও শোভাবাজার রাজবাড়ির মতো বড় পুজো মণ্ডপগুলিতে তাঁর যাওয়ার যে সূচি ছিল, তা পুরোপুরি স্থগিত করা হয়েছে। তিনি পুজো মণ্ডপের বদলে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন দর্শনার্থীদের পাশে দাঁড়াতে সেখানে যাবেন।

কলকাতার পদপিষ্টের ঘটনাটি অত্যন্ত বেদনাদায়ক। যাঁরা তাঁদের প্রিয়জনদের হারিয়েছেন, তাঁদের প্রতি আমার সমবেদনা রইল। আহতরা যেন দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠেন, সেই প্রার্থনা করি। স্থানীয় প্রশাসন ক্ষতিগ্রস্তদের সমস্ত রকম সম্ভাব্য সহায়তা প্রদান করছে।

- নরেন্দ্র মোদী

কলকাতার একটি দুর্গাপুজোর মণ্ডপে পদদলিত হয়ে বহুমূল্য প্রাণহানির ঘটনায় আমি গভীরভাবে শোকাহত। শোকের এই মুহূর্তে শোকার্ত পরিবারগুলির প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা জানাই। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।

- আরএন রবি

শান্তিরক্ষার মুচলেকা দিয়ে জামিন দিপকের

নয়াদিল্লি, ১৭ অক্টোবর: 'তেরঙা যাত্রা' সূচনার মুখেই আটক এবং পরবর্তীতে গ্রেপ্তার হওয়া ককরোচ জনতা পার্টির অর্থাৎ সিজেপির প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপক অবশেষে শর্তসাপেক্ষে জামিন পেলেন। শনিবার দিল্লির স্পেশ্যাল এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট তাঁর জামিন মঞ্জুর করেছে। তবে আদালত স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, জামিনের বিনিময়ে তাঁকে ৫০ হাজার টাকার বন্ড জমা দিতে হবে। একই সঙ্গে রাজধানীতে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে একটি বিশেষ মুচলেকায় সইও করতে হয় তাঁকে।

পুলিশ সূত্রে খবর, গত শুক্রবার সকালে দিল্লির বাসভবন থেকে বের হওয়ার মুহূর্তেই আটক করা হয় সিজেপি প্রধানকে। কনট প্লেসে 'তেরঙা ওড়াও' কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ার কথা ছিল তাঁর। সারা দিন তাঁকে পুলিশ হেপাজতে রাখা হয় এবং রাতের দিকে তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রেপ্তার করে দিল্লি পুলিশ। শনিবার সকালে দিল্লি পুলিশের তরফে জানানো হয়, আইনশৃঙ্খলা ও শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায় ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার ১২৬ এবং ১৭০ ধারায় 'প্রিভেন্টিভ অ্যারেস্ট' অর্থাৎ আগাম সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসেবেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়। উল্লেখ্য, নতুন নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার ১৭০ ধারা অনুযায়ী, কোনও প্রকার পরোয়ানা বা ম্যাজিস্ট্রেটের আগাম নির্দেশ ছাড়াই পুলিশ কোনও সম্ভাব্য অপরাধ বা অশান্তি রুখতে যে কোনও ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করতে পারে। গ্রেপ্তারের পর শনিবারই তাঁকে আদালতে তোলা হলে বিচারক শর্তসাপেক্ষে জামিনের নির্দেশ দেন।

অন্যদিকে, এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃত্বের ওপরেও পুলিশের কড়া নজর দেখা গিয়েছে। শুক্রবার দীপকের সঙ্গেই আটক করা হয়েছিল অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের অর্থাত আইসা নেত্রী নেহা বোরাকে। তবে শনিবার সকালে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পর তাঁকে মুক্তি দেয় পুলিশ।

সংগঠন সূত্রের খবর, ককরোচ জনতা পার্টির ওপর পুলিশি পদক্ষেপের সূত্রপাত গত সোমবার থেকে। রাজধানীর যন্তর মন্তরে প্রতিবাদের ওপর আগেই নিষেধাজ্ঞা জারি করে দিল্লির তিনটি নির্দিষ্ট স্থান প্রতিবাদ কর্মসূচির জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছিল দিল্লি পুলিশ। কিন্তু সেই নির্দেশ অমান্য করে গত সোমবার হাতে জাতীয় পতাকা নিয়ে যন্তর মন্তরের গেট টপকে ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করার অভিযোগে সিজেপির দুই মুখপাত্র সৌরভ দাস এবং আশুতোষ রাঙ্কাকে গ্রেপ্তার করা হয়। বর্তমানে তাঁরা দু'জনেই তিহার জেলে জেল হেপাজতে রয়েছেন। তাঁদের এই গ্রেপ্তারের প্রতিবাদেই শুক্রবার বিকেলে কনট প্লেসে 'তেরঙা ওড়াও' কর্মসূচির ডাক দিয়েছিলেন দীপকে। তবে তার আগেই পুলিশি অভিযানে সে যাত্রা বানচাল হয়।

রুশ তেল কিনলেও ১০০ শতাংশ শুল্ক নয়

ওয়াশিংটন, ১৭ অক্টোবর: রুশ তেল কিনলেও ভারতীয় পণ্যের উপর ১০০ শতাংশ শুল্ক চাপাবে না আমেরিকা। নিজের সিদ্ধান্ত থেকে ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে বড় ঘোষণা করলেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের। তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, রুশ তেল কেনায় যে সব নিষেধাজ্ঞা এবং শুল্ক বসানোর সিদ্ধান্ত তিনি নিয়েছিলেন সেগুলির বেশিরভাগটাই স্থগিত করা হচ্ছে। ট্রাম্পের দাবি, আমেরিকার স্বার্থেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

রাশিয়ার কাছ থেকে জ্বালানি তেল ও গ্যাস কেনায় ভারত-সহ একাধিক দেশের উপর ক্ষোভপ্রকাশ করেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এমনকী রাশিয়ার তেল কেনা বন্ধ না করায় ভারতের উপর ১০০ শতাংশ শুল্কও চাপান মার্কিন প্রেসিডেন্ট। সেই শুল্ক কার্যকর হওয়ার কথা রবিবার থেকেই। তার ঠিক আগে নিজের অবস্থান থেকে পুরোপুরি ঘুরে গেলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। রাশিয়া সংক্রান্ত বেশ কিছু নিষেধাজ্ঞা, কড়াকড়ি এবং শুল্ক মকুবের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। আমেরিকার এ হেন সিদ্ধান্তের ফলে শুল্ক সংক্রান্ত শঙ্কা থেকে বড় স্বস্তি পাচ্ছে ভারত। তবে শুধু ভারত নয়, একই রকম স্বস্তি পাচ্ছে চিনও।

জানা গিয়েছে, গত মাসে 'লিন্ডসে ও গ্র্যাহাম স্যাংশনিং রাশিয়া অ্যান্ড ইরান অ্যাক্ট অফ ২০২৬' নামের একটি বিলে স্বাক্ষর করেন ট্রাম্প। ওই বিলের দরুন রাশিয়া থেকে জ্বালানি তেল এবং গ্যাস ক্রয়কারী দেশগুলির উপর ১০০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপের পথ প্রশস্ত করতে পারত আমেরিকা। যা ভারত এবং চিনের জন্য উদ্বেগের ছিল। তবে শুক্রবার গভীর রাতে একটি অর্ডিন্যান্স জারি করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করলেন, 'আমি গ্র্যাহাম অ্যাক্টে উল্লিখিত নিষেধাজ্ঞা, বিধিনিষেধ এবং শুল্ক প্রয়োগ মকুব করছি।' ট্রাম্পের দাবি, আমেরিকার স্বার্থেই এই সিদ্ধান্ত। এই মুহূর্তে এই ধরনের ছাড় প্রদান করাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় স্বার্থের অনুকূল।

ইউ টার্ন ট্রাম্পের

ট্রাম্প ওই নির্দেশনামায় সই করার ফলে ভারত ও চিনের উপর ১০০ শতাংশ শুল্ক কার্যকর হলেও বাস্তবে ভারতীয় পণ্য যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানির ক্ষেত্রে ওই বিপুল শুল্ক দিতে হবে না। তবে ভারতের এই স্বস্তি সাময়িক। পরবর্তীকালে যে কোনও সময় ট্রাম্প ফের ওই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করতে পারেন। ট্রাম্পের এই সিদ্ধান্তের নেপথ্যে আমেরিকা এবং রাশিয়ার মধ্যেকার সম্পর্কের উন্নতিকেই কারণ হিসাবে ধরা হচ্ছে।

বৃষ্টির ভয় উড়িয়ে মহাসপ্তমীর সন্ধ্যায় জনসমুদ্র বাগবাজারে, সাবেকিয়ানার টানে মাতল তিলোত্তমা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগবাজার: মাথার ওপর মেঘের আনাগোনা আর বৃষ্টির ভ্রুকুটি, কোনো কিছুই দমাতে পারল না কলকাতার পুজোপ্রেমী মানুষকে। সব আশঙ্কাকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে মহাসপ্তমীর সন্ধ্যায় উত্তর কলকাতার ঐতিহ্যবাহী বাগবাজার সর্বজনীনের মণ্ডপে নামল দর্শনার্থীদের ঢল। বিকেল গড়িয়ে সন্ধে হতেই কার্যত থমকে গেল উত্তর কলকাতার একাংশ। চলতি বছরে ১০৮ তম বর্ষে পদার্পণ করেছে উত্তরের ঐতিহ্য বাগবাজার সর্বজনীন। কলকাতার বুকে থিমের পুজোর রমরমা যতই বাড়ুক না কেন, বাগবাজারের সাবেকি একচালার ডাকের সাজের প্রতিমার টান যে আজও অনন্য, সপ্তমীর চেনা ভিড়ই তা আরও একবার প্রমাণ করে দিল। সাবেকি মণ্ডপের আলো আর ঢাকের আওয়াজে গমগম করছে গোটা পুজো প্রাঙ্গণ। এখানে ঠাকুর দেখার পাশাপাশি মণ্ডপ চত্বরের ঐতিহ্যবাহী মেলা এবং খাবারের দোকানগুলোতেও তিল ধারণের জায়গা নেই। যদিও শনিবার আবহাওয়া দপ্তরের বৃষ্টির পূর্বাভাস নিয়ে পুজো কমিটির এক প্রবীণ কর্মকর্তা বলেন, দুপুর থেকেই আকাশ কিছুটা মেঘলা ছিল, তাই আমরা একটু চিন্তায় ছিলাম। কিন্তু সন্ধে হতেই যেভাবে মানুষের ঢল নেমেছে, তাতে স্পষ্ট যে মায়ের দর্শনে আবহাওয়া কোনো বাধা হতে পারে না। আমরা দর্শনার্থীদের সুরক্ষার জন্য সব রকম ব্যবস্থা রেখেছি। বাগবাজারের মণ্ডপে ঢোকার লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা এক দর্শনার্থী তাঁর অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিয়ে জানান, বছরের এই চারটে দিন কোনো বৃষ্টির ভয় আমাদের ঘরে আটকে রাখতে পারবে না। বাগবাজারের ঠাকুর না দেখলে আমাদের উত্তর কলকাতার পুজো পরিক্রমা সম্পূর্ণই হয় না। শনিবারের রাত যত বাড়ছে, তার সঙ্গে সঙ্গে ভিড় আরও বাড়ছে। স্থানীয় প্রশাসন ও ট্রাফিক পুলিশের তৎপরতায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা চলছে, যাতে উৎসবের আনন্দ মাটি না করে দর্শনার্থীরা নিরাপদে ঠাকুর দেখতে পারেন।

রামের অযোধ্যা থিমে সেজে উঠেছে সল্টলেকের সংস্কৃতি সংসদ। *ছবি: অদিতি সাহা*

পরিবহণ দপ্তরের আধিকারিকের ব্যাগ থেকে গায়েব টাকা, কাঠগড়ায় নতুন চালক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সরকারি গাড়ির নিরাপত্তা নিয়েই এবার বড়সড় প্রশ্ন উঠে গেল। খোদ পরিবহণ দপ্তরের এক পদস্থ মহিলা আধিকারিকের সরকারি গাড়ি থেকে দু'দফায় গায়েব হয়ে গেল হাজার হাজার টাকা! ব্যাগ ঘেঁটে মোট ৪৭ হাজার ৯৬০ টাকা চুরির চাঞ্চল্যকর অভিযোগ সামনে এসেছে। চালকের আসনেই সর্ষের মধ্যে ভূত লুকিয়ে রয়েছে বলে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে। গোটা ঘটনায় পূর্ব কলকাতার আনন্দপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ওই আধিকারিক। অভিযোগের ভিত্তিতে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। অভিযুক্ত নতুন গাড়ি চালককে তলব করে টানা জেরাও চালান হচ্ছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রথম চুরির ঘটনাটি ঘটে গত অগস্ট মাসে। ওই মহিলা আধিকারিক তাঁর এক পরিচিতকে চিকিৎসার জন্য শহরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করাতে নিয়ে যান। সেখানে ডাক্তারের ভিজিট ও হাসপাতালের অন্যান্য বিল মেটাতে গিয়ে নিজের হ্যান্ডব্যাগ খোলেন তিনি। তখনই চমকে ওঠেন আধিকারিক! দেখেন, ব্যাগে রাখা ২৭ হাজার ২৫০ টাকা উধাও। আচমকা টাকা গায়েব হয়ে যাওয়ায় চরম বিপাকে পড়েন তিনি। এর পরেই ঘটে দ্বিতীয় দফার চুরির ঘটনা। গত সেপ্টেম্বর মাসে সরকারি কাজে দপ্তরের একাধিক জরুরি বৈঠক ও বিশেষ সম্মেলনে অংশ নিতে যান ওই আধিকারিক। নিয়মমাফিক তিনি তাঁর ব্যাগটি সরকারি গাড়ির ভেতরেই রেখে কর্মসূচিতে যোগ দিতে যান। বৈঠক শেষে ফিরে পার্স খুলে দেখেন, সেখান থেকে আরও ২০ হাজার ৭১০ টাকা উধাও হয়ে গিয়েছে! পরপর দুই দফায় এভাবে টাকা উধাও হয়ে যাওয়ায় নিশ্চিত হওয়া যায় যে, চুরি গাড়ির ভেতর থেকেই হচ্ছে। দু'টি ঘটনা মিলিয়ে আধিকারিকের মোট ৪৭ হাজার ৯৬০ টাকা খোয়া গিয়েছে। আর তখনই প্রশ্ন ওঠে, কীভাবে সুরক্ষিত সরকারি গাড়ি থেকে বারবার টাকা চুরি সম্ভব তা নিয়ে।

তদন্তে নেমে ও আধিকারিকের বয়ান রেকর্ড করে আনন্দপুর থানার পুলিশ জানতে পারে, বৈঠক বা কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ার সময় ব্যাগের সুরক্ষার দায়িত্ব পরোক্ষভাবে গাড়ির ভেতরেই লাগত। ফলে গাড়ির দরজাও বন্ধ থাকত। ওই আধিকারিকের স্পষ্ট সন্দেহ, সম্প্রতি কাজে নিযুক্ত হওয়া নতুন গাড়ি চালকই এই কাজের নেপথ্যে জড়িত। আধিকারিক যখন বৈঠকে ব্যস্ত থাকতেন, সেই সুযোগেই চালক ব্যাগে হাত সাফাই করে বলে অভিযোগ। অভিযোগ পেতেই সক্রিয় হয়ে ওঠে আনন্দপুর থানার পুলিশ। তদন্তকারীরা ইতিমধ্যেই অভিযুক্ত চালককে থানায় তলব করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছেন। তিনি চুরির কথা স্বীকার করছেন না বলেই খবর। তবে দু'টি আলাদা দিনে আধিকারিকের যাতায়াতের রুট, গাড়ি পার্কিংয়ের স্থান এবং পারিপার্শ্বিক তথ্যপ্রমাণ যাচাই করে দেখা হচ্ছে। চালকের ভূমিকা নিশ্চিত করতে তাঁর সাম্প্রতিক ব্যাঙ্ক লেনদেন ও চালচলনের ওপরও নজর রাখছে পুলিশ।

দেড় দশকের ঐতিহ্যে উৎকর্ষে আরোহণ শারদ সম্মান, পুরস্কৃত হল সেরা ১৬টি পুজো

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দুর্গাপুজোর শিল্প, সৃজনশীলতা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সম্মান জানাতে ২০১২ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে শারদ সম্মান প্রতিযোগিতার আয়োজন করে আসছে উৎকর্ষে আরোহণ। দীর্ঘদিনের নিষ্ঠা, ঐতিহ্য এবং নিরপেক্ষ বিচারপ্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এই শারদ সম্মান দুর্গাপুজোর সঙ্গে যুক্ত শিল্পী, উদ্যোক্তা ও পুজো কমিটিগুলিকে উৎসাহিত করে চলেছে। এ বছরও এই প্রতিযোগিতায় মূল উদ্যোক্তা অনুপম মজুমদার বলেন, প্রায় সাড়ে চারশো পুজো কমিটি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিল কলকাতা ও শহরতলি থেকে।

অভিজ্ঞ বিচারকমণ্ডলীর সুচারু মূল্যায়নের ভিত্তিতে একাধিক পর্যায়ে সেরাদের নির্বাচন করা হয়। প্রথম পর্যায়ে কলকাতার সেরা ৪০টি পুজো নির্বাচন করা হয়। পরবর্তী পর্যায়ে সেই তালিকা থেকে বেছে নেওয়া হয় সেরা ১২টি পুজো।

এরপর চূড়ান্ত পর্যায়ের মূল্যায়নের মাধ্যমে নির্বাচিত হয় সেরা ৮টি বারোয়ারি দুর্গাপুজো। শহরতলির জেলা গুলি থেকে আরো ৮ টি পুজো মিলে এবছর মোট ১৬ টি সেরা পুজোকে পুরস্কৃত করা হয়। শুধু কলকাতার বারোয়ারি পুজোতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি এই উদ্যোগ। উৎকর্ষে আরোহণের অভিজ্ঞ বিচারকমণ্ডলী হাওড়া শহরের সেরা ৪টি দুর্গাপুজো এবং কলকাতা কর্পোরেশন এলাকার সেরা ৪টি আবাসনের দুর্গাপুজোও নির্বাচন করেছেন।

পুজোর বোনাস না দেওয়ায় ডুয়ার্সের ৫ চা-বাগানের ম্যানেজার গ্রেপ্তার, কড়া বার্তা সরকারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ডুয়ার্স: পুজোর আগে শ্রমিকদের বোনাস না দেওয়ার অভিযোগে ডুয়ার্সের পাঁচটি চা-বাগানের ম্যানেজারকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। রাজ্য শ্রম দপ্তরের নির্দেশ অনুযায়ী, ৫ অক্টোবরের মধ্যে শ্রমিকদের ২০ শতাংশ বোনাস মিটিয়ে দেওয়ার কথা ছিল। যদিও এই পাঁচটি চা-বাগানের শ্রমিকদের অভিযোগ, নির্ধারিত সময় পেরিয়ে গেলেও সেই টাকা দেওয়া হয়নি। এর প্রতিবাদেই মাদারিহাটে এশিয়ান হাইওয়ে ৪৮ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান চা-বাগানের শ্রমিকেরা।

পুজোর নির্ধারিত বোনাস না পাওয়ার বিষয়টি নিয়ে শ্রমিকদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়। তাঁদের অভিযোগ, এ বছর নির্ধারিত ২০ শতাংশ বোনাস তো দেওয়া হয়নি, পাশাপাশি কোনও কোনও বাগানে গত বছরের ১০ শতাংশ বোনাসও এখনও বকেয়া রয়েছে। ফলে পুজোর মুখে আর্থিক সমস্যায় পড়েছেন বহু শ্রমিক। বিক্ষোভের পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠার পর জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হয়। শ্রমিকদের অভিযোগ শুনতে ঘটনাস্থলে যান রাজ্যের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বিশাল লামা। তিনি পুলিশের সঙ্গে কথা বলে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন। তাঁর নির্দেশের পর পাঁচটি চা-বাগানের ম্যানেজারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতদের মধ্যে রয়েছেন হান্টাপাড়ার ম্যানেজার মানস সরকার, ধুমচিপাড়ার সুখেন কুমার দাস এবং গেরগেন্ডার নবীন গুরুং।

এই বিষয়ে শ্রমিকদের অভিযোগ খতিয়ে দেখে জেলা প্রশাসন বাগান কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধেও কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার পথে হাঁটছে বলেই সূত্রের খবর। এই প্রসঙ্গে রাজ্যের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বিশাল লামা জানান, শ্রমিকদের প্রাপ্য বোনাস না দেওয়ার অভিযোগে ম্যানেজারদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাগানের মালিকদেরও খোঁজ করা হচ্ছে। এই বিষয়ে আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গাও জানান, শুরু থেকেই সরকার নির্ধারিত নিয়মে বোনাস দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল । বাগান কর্তৃপক্ষের কোনও সমস্যা থাকলে তা সরকারকে জানিয়ে আলোচনায় বসার আহ্বান জানানো হয়েছিল বলে দাবি তাঁর। কিন্তু সেই পথে না হেঁটে বোনাস বকেয়া রাখার অভিযোগ উঠেছে ।

এন্টালিতে বামেদের বুকস্টলে হামলা ও ভাঙচুর, আহত প্রাক্তন মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দুর্গাপুজোর প্রাক্কালে কলকাতার এন্টালি এবং উত্তর ২৪ পরগনার কাঁচরাপাড়া-সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বামেদের বুকস্টলে লাগাতার হামলা ও ভাঙচুরের অভিযোগকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক পারদ চড়েছে। এন্টালিতে সিপিএমের বুকস্টল ভাঙচুরের পাশাপাশি দলের নেতা-কর্মীদের ওপর বর্বরোচিত হামলার অভিযোগ উঠেছে। এই হামলায় রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বর্ষীয়ান সিপিএম নেতা দেবেশ দাসও আক্রান্ত হয়েছেন বলে দাবি করেছে বাম শিবির। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শাসক ও বিরোধী রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে তপ্ত বাক্যবিনিময়।

এদিকে স্থানীয় সূত্রে ও বামেদের অভিযোগ অনুযায়ী, এন্টালির ৫৬ নম্বর ওয়ার্ডে সিপিএমের একটি বুকস্টল স্থাপন করা হয়েছিল। অভিযোগ, একদল দুষ্কৃতী আচমকা সেখানে চড়াও হয়ে স্টলটি তছনছ করে দেয় এবং সমস্ত বই মাটিতে ফেলে দেয়। এই ঘটনার প্রতিবাদ করতে গেলে স্থানীয় সিপিএম নেতা-কর্মীদের মারধর করা হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী ও প্রাক্তন বিধায়ক দেবেশ দাস। অভিযোগ, তাঁকে লক্ষ্য করেও হামলা চালানো হয় এবং শারীরিক নিগ্রহ করা হয়। এই ঘটনায় সিপিএমের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়, এই আক্রমণ কোনো আকস্মিক ঘটনা ছিল না। একই দিনে দু'দফায় হামলা চালানো হয়।

মাটির প্রতিমা থেকে ঢাকের বাদ্যি, পুণেতে এক টুকরো বাংলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুণে: পুণের পিম্পরি-চিঞ্চওয়াড়ে বাংলার শিল্প, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের আবহে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে বঙ্গ ভারতীর ৪১তম দুর্গোৎসব। ১৯৭৪ সালে প্রতিষ্ঠিত সংগঠনটির এবারের পুজোর মূল ভাবনা 'বাংলার ঐতিহ্য'। প্রধান আকর্ষণ মাটির তৈরি মাতৃপ্রতিমা। দেবীর শাড়ি, গয়না ও মুকুটও তৈরি হবে মাটির কারুকার্যে। মণ্ডপসজ্জার পাশাপাশি কলকাতা থেকে আসা ঢাকিদের বাদ্যি, ধুনুচি নাচ ও চিরাচরিত আচার-অনুষ্ঠানে ফুটে উঠবে বাংলার সংস্কৃতি।

সংগঠন সূত্রে জানানো হয়েছে, প্রতিদিন ৫ হাজারের বেশি দর্শনার্থীর সমাগম হয় এই পুজোয়। চার দিন ধরে প্রতিদিন ৩ হাজারের বেশি ভক্তের জন্য থাকবে বিনামূল্যে ভোগ। দৃষ্টিহীন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও প্রবীণ নাগরিকদের জন্যও খাদ্যসেবার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ১৯ অক্টোবর থাকবেন অনুষ্কা পাত্র এবং ২০ অক্টোবর ময়ূরী দারানি। সভাপতি সন্দীপ রায় ও সাধারণ সম্পাদক সদীপ চক্রবর্তীর নেতৃত্বে এবারের আয়োজনে উৎসবের সঙ্গে মিলবে ঐতিহ্য ও সামাজিক দায়বদ্ধতা।

বালিগঞ্জ ২১ পল্লির পুজো উদ্বোধন করলেন ২১ জন মহিলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পুজোর আবহে নতুন ভাবনা আর ঐতিহ্যের মেলবন্ধন। ৮০তম বর্ষে বালিগঞ্জ ২১ পল্লির দুর্গাপুজোর উদ্বোধন হল ২১ জন মহিলার উপস্থিতিতে। এবারের থিম 'ষড়ভুজের অন্তরাল'। উদ্বোধনের দিন থেকেই মণ্ডপ ও প্রতিমা দর্শনে ভিড় জমালেন দর্শনার্থীরা। এই পুজোর আয়োজনের অন্যতম আকর্ষণ সভাপতি সুরেশ শেঠিয়ার উদ্যোগ। সিটি কেবলের অন্যতম কর্ণধার সুরেশের নেতৃত্বে আট দশকের ঐতিহ্যকে ধরে রেখেই প্রতি বছর নতুন ভাবনা তুলে ধরছে পুজো কমিটি। তাঁর সঙ্গে আয়োজনের দায়িত্বে রয়েছেন সাধারণ সম্পাদক প্রশান্ত কুমার দাস। পুরাণ ও দর্শনের মেলবন্ধনে মণ্ডপের সৃজনশীল পরিকল্পনায় শিল্পী সৌরজিৎ ব্যানার্জী এবং ভাস্কর্যে সায়ন হালদার।

প্রকৃতিই পরমেশ্বরী, নবপত্রিকার পুজোয় মিশে আছে সনাতন ধর্ম আর বিজ্ঞানের মেলবন্ধন

রাজীব মুখোপাধ্যায়

শরতের নীল আকাশ, আকাশে পেঁজা তুলোর সাদা মেঘ আর শিউলি ফুলের গন্ধে মেতে উঠেছে বাঙালি। দুর্গাপুজোর মহাসপ্তমীর সকালে গঙ্গার ঘাটে ঘাটে সাড়ম্বরে সম্পন্ন হয় নবপত্রিকা স্নান। সাধারণ মানুষের কাছে যা 'কলাবউ' নামে পরিচিত, শাস্ত্রীয় মতে তা আসলে 'নয়টি পাতার সমষ্টি' এবং মা দুর্গার নয়টি বিশেষ রূপের প্রতীক। তবে এই প্রাচীন আচারের গভীরে প্রবেশ করলে দেখা যায়, নবপত্রিকা কেবল ধর্মীয় অনুষঙ্গ নয়, এর পেছনে লুকিয়ে আছে সনাতনের এক গভীর বৈজ্ঞানিক, পরিবেশগত এবং পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ বার্তা। ধর্মীয় ও শাস্ত্রীয় দৃষ্টিকোণ থেকে নবপত্রিকা হল মা দুর্গারই শাকম্ভরী রূপের প্রকাশ, যিনি উদ্ভিদ রূপে সমগ্র জগতকে রক্ষা করেন। তাই নবপত্রিকায় ব্যবহৃত কলা, কচু, হলুদ, জয়ন্তী, বেল, ডালিম, অশোক, মানকচু এবং ধান, এই নয়টি উদ্ভিদ যথাক্রমে ব্রাহ্মণী, কালিকা, উমা, কার্তিকী, শিবা, রক্তদন্তিকা, শোকরহিতা, চামুণ্ডা এবং লদী দেবীর প্রতীকী বাসস্থান। এই প্রসঙ্গে উত্তর কলকাতার বাগবাজার নিবাসী এক প্রবীণ স্মার্ত পণ্ডিত ও সনাতন শাস্ত্রবিদ আচার্য্য শৌনক চক্রবর্তী এই রীতির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, অনেকেই ভুলবশত কলাবউকে গণেশের স্ত্রী মনে করেন, কিন্তু শাস্ত্রে এর কোনো ভিত্তি নেই। নবপত্রিকা স্বয়ং জগতজননী। প্রকৃতির মাঝেই যে পরমেশ্বরী আদি শক্তির অবস্থান এবং উদ্ভিদ জগৎ ছাড়া যে মানবসভ্যতার অস্তিত্ব অসম্ভব, আমাদের পূর্বপুরুষেরা এই পুজোর মাধ্যমে সেই প্রকৃতি বিজ্ঞানের পরম সত্যটিই প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। অন্যদিকে, আধুনিক বিজ্ঞান ও পুষ্টিবিজ্ঞানের চোখ দিয়ে দেখলে নবপত্রিকায় ব্যবহৃত প্রতিটি উদ্ভিদের রয়েছে অসামান্য ঔষধি ও পুষ্টিগুণ। ঋতু পরিবর্তনের এই সন্ধিক্ষণে রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে এবং পুষ্টির ঘাটতি মেটাতে এই গাছগুলো অনন্য ভূমিকা পালন করে। শহরের বিশিষ্ট পুষ্টিবিদ ডঃ অনন্যা ব্যানার্জী এই বিষয়ে তাঁর প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে বলেন, নবপত্রিকার তালিকাটি লক্ষ্য করলে অবাক হতে হয় যে, এটি আসলে একটি সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য প্যাকেজ। কচু শাকে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ, ভিটামিন সি এবং উদ্ভিজ্জ আয়রন, যা চোখের দৃষ্টি ভালো রাখে ও রক্তাল্পতা দূর করে। হলুদের মধ্যে থাকা 'কারকিউমিন' একটি শক্তিশালী অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট এবং প্রাকৃতিক অ্যান্টি-সেপ্টিক। ডালিমে পাওয়া যায় ওমেগা-৫ ফ্যাটি অ্যাসিড এবং পলিফেনল, যা হৃদযন্ত্র ভালো রাখে। আবার কলা ও মানকচুতে রয়েছে পর্যাপ্ত ডায়েটরি ফাইবার ও পটাশিয়াম, যা রক্তচাপ ও হজম প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। প্রাচীন ঋষিরা হয়তো জানতেন যে সাধারণ মানুষকে শুধু বিজ্ঞানের কথা বললে তাঁরা শুনবেন না, তাই স্বাস্থ্যের এই প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান ও খনিজগুলোকে ধর্মের ফ্রেমে বেঁধে দেওয়া হয়েছিল যাতে সমাজ এই গাছগুলোর গুণাগুণ মনে রাখে এবং এদের সংরক্ষণ করে। বাস্তবিকই, নবপত্রিকার আরাধনা আসলে আদিম কৃষিভিত্তিক সমাজের পরিবেশ সচেতনতার এক অনন্য বৈজ্ঞানিক নিদর্শন। প্রকৃতিতে জীববৈচিত্র্য রক্ষা থেকে শুরু করে নির্দিষ্ট ভিটামিন ও খনিজের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্যের খেয়াল রাখা, এই সব দিক থেকেই সনাতন ধর্মের এই আচার এক যুগান্তকারী ও তাৎপর্যপূর্ণ পদ্ধতি। দেবী দুর্গাকে মর্তলোকে আবাহন করার পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে চারপাশে ছড়িয়ে থাকা এই ভেষজ ও খাদ্যশস্যের কদর করতে শেখানোই দুর্গাপুজোর এই আদি প্রাকৃতিক আচারের আসল উদ্দেশ্য ছিল।

বেলুড় স্টেশন রোডে ভট্টাচার্য বাড়ির প্রতিমা।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

হারানো বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো যাচ্ছে যে, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মহকুমা-ব্যারাকপুর, থানা-টিটাগড়, পোস্ট- নোনা চন্দনপুকুর, পিন-৭০০১২২ অধীনে অবস্থিত হোল্ডিং নং বর্তমানে-১৩(৮/এ), পশ্চিম ধাঙ্গর পাড়া (সিদ্ধান্ত পাড়া ৪র্থ লেন), ওয়ার্ড নং-০২ মৌজা-চন্দনপুকুর, জে.এল. নং-১০২, দাগ নং-১২৩৯, খতিয়ান নং-১২২৫, ১২৩১ এবং দলিল নং ৩৫৮২/১৯৮৭/বারাকপুর বিশিষ্ট জমির মূল দলিলটি হারিয়ে গেছে। গত ১৫.১২.২০২৫ তারিখে শ্রীরামপুর আদালত চত্বরের একটি জেরক্সের দোকানে ফটোকপি করানোর সময় দলিলটি হারিয়ে যায়। দলিলটি গৌরাঙ্গ চন্দ্র সাহা, পিতা-রামকৃষ্ণ সাহা নামে নথিভুক্ত। দলিলটি হারিয়ে যাওয়ার বিষয়ে ১৩.১০.২০২৬ তারিখে শ্রীরামপুর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করা হয়েছে এবং গৃহীত হয়েছে ১৪.১০.২০২৬ তারিখে, যার জি.ডি.ই. নং-১০০৪। উল্লিখিত সম্পত্তির বিষয়ে যদি কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের কোনো অধিকার, স্বত্ব বা দাবি থাকে, তবে তাঁদের এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। এরপর কোনো দাবি আর গ্রাহ্য করা হবে না।

Supratik Poddar
Advocate, High Court Calcutta
8759441157

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমার ক্লায়েন্ট শ্রীমতি প্রিয়াঙ্কা বেরা স্বামী পিন্টু বেরা সাং ও পোঃ দক্ষিণ চংরাচক, থানা ময়না, জেলা পূর্ব মেদিনীপুর, তমলুক থানার ১৪৪ নং জে এল ভুক্ত পদুমবসান মৌজায় এল আর ৩৪৭৯ ও ১২৪০ নং খতিয়ানভুক্ত আর এস ১৭৮১ দাগ যাহা এল আর ২৬০১ দাগে ৩.৪১০ ডেসিমেল সম্পত্তি গত ইংরেজি ০৩.০৬.২৬ তারিখে তমলুক এ ডি সাব রেজিস্ট্রি অফিসে ৩৫৪৬ নং রেঃকৃত বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে গত ইং ২১.০৪.২০১২ ও ২২.০৫.২০১৪ তারিখে সম্পাদিত ও ঐ সনে যথাক্রমে কলকাতা ARA-III ও তমলুক এ.ডি সাব রেজিস্ট্রি অফিসে রেঃ কৃত যথাক্রমে IV-2401 ও IV-15 নং দুই খানি আমমোক্তার নামা দলিল মূলে শ্রী অভিজিৎ মিশ্র ও সুরজিৎ মিশ্রের নিকট হইতে খরিদা সূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছেন। **উক্ত সম্পত্তি বি এল এন্ড এল আর ও তমলুক ১** অফিসের রেকর্ড হইবে, উক্ত বিষয়ে কারো কোনরূপ আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের এক মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে জানাইবেন। অন্যথায় কারো কোনরূপ আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।

Bappaditya Manna, Advocate
Judge's Court Purba Medinipur.

I, **Rejina Sekh**, W/o-Arif Sekh, Residing at Vill-Uttar Srirampur, P.O- Srirampur, P.S- Nadanghat, Dist-Purba Bardhaman, Pin-713513, That my actual name is **REJINA SEKH,** That **SURAYA KHATUN** is my daughter, That I, **REJINA SEKH** and **REJINA SK,** Mother of **SURAYA KHATUN** am the same and one identical person. Vide affidavit(No-25) Before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Kalna, Dist-Purba Bardhaman, Date-12/10/26

I, **Arif Sekh**, S/o-Fatik Sekh, Residing at Vill-Uttar Srirampur, P.O- Srirampur, P.S- Nadanghat, Dist-Purba Bardhaman, Pin-713513, That my actual name is **ARIF SEKH**,That **SURAYA KHATUN** is my daughter, That I, **ARIF SEKH** and **ARIF SK,** Father of **SURAYA KHATUN** am the same and one identical person. Vide affidavit(No-24) Before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Kalna, Dist- Purba Bardhaman, Date-12/10/26

-ঃ বিজ্ঞপ্তি ঃ-

আমার মক্কেল ১) শ্রীমতী পীয়ালী দাস, স্বামী-শ্রী রবিন দাস, ঠিকানা-পোঃ ও গ্রাঃ-বামুনআড়ি, থানা-ডানকুনি, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২২৫০, ইং ২৯.০৯.২০২২ তারিখে ১১৬২৪/২২ নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে জনাই সাব রেজিস্ট্রি অফিসে ৩৫৪৬ নং রেঃকৃত বিক্রয় কোবলা দলিল মূলে গত ইং ২১.০৪.২০১২ ও ২২.০৫.২০১৪ তারিখে সম্পাদিত ও ঐ সনে যথাক্রমে কলকাতা ARA-III ও তমলুক এ.ডি সাব রেজিস্ট্রি অফিসে রেঃ কৃত যথাক্রমে IV-2401 ও IV-15 নং দুই খানি আমমোক্তার নামা দলিল মূলে শ্রী অভিজিৎ মিশ্র ও সুরজিৎ মিশ্রের নিকট হইতে খরিদা সূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত সম্পত্তি বি এল এন্ড এল আর ও তমলুক ১ অফিসের রেকর্ড হইবে, উক্ত বিষয়ে কারো কোনরূপ আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের এক মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে জানাইবেন। অন্যথায় কারো কোনরূপ আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।
বর্তমানে শ্রীরামপুর-উত্তরপাড়া বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও. অফিসে নিজ নাম পত্তন-এর জন্য আবেদন করিয়াছেন। যদি কাহারো আপত্তি থাকে আগামী ২১ দিনের মধ্যে অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

প্রসূন কুমার গুপ্ত
এ্যাডভোকেট
শ্রীরামপুর কোর্ট

-ঃ বিজ্ঞপ্তি ঃ-

আমার মক্কেল ১) শ্রী সুশান্ত বাকুলী, পিতা-স্বর্গীয় সুবল চন্দ্র বাকুলী, ২) শ্রী সুজিত সুশান্ত বাকুলী, পিতা-শ্রী সুশান্ত বাকুলী, ঠিকানা-জগন্নাথপুর, পোঃ ও গ্রাঃ-বামুনআড়ি, থানা-ডানকুনি, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২২৫০, ইং ০৭.১১.২০২৫ তারিখে ১০৪৯৬/২৫ নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে জনাই সাব রেজিস্ট্রি অফিস হইতে জমি খরিদ করিয়াছেন। যাহার জে.এল নং ২৫, মৌজা-বামুনআড়ি, জমির পরিমান-০৫ কাঠা ০০ ছটাক ০০ বর্গফুট-৮.২৬৫২ শতক, যাহার এল.আর. দাগ নং-১৭৫১, এল.আর. খতিয়ান নং-১৩০, ৩২৪, ৪৭৬/১, ৫৬৬, ৫৬৭, ৫৭৯/১, ৬৭৮, ৭১৭, ৮৫৪, ৮৫৯, ৯৫৭ ও ১৭২৪ যাহার আমমোক্তার দলিল নং- ৭৯৫১/২১, জনাই সাব রেজিস্ট্রি অফিস, গ্রহীতা নাম-শ্রী সমীর দাস, পিতা-গণেশ চন্দ্র দাস, ঠিকানা-গ্রাঃ ও পোঃ, থানা-ডানকুনি, জেলা-হুগলী। দাতা -শ্রী কাশীনাথ মল্লিক, পিতা-স্বর্গীয় হরিপদ মল্লিক, ঠিকানা -ধীতারা পূর্বপাড়া, পোঃ ও থানা-ভদ্রেশ্বর, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২১২৪ এবং প্রতীক মল্লিক, পিতা-প্রদ্যুৎ মল্লিক, গ্রাম ও পোস্ট-বামুনারি, পি.এস. ডানকুনি-৭১২২৫০।
বর্তমানে শ্রীরামপুর-উত্তরপাড়া বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও. অফিসে নিজ নাম পত্তন-এর জন্য আবেদন করিয়াছেন। যদি কাহারো আপত্তি থাকে আগামী ২১ দিনের মধ্যে অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

প্রসূন কুমার গুপ্ত
এ্যাডভোকেট
শ্রীরামপুর কোর্ট

-ঃ বিজ্ঞপ্তি ঃ-

আমার মক্কেল ১) শ্রী নবিন দাস, ২) শ্রী সমীর দাস, পিতা শ্রী গণেশ চন্দ্র দাস, ঠিকানা-পোঃ ও গ্রাঃ বামুনআড়ি, থানা ডানকুনি, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২২৫০, ইং ২৯.০৯.২০২২ তারিখে ১১৬২১/২২ নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে জনাই সাব রেজিস্ট্রি অফিস হইতে জমি খরিদ করিয়াছেন। যাহার জে.এল. নং ২৫, মৌজা-বামুনআড়ি, উভয়ের জমির পরিমান ৩.৯১৫ কাঠা ০০ ছটাক ০০ বর্গফুট বা ৬.

একদিন
আমার শহর
কলকাতা, ১৮ অক্টোবর ২০২৬, ৩০ আশ্বিন ১৪৩৩, রবিবার

৭৬ পল্লি সর্বজনীন ক্লাবের দুর্গাপ্রতিমা।

মাছুয়াবাজার সর্বজনীন দুর্গাপুজো সমিতির প্রতিমা।

পাথুরিয়াঘাটা ঘোষবাড়ির প্রতিমা। এবছর ২৪৪ তম দুর্গোৎসব।

জোড়াসাঁকো নরসিংহ দাঁ বাড়ির দুর্গাপুজো।

কলেজ স্কোয়ারে দর্শনার্থীদের ভিড়।

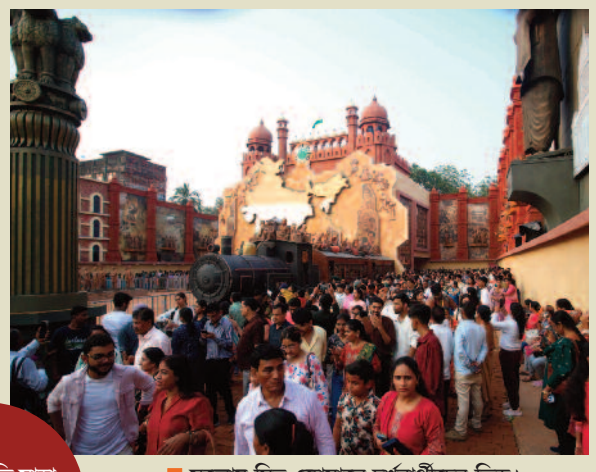

সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারে দর্শনার্থীদের ভিড়।

ছবি: অদিতি সাহা

নোয়াপাড়ার প্রাক্তন বিধায়িকা মঞ্জু বসুর বাড়িতে হাজির মন্ত্রী অর্জুন সিং

উপহারে আরএসএসের বইও

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: শনিবার সপ্তমীর দিন বিকেলে নোয়াপাড়ার প্রাক্তন বিধায়িকা মঞ্জু বসুর বাড়িতে পুজোর উপহার নিয়ে হাজির হন রাজ্যের পরিবহণ ও শ্রম দপ্তরের মন্ত্রী অর্জুন সিং। প্রাক্তন বিধায়িকাকে একটি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের পুস্তক উপহার দেন মন্ত্রী। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী বলেন, উনি আমার অভিভাবিকা। এদিন ওনার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে তাঁর আসা। উনি বই পড়তে ভালোবাসেন। তাই ওনাকে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের একটা বই তিনি উপহার দিলেন। আরএসএসের বই উপহার নিয়ে মন্ত্রী জানান, সনাতনীদের হয়ে নিঃশব্দে কাজ করে চলেছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ অর্থাৎ আরএসএস। বউদি বই পড়তে ভালোবাসেন। তাই ওনাকে বই উপহার দিলাম। আগামীদিনে ওনাকে আরও বই তিনি উপহার দেবেন। প্রসঙ্গত, এদিন সাক্ষাতে কুরুক্ষেত্রে কৌরবদের ধংসের কথা টেনে আনেন প্রাক্তন বিধায়িকা। এপ্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, সৎ পথে থাকলে সব ঠিকঠাক থাকে। সত্যের পক্ষে ছিলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু যারা অত্যাচার করেছিলেন, তাঁরা ধংস হয়ে গেছেন। অপরদিকে প্রাক্তন বিধায়িকা মঞ্জু বসু বলেন, অন্যায় করলে কর্মের ফল ভুগতেই হবে। ক্ষমতার দর্পে অহংকারে মত্ত হয়ে উঠেছিলেন মমতা ব্যানার্জি। ভগবান তাঁকে সঠিক জবাবও দিয়েছেন। প্রসঙ্গত, মহাভারতের কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কৌরবরা সম্পূর্ণরূপে ধংস হয়েছিলেন। মহাভারতের পুরনো কাহানি রোমন্থন করে প্রাক্তন বিধায়িকা বলেন, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কৌরবদের যেমন দশা হয়েছিল, ঠিক তেমনই দশা হয়েছে তৃণমূলের।

ভারত কেশরীকে স্মরণে রেখে দেবপুকুরে দেবী দশভুজার আরাধনায় নারীশক্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ভারত কেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে স্মরণে রেখেই এবার ব্যারাকপুর দেবপুকুরে নারীশক্তি দেবী দশভুজা আরাধনায় মেতেছেন। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি সেবা সমিতি এবং দেবপুকুর মহিলা সমিতির যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত দুর্গোৎসব ৩৩ তম বর্ষে পদার্পণ করেছে। পঞ্চমীর দিন এই পুজোর উদ্বোধন করেন রাজ্যের পরিবহণ ও শ্রম দপ্তরের মন্ত্রী তথা স্থানীয় বিধায়ক অর্জুন সিং। পুজো কমিটির সম্পাদক রবীন মাল পুরনো স্মৃতি স্মরণে এনে জানান, দেবপুকুরে ভারত কেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির আবক্ষ মূর্তি ছিল। তাঁর অভিযোগ, বিগত সরকারের আমলে দলীয় কার্যালয় ভাঙচুর করে মূর্তিটিকে ড্রেনে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। তৎকালীন সময়ে ড্রেন থেকে ভারত কেশরীর মূর্তিটিকে তোলা হয়েছিল। রবীন বাবুর কথায়, এবারে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি এবং মহিলা সমিতির যৌথ উদ্যোগ পুজো করা হচ্ছে। এখানকার বুক স্টলে অধিকাংশ পুস্তক জনসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির জীবন, আদর্শ কিংবা তাঁর নিজের লেখা বইয়ের আধিক্য রয়েছে। পুজো কমিটির সম্পাদক আরও জানান, পুজোর উপহার হিসেবে মন্ত্রীর তরফে দেবপুকুরে

১৫০০ বাড়িতে নতুন বস্ত্র পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি পুজোর মণ্ডপ থেকে অসহায় মানুষজনকে নতুন বস্ত্র উপহার দেওয়া হচ্ছে। তাঁর সংযোজন, সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষজনের কথা ভেবে ভারত কেশরী রন্ধনশালা গড়ে তোলা হয়েছে। সেখান থেকে প্রতিদিন শতাধিক অভুক্ত মানুষকে মধ্যাহ্নের আহার দেওয়া হচ্ছে। তিনি জানান, পঞ্চমীর দিন এই পুজোর উদ্বোধন করেন মন্ত্রী অর্জুন সিং। সেদিন সানাই-সহ মহিলারা শাঁখ এবং ঢাক বাজিয়ে মন্ত্রীকে স্বাগত জানিয়েছেন। অপরদিকে পুজো কমিটির সহ-সভানেত্রী অঞ্জনা দাস পুরনো স্মৃতি রোমন্থন করে জানান, অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে বিগত বছরগুলোতে তাঁদেরকে পুজো করতে হয়েছে। দু'বছর পুজো করেন পরেশ সাধুখা। পরেশ বাবু দায়িত্ব ছাড়ার পর ১৯৯৩ সাল থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত তরুণ প্রতিষ্ঠার নামে ফের পুজো শুরু হয়। ২০০৮ সালে পুজোর হাল ধরেন তেলেনিপাড়ার বাসিন্দা মেজ নামে এক যুবক এবং ২০০৯ সালে এই পুজোর হাল ধরেন অরবিন্দ মণ্ডল। অঞ্জনা দেবী আরও জানান, পুজোর অচলাবস্থা কাটাতে কয়েকজন মহিলাকে সঙ্গে হাল ধরেন সমীর বেরা। ফের ছন্দপতন। ২০২২ সাল থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত সুব্রত দাস ও শুভদীপ দাস মহিলাদের নিয়ে পুজো পরিচালনা করেন। ২০২৬ সালে মহিলাদের সঙ্গে নিয়ে পুজোর হাল ধরেন রবীন মাল। অঞ্জনা দাস জানান, পুজোর দিনগুলো তাঁরা মণ্ডপ প্রাঙ্গণে পরিবারে নিয়ে খুব আনন্দে কাটান।

'জামিন মানেই নির্দোষ প্রমাণ নয়', সন্দীপ ঘোষের জামিন প্রসঙ্গে শমীক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষকে আর্থিক অনিয়ম ও দুর্নীতি মামলায় সুপ্রিম কোর্ট জামিন দেওয়ার পরই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে তীব্র প্রতিক্রিয়া। শনিবার রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য স্পষ্ট ভাষাতে জানান, জামিন পাওয়া মানেই সন্দীপ ঘোষ নির্দোষ, এমনটা বলার কোনও সুযোগ নেই। শমীকের কথায়, জামিন পাওয়া একজনের আইনি অধিকার। কিন্তু জামিন মানেই তিনি নির্দোষ বা তাঁর সঙ্গে অপরাধের কোনও যোগ নেই, এটা বলা যায় না। তাঁর বক্তব্য, দেশের আইন আবেগের ভিত্তিতে পরিচালিত হয় না। তাই আদালত আইনি দিক বিচার করেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আরজি কর-কাণ্ডের পর 'অভয়া'

আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত মানুষজন সুপ্রিম কোর্টের এই সিদ্ধান্তে হতাশ হতে পারেন বলেও মন্তব্য করেন শমীক। তবে তাঁর দাবি, যাঁরা অভয়ার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাঁরা হতাশ হতে পারেন। কিন্তু জনমানসে এটা স্পষ্ট যে, তাঁরা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। যদিও সন্দীপ ঘোষের জামিনের ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্ট তাঁর দীর্ঘদিন জেলে থাকার বিষয়টিও বিবেচনা করেই তাকে জামিন দিয়েছে। এক্ষেত্রে আদালতের পর্যবেক্ষণ হল, আর্থিক অনিয়মের মামলায় প্রায় দু'বছর ধরে কারাগারে রয়েছেন তিনি। একই সঙ্গে মামলার বিচার প্রক্রিয়া এগোতে যে সময় লাগছে, সেটিও জামিন দেওয়ার ক্ষেত্রে বিবেচিত হয়েছে বলেই মনে করছে আইনজীবী মহল। যদিও এর আগে ২০২৪ সালের ডিসেম্বরেই আরজি করের ধর্ষণ ও খুনের মামলায় শিয়ালদহ আদালত সন্দীপ ঘোষকে জামিন দিয়েছিল। নির্ধারিত ৯০ দিনের মধ্যে সিবিআই চার্জশিট জমা দিতে না পারায় সেই মামলায় তিনি জামিন পান। তবে আর্থিক অনিয়মের মামলায় জামিন না মেলায় তাঁকে জেলেই থাকতে হয়েছিল। এবার সেই মামলাতেও সুপ্রিম কোর্ট জামিন দেওয়ায় তাঁর দীর্ঘ কারাবাসের অবসান হল।

রাজ্যজুড়ে শুষ্ক আবহাওয়া বজায় থাকার সম্ভাবনা পুজোয়, জানাল আলিপুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শনিবার প্রথম সপ্তমী, পুজো শুরুর দিনেই রাজ্যের দুই জেলায় ঝড়বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি করেছিল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। তবে শনিবার আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস স্বস্তি দিয়েছে শহরবাসীকে। পুজোয় আশঙ্কার মেঘ কেটে গিয়ে রাজ্যজুড়েই মূলত শুষ্ক আবহাওয়া বজায় থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

এদিকে দক্ষিণবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা এবং কলকাতায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। অন্যদিকে উপকূল ও সংলগ্ন জেলাগুলিতে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হলেও বাকি জেলাগুলিত শনিবার থেকেই শুষ্ক আবহাওয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, আজ রবিবার (দ্বিতীয় সপ্তমী) থেকে দশমী পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলাতেই শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে, বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা নেই। পাশাপাশি এও জানানো হয়েছে, কলকাতায় রবিবার থেকেই আকাশ পরিষ্কার হতে শুরু করবে এবং শুষ্ক আবহাওয়া বজায় থাকবে। সপ্তমীর দিন বিকেলের দিকে আকাশ সাধারণত মেঘলা হতে পারে। সপ্তমী থেকে নবমী পর্যন্ত আংশিক মেঘলা আকাশ থাকলেও দশমী ও একাদশীতে প্রধানত পরিষ্কার আকাশ দেখা যাবে, তবে বিকেলের দিকে ফের আংশিক মেঘলা হতে পারে। সকাল এবং সন্ধ্যায় মনোরম আবহাওয়া বজায় থাকবে, কমবে ভ্যাপসা গরমের অস্বস্তিও।

উত্তরবঙ্গে মূলত পরিষ্কার আকাশ এবং শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে। তবে আজ রবিবার দ্বিতীয় সপ্তমীতে উত্তরবঙ্গের উপরের দিকের জেলাগুলিতে বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা রয়েছে।

বিশেষ করে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কালিম্পংয়ের দু-এক জায়গায় হালকা বৃষ্টি বা বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। অন্যদিকে, অষ্টমী থেকে একাদশী; পুজোর বাকি দিনগুলিতে উত্তরবঙ্গের সমস্ত জেলাতেই প্রধানত শুষ্ক আবহাওয়া বজায় থাকবে।

এদিকে আলিপুর আবহাওয়া অফিস জানাচ্ছে, দেশ থেকে ইতিমধ্যেই বর্ষা বিদায় নিয়েছে। দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে শুরু হয়েছে বর্ষা পুরোপুরি বিদায় নেওয়ার পর্ব। কর্ণাটক, কেরল, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং তামিলনাড়ুতে এখন উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ুর প্রভাব দেখা যাবে।

এদিকে তাপমাত্রার পারদ কিছুটা ঊর্ধ্বমুখী কলকাতার। শনিবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের তুলনায় ১.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। শুক্রবার বিকেলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩২.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে ০.২ ডিগ্রি বেশি। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ঘোরাফেরা করছে ৬০ থেকে ৯৫ শতাংশের মধ্যে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় শহরের তাপমাত্রা ২৬ থেকে ৩৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকবে বলে জানানো হয়েছে।

পথদুর্ঘটনা, কলকাতায় মৃত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতার আনন্দপুর থানা এলাকায় পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন এক বাইকচালক। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সপ্তমীর ভোরে অর্থাৎ শনিবার ভোরে কলকাতা শহরের আনন্দপুর থানা এলাকার আরবান ক্রসিংয়ের কাছে একটি মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে। এদিন ভোর আনুমানিক ৪টা থেকে ৪টে কুড়ির নাগাদ একটি মোটরবাইক দুই আরোহীকে নিয়ে চৌবাগা রোড ধরে দক্ষিণ থেকে উত্তরের দিকে যাচ্ছিল। সেই সময় আনন্দপুর রোড ধরে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে আসছিল একটি চার চাকা গাড়ি। অভিযোগ, ক্রসিংয়ের মোড় ঘোরার সময় দুই গাড়ির মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।

ধাক্কার তীব্রতায় বাইক থেকে রাস্তায় ছিটকে পড়েন দুই আরোহী প্রত্যুষ পানাই (৩০) ও প্রসূন কুমার (২৭)।

ঐতিহ্যের গঙ্গাবক্ষে উৎসবের মহালগ্ন বোধন ও কলাবউ স্নান যাত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোরের আলো তখন সবে ফুটতে শুরু করেছে, আকাশের কোনায় তখনও তারাদের উজ্জ্বল উপস্থিতি, তারই মধ্যে বেজে উঠছে ঢাকের গুরুগুরু বাদ্যি, কাঁসর-ঘণ্টার আওয়াজ আর শঙ্খধ্বনিতে মুখরিত হচ্ছে কলকাতার সব গঙ্গার ঘাট। মহাসপ্তমীর পুণ্যলগ্নে ভোরের আলো ফুটতেই কলকাতার বাবুঘাট, জাজেস ঘাট এবং বাজে কদমতলা ঘাটের মতো প্রধান প্রধান স্নানঘাটগুলোতে ঢল নামল পুজো উদ্যোক্তাদের। সনাতন শাস্ত্রীয় নিয়ম মেনে গঙ্গায় সম্পন্ন হলো নবপত্রিকা বা 'কলাবউ' স্নান। মা দুর্গার নয়টি রূপের প্রতীক এই নবপত্রিকাকে পবিত্র গঙ্গাজলে স্নান করিয়ে, নতুন লাল পেড়ে শাড়িতে সাজিয়ে যখন মণ্ডপের উদ্দেশ্যে রওনা করানো হচ্ছিল, তখন ঘাটজুড়ে তৈরি হয় চিরন্তন বাঙালিয়ানার এক আবেগঘন পরিবেশ। আশ্বিনের নরম ভোরের আলো, আকাশে সাদা পেঁজা তুলোর মেঘ আর গঙ্গার স্নিগ্ধ হাওয়া যেন মনে করিয়ে দিচ্ছিল, সব অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে উমা এবার সত্যিই ঘরে এসেছেন। শহরের বারোয়ারি পুজোর বিশাল জাঁকজমকের পাশাপাশি কলকাতার বনেদি ও বাড়ির পুজোগুলোর সদস্যরাও ভোর রাতেই গঙ্গার ঘাটে এসে হাজির হন। বাড়ির পুজোর নিজস্ব কিছু নিয়ম, ঘরোয়া পরিবেশ আর অনাবিল সাবেকি আবেগ এই আচারকে আরও অনেক বেশি বিশেষ এবং মানবিক করে তোলে। এখানে কোনো কৃত্রিমতা নেই, আছে শুধু প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বয়ে চলা এক অমোঘ আত্মিক টান। ছোট থেকে বড়, পরিবারের প্রতিটি সদস্য এই ভোরে এক হয়ে যান গঙ্গার ঘাটে। উত্তর কলকাতার এক শতাব্দী প্রাচীন বাড়ির পুজোর সদস্য অনির্বাণ মুখোপাধ্যায় ঘাটে দাঁড়িয়ে নিজের চোখের কোণ মুছে অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন, বারোয়ারি পুজোর জাঁকজমক একরকম, আর আমাদের বাড়ির পুজোর আনন্দ অন্যরকম। বছরের এই চারটে দিন মা যেন কোনো দূর আকাশের দেবী নন, তিনি আমাদের ঘরের মেয়ে হয়ে আসেন। প্রবাসী ভাইবোন বা আত্মীয়রা যারা সারা বছর দূরে থাকে, তারাও এই দিনটায় ঘাটে এসে দাঁড়ায়। তাই মহাসপ্তমীর সকালে গঙ্গার ঘাটে এসে কলাবউ স্নান করানোর এই মুহূর্তটা আমাদের কাছে ভীষণ আবেগের। ঘট কাঁধে নিয়ে যখন বাড়ির দিকে রওনা দেব, তখন মনে হবে পুজোটা সত্যিই শুরু হয়ে গেল এবং আমাদের পরিবারটা আবার পূর্ণতা পেল। একই সুর শোনা গেল দক্ষিণ কলকাতার আরেকটি সাবেকি বাড়ির পুজোর প্রবীণা সদস্য সুস্মিতা চট্টোপাধ্যায়ের গলাতেও। বয়সকে তোয়াক্কা না করে এই আশি উর্ধ্ব প্রবীণা, তিনিও এসেছেন ঘাটে। তিনি বলেন, আমাদের বাড়িতে প্রায় চার পুরুষ ধরে এই পুজো হয়ে আসছে। আমরা ঘট ভরার সময় কোনো তাড়াহুড়ো করি না, প্রতিটি আচার খুব নিষ্ঠা ভরে মানা হয়। আমার ঠাকুমা যেভাবে করতেন, আজ আমার নাতনিও সেই নিয়মগুলো দেখছে, এই যে শিকড়ের টান, এটাই তো আসল পুজো। গঙ্গার ঘাটে ভোরের এই শান্ত পরিবেশ আর ঢাকের আওয়াজ মনের ভেতর একটা অদ্ভুত দোলা দেয়। পুজো শুরু হওয়ার এই যে আনন্দ, তা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। এবার বাড়ির মণ্ডপে মা প্রতিষ্ঠিত হবেন, আমাদের সারাবছরের অপেক্ষার অবসান হল। সারা বছরের সব ক্লান্তি যেন এই গঙ্গার জলেই ধুয়ে মুছে গেল।

গঙ্গার ঘাটের এই কোলাহলের মাঝেও লুকিয়ে থাকে কিছু নীরব মানবিক গল্প। কেউ হয়তো বহু বছর পর পুরনো বন্ধুর হাতটা ধরে গঙ্গার ঘাটে দাঁড়িয়ে ঢাকের আওয়াজ শুনছেন, আবার কোনো বাবা তাঁর ছোট্ট সন্তানের হাত ধরে চেনাচ্ছেন বাংলার আদি অকৃত্রিম প্রাচীন সংস্কৃতিকে। সমস্ত শাস্ত্রীয় বিধি মেনে স্নানপর্ব শেষ হওয়ার পর জল পূর্ণ ঘট এবং নতুন শাড়িতে মোড়ানো কলাবউকে পরম মমতা ও শ্রদ্ধায় কাঁধে নিয়ে মণ্ডপের দিকে রওনা দেন পুজো উদ্যোক্তা ও বাড়ির সদস্যরা। তাঁদের এই আনন্দযাত্রার মধ্য দিয়েই তিলোত্তমার আনাচে-কানাচে, প্রতিটি ঘরের অলিন্দে সাড়ম্বরে শুরু হয়ে গেল ২০২৬ সালের শারদীয় দুর্গোৎসবের মূল দিনগুলোর কাউন্টডাউন।

পুজোর মুখে রাজ্যে কমল পেঁয়াজের দাম, বাজারে স্বস্তির ইঙ্গিত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পুজোর মরশুমে রাজ্যে বাজারে পেঁয়াজের দামে কিছুটা স্বস্তি ফিরল। গত দু'সপ্তাহে দেশের ২১১টি শহরের খুচরো বাজারে পেঁয়াজের দাম কেজিতে ১ থেকে ১৩ টাকা পর্যন্ত কমেছে। সেই তালিকায় আছে পশ্চিমবঙ্গও। নতুন খরিফ মরশুমের পেঁয়াজ বাজারে আসতে শুরু করায় আগের তুলনায় জোগান আরও বেড়েছে। পাশাপাশি সরকারি বাফার স্টক থেকেও পরিকল্পনা করে পেঁয়াজ বাজারে ছাড়া হচ্ছে। তার প্রভাবেই দাম কমছে বলে সরকারি সূত্রের খবর। একইভাবে পাইকারি বাজারেও পেঁয়াজের দাম নিম্নমুখী হতে দেখা যাচ্ছে। সেপ্টেম্বর মাসে যেখানে প্রতি কুইন্টাল পেঁয়াজের গড় দাম ছিল প্রায় ৩,৬০০ টাকা। অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি তা নেমে হয়েছে প্রায় ৩,৩০০ টাকা। পাইকারি দামে এই পতনের ফলে ধীরে ধীরে খুচরো বাজারেও দাম কমছে। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও উত্তরপ্রদেশ,

মহারাষ্ট্র, কর্নাটক, কেরল, পঞ্জাব, তামিলনাড়ু, তেলঙ্গানা, অসম এবং ওড়িশার মতো বড় পেঁয়াজ-উপভোক্তা রাজ্যগুলিতেও দাম কমেছে। উৎসবের মরশুমে যাতে কোনও রাজ্যে জোগানের সমস্যা না হয়, সে দিকেও নজর রেখেছে কেন্দ্র। বিশেষ করে উত্তর-পূর্ব ভারতের বাজারে পেঁয়াজ পৌঁছে দিতে 'কান্দা এক্সপ্রেস' ট্রেন এবং ট্রাক ব্যবহার করছে কেন্দ্রীয় সরকার। অসম, ত্রিপুরা ও নাগাল্যান্ডে এখনও পর্যন্ত মোট ২,৮০৫.৪৬ মেট্রিক টন সরকারি পেঁয়াজ পাঠানো হয়েছে। এর মধ্যে ত্রিপুরার আগরতলায় এই প্রথম বিশেষ 'কান্দা এক্সপ্রেস' ট্রেনে করে ৪৪০ মেট্রিক টন পেঁয়াজ পাঠানো হচ্ছে। এছাড়াও অসমের বাজারেও পেঁয়াজের দাম কমেছে। সেখানে গত দু'সপ্তাহে খুচরো পেঁয়াজের দাম কেজিতে ১ থেকে ৮ টাকা পর্যন্ত কমেছে। বর্তমানে অসমে গড় দাম কেজিতে ৫৪.৩০ টাকা, যেখানে জাতীয় গড় ৫৩.০৭ টাকা। ফলে দেশের গড় দামের সঙ্গে অসমের দামের ব্যবধানও অনেকটাই কমেছে। এই বিষয়ে সরকারের বক্তব্য, বাজারে পেঁয়াজের জোগান ও দামের উপর নিয়মিত নজর রাখা হচ্ছে। পরিস্থিতি অনুযায়ী বাফার স্টক থেকে আরও পেঁয়াজ বাজারে ছাড়া হতে পারে। ফলে আগামী দিনে এই রাজ্য-সহ বিভিন্ন রাজ্যে পেঁয়াজের দাম আরও কিছুটা কমার সম্ভাবনা তৈরি হতে দেখা যাচ্ছে।

সম্পাদকীয়

ফায়ারিং স্কোয়াড লাইভ করা থেকে কি পিছু হঠবেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প?

এবার ফায়ারিং স্কোয়াডের মৃত্যুদণ্ড লাইভ সম্প্রচার করে অন্তর্বর্তী নির্বাচনের বৈতরণী পার হতে চাইছেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। কিন্তু ট্রাম্পের এই কৌশল শেষ পর্যন্ত বাস্তবে সম্ভব হবে কিনা এখন সেই প্রশ্নও উঠে গিয়েছে। কারণ বিদেশ তো ছেড়েই দিন খোদ ট্রাম্পের দেশের মধ্যেও এই ঘটনার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ, প্রতিবাদ শুরু হয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, যে দেশে যে কেউ চাইলে বন্দুক কিনতে পারে, টাকা দিয়ে লাইসেন্স নিতে পারে, বন্দুকবাজের হামলায় প্রতি বছর হাজার হাজার লোকের মৃত্যু হয়, সেখানে ফায়ারিং স্কোয়াড লাইভ দেখালে বোঝাই যাচ্ছে, আগামী দিনে আর কী কী হতে পারে। এই বিতর্ক সামনে আসতেই আমেরিকার প্রায় ৭৫০টি স্কুল প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের দ্বারস্থ হয়েছে। তাঁদের অনুরোধ, দয়া করে এটা করবেন না। এতে শিশু এবং খুদে পড়ুয়াদের বিগড়ে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। ঘরে বাইরে চাপের মুখে পড়ে অবশ্য শেষ পর্যন্ত কিছুটা সুর নরম করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। তবে সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের ঘোষণা কিন্তু তিনি এখনও করেননি, শুধু বলেছেন, মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব পিট হেগসেথ নয়, তিনিই এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন। আপাতত আশার কথা বলতে এইটুকুই। অনেকেই অবশ্য একে আশা নয়, আশঙ্কার কথাও বলছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, অনেকেরই জানা নেই আমেরিকার নিদাল মালিক হাসানের নাম। মার্কিন সেনার প্রাক্তন মেজর এবং মনোরোগ বিশেষজ্ঞ। ২০০৯ সালে আমেরিকার এক সেনাঘাঁটিতে এলোপাথাড়ি গুলি চালিয়ে ১২ সেনা-সহ ১৩ জনকে খুন করে নিদাল। সেই নিদালকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে মার্কিন আদালত। চলতি বছরের ৩ ডিসেম্বর তা কার্যকর হবে। সেই রায় অনুমোদনও করেছেন প্রেসিডেন্ট। এরপরই মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব পিট হেগসেথ ঘোষণা করে দেন, নিদালকে প্রকাশ্যে গুলি করে মেরে এই দণ্ড কার্যকর করা হবে। হেগসেথের দাবি শুনে মার্কিনীদের চোখ কপালে উঠেছিল। গত তিনদিনে এর বিরুদ্ধে কয়েকশো আবেদন ও মামলা দায়ের হয়েছে। কিন্তু হেগসেথ পিছু হটেছেন, এমন খবর নেই। এমনকী ইউরোপীয়ান ইউনিয়নও এই নিয়ে দরবার করেছে। তারা বলছে, এভাবে মৃত্যুদণ্ড লাইভ দেখানো যায় না। সেটা হলে সমাজে তাঁর প্রভাব খুব খারাপ হবে। ফায়ারিং স্কোয়াড তখন একটা ট্রেন্ড হয়ে উঠবে।

শব্দছক ২৯১

রবি দাস

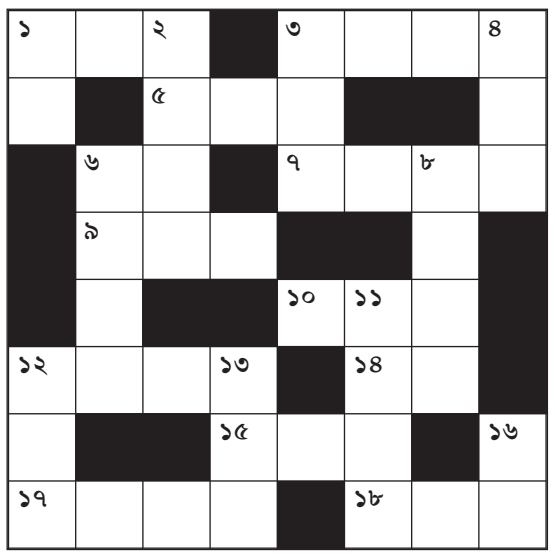

পাশাপাশি: ১. চাঁদ ৩. রামচন্দ্র ৫. মুহূর্ত ৬. যার ধনের ওপর যে দই মারে ৭. মনুষ্যচিত ৯. মাইকেল সৃষ্ট কবিতা-ছন্দ ১০. ঘড়ি যা জানায় ১২. মদ খাওয়ার আখড়া ১৪. ধুকপুক প্রথমার্ধ ১৫. জুয়া খেলোয়াড় ১৭. কল্পনার জগৎ ১৮. হাতি

ওপর-নিচ: ১. চোখ ২. মালপো ৩. যুদ্ধ-বাদন ৪. হিন্দী ভাষায় টাঙানো ৬. প্লুটোর পূর্বাস্থিত গ্রহ ৮. গণেশ দেবতা ১১. মাধুর্য্য ১২. পুস্তক পড়িয়ে ব্যক্তি ১৩. একটুতেই যে লজ্জা পায় ১৬. শরীর

সমাধান ২৯১ — পাশাপাশি: ১. চর্মজ ৩. হলধর ৬. খচ্চর ৭. রাত ৮. ললাম ১০. পাক ১১. তালি ১৩. সর্বভূক ১৫. মাতামাতি ১৭. লিক ২০. মাস ২১. অপর ২২. তাল ২৪. বসন্ত ২৫. সবশুদ্ধ ২৬. রভস

ওপর-নিচ: ১. চর্মজ ৩. হলধর ৬. খচ্চর ৭. রাত ৮. ললাম ১০. পাক ১১. তালি ১৩. সর্বভূক ১৫. মাতামাতি ১৭. লিক ২০. মাস ২১. অপর ২২. তাল ২৪. বসন্ত ২৫. সবশুদ্ধ ২৬. রভস

আজকের দিন

■ **১৯৬৮** — পদক গ্রহণের মঞ্চে আমেরিকান স্প্রিন্টার টমি স্মিথ ও জন কার্লোস নিজেদের মুষ্টিবদ্ধ হাত উঁচিয়ে ধরেন, যার ফলে তাঁরা সাময়িকভাবে নিষিদ্ধ হন।

■ **২০০৭** — দীর্ঘ নির্বাসন বেনজির ভুট্টো দেশে ফিরে আসেন; তবে তাঁর দেশে ফেরার শোভাযাত্রাটি একটি ভয়াবহ হামলার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়।

জন্মদিন

১৯২৫ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ এনডি তিওয়ারির জন্মদিন।*

১৯৪০ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*

১৯৫০ *বিশিষ্ট অভিনেতা ওম পুরীর জন্মদিন।*

পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায়

মান্দালয় জেলে মা দুর্গার আরাধনায় নেতাজি

প্রদীপ মারিক

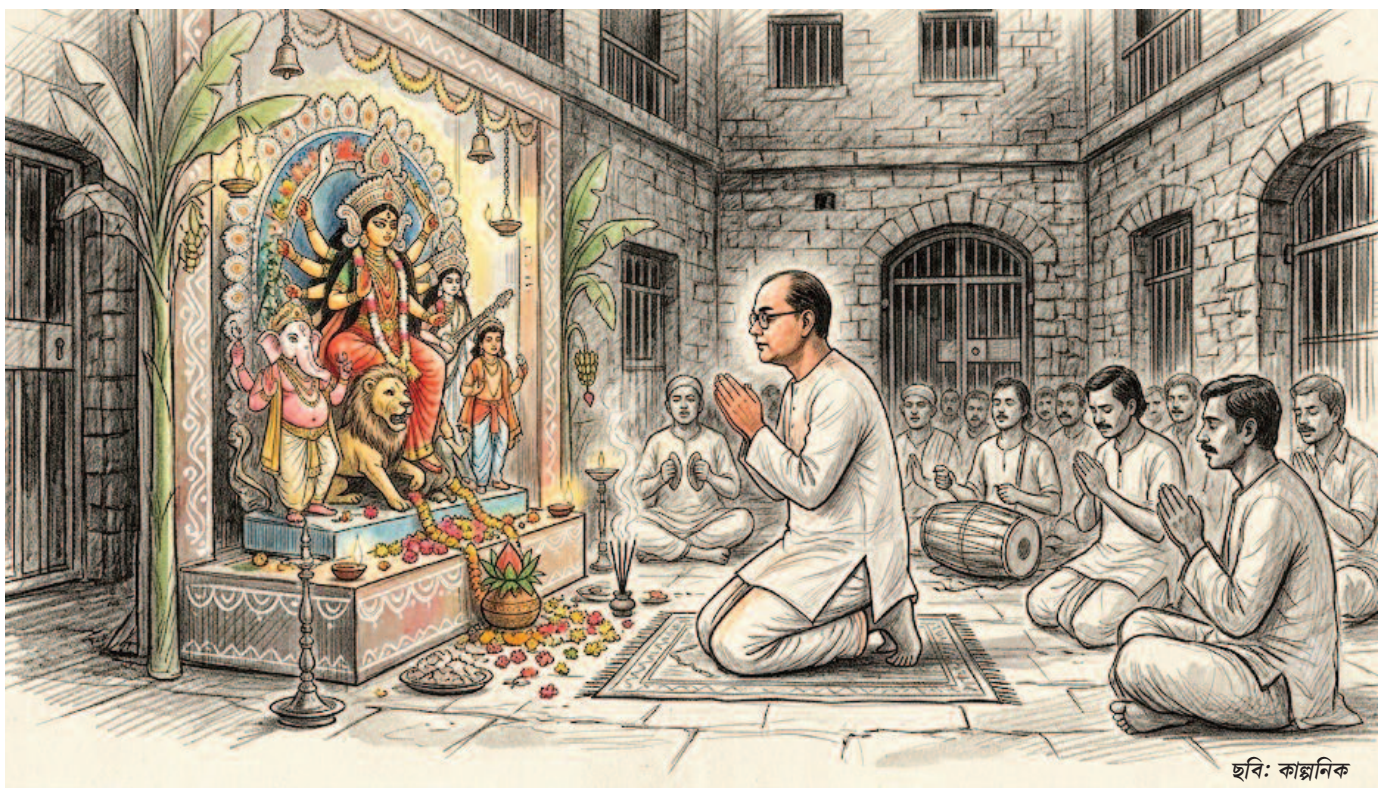

ছবি: কাল্পনিক

১৯২৫ সালে স্বরাজের দাবিতে উত্তাল বঙ্গদেশ। বাংলার ব্রিটিশ সরকার স্বাধীনতা সংগ্রামের একাধিক নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিত্বকে গ্রেফতার করছে। তাদের মধ্যে সুভাষচন্দ্রও ছিলেন। তাকে পাঠানো হল বর্মার মান্দালয় জেলে। মান্দালয় জেলে মূলত রাজনৈতিক বন্দি অর্থাৎ স্বাধীনতা সংগ্রামীদের রাখা হত। তাদের মধ্যে বেশির ভাগই বাঙালি। মান্দালয় জেলে তখন নেতাজির সাথে বিপ্লবী ত্রৈলোক্য, সত্যেন্দ্র মিত্র, বিপিনবিহারী গঙ্গোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ প্রমুখ বন্দি ছিলেন। মান্দালয় জেল থেকে বাংলা সরকারের চিফ সেক্রেটারি কে ১৯২৫ সালে পুজোর আগেই চিঠি লিখে জানালেন, কিছুদিন পরেই দুর্গাপুজো শুরু হবে। এই উৎসব হিন্দুরা বিশেষ করে বাঙালিরা হিন্দুদের সারা বছর পুজো অনুষ্ঠানের মধ্যে এটাই সব চাইতে বড় অনুষ্ঠান। বন্দিদের সঙ্গে আলোচনা শুরু করলেন। ঠিক হল, জেলে দুর্গা আরাধনা হবে। খরচের হিসেব দাঁড়ালো ৮০০ টাকা। বন্দিরা নিজেদের মধ্যে ১৪০ টাকা সংগ্রহ করলেন, বাকি অর্থের জন্য জেল প্রশাসনের কাছে আপিল করা হল। জেল সুপার ফিন্ডলে সাহেব সহৃদয় ব্যক্তি ছিলেন, তিনি সেই আপিল ঊর্ধ্বতন কতৃপক্ষের কাছে পাঠালেন সুপারিশ করে। ব্রিটিশ সরকার সেই প্রস্তাব প্রথমে নাচক করলো। সুভাষ কিন্তু হার মানলেন না। তিনি খোঁজ নিয়ে জানলেন, জেলে বড়দিন উদ্‌যাপনের জন্য ইউরোপীয় বা খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদেরকে ১০০০ টাকা দেয় বর্মা সরকার। তিনি পাল্টা যুক্তি দিলেন যে, যদি খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদেরকে টাকা দেওয়া হয়, তবে হিন্দু উৎসবের জন্যেও দিতে হবে। কিন্তু সরকার বাহাদুর মানল না। তারা ফিন্ডলে সাহেবকে বলল যে, টাকা বন্দিদের আয় থেকে কেটে নিতে হবে। সুভাষচন্দ্র এর প্রতিবাদ করে বর্মা সরকারের প্রধান সচিবকে একটি মেমোরান্ডাম পাঠালেন। যখন বৃটিশ সরকারের প্ররোচনায় বার্মা জেল কতৃপক্ষ কিছুতেই কোন রকম ভাবেই দুর্গা পূজার সাহায্য করতে প্রস্তুত নয় তখন সুভাষ শুরু করলেন অনশন। তার নেতৃত্বে বন্দিরাও অনশন শুরু করলো। কয়েক দিন পরে কলকাতার সংবাদপত্রে এই অনশনের খবর প্রকাশ হল। বঙ্গসমাজে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল মুহূর্তেই। দুর্গাপুজো বলে কথা! শেষ পর্যন্ত হার মানতে বাধ্য হল বর্মা সরকার। টাকা মঞ্জুর হল। সাজ সাজ রব লেগে গেল মান্দালয় জেলে। ধুমধাম করে, নিষ্ঠাভরে মায়ের পুজো সম্পন্ন হল। শেষ পর্যন্ত সুভাষের ইচ্ছায় মন্দালয় জেলে মা দুর্গা আসে। আনন্দ সাগরে ভাসছে ভাসতে মায়ের বীরভক্ত সন্তান সুভাষ আর এক মা দেশবন্ধু জায়া বাসন্তী দেবীকে লিখলেন, ‘ আজ মহাষ্টমী বাংলার ঘরে ঘরে এসে মা দুর্গা প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। সৌভাগ্য ক্রমে এই জেলের মধ্যেও তিনি এসে দেখা দিয়েছেন। আমরা জেলে এসেও দুর্গা পূজা করছি। মা মনে হয় আমাদের কথা ভোলেন নি তাই এখানে এসেও তার পূজা অর্চনা সম্ভব হয়েছে। পরশুদিন আবার আমাদের কাঁদিয়ে মা চলে যাবেন। জেলখানার অন্ধকারের মধ্যে নির্জীবতার মধ্যে পুজোর আলো পুজোর আনন্দ বিলীন হয়ে যাবে। জানি না এই রূপে কত বছর কাটবে, তবে মা যদি বাৎসরান্তে একবার দেখা দিয়ে যান তবে কারাবাসের দুর্বিসহ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে।’ মান্দালয় জেল ভারতীয় বন্দিদের জন্য ছিল নরকসমান। সুভাষের শরীর ভেঙে পড়ে, তিনি অসুস্থ্য হয়ে পড়েন। ১৯২৭ সালে তাকে জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। নেতাজির সঙ্গে দোর্দণ্ডপ্রতাপ ব্রিটিশ শাসকের সেটিই ছিল প্রথম সম্মুখসমর। আর সেই সংঘাতেই তিনি দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে, সুভাষচন্দ্র বসু হেরে যাওয়ার জন্য জন্মাননি। স্বাধীনতা সংগ্রামী হেমন্তকুমার সরকার ছিলেন নেতাজির ঘনিষ্ঠ বন্ধু। নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর আত্মজীবনী ‘ভারত পথিক’ গ্রন্থে তিনি বললেন, হেমন্ত কুমারের সান্নিধ্যে এসেই তার মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটে। তার রাজনৈতিক জীবনে বহুবার ব্রিটিশ সরকারের বিরাগভাজন হয়ে জেলে যেতে হয়েছিল। স্বদেশী আন্দোলনের সভা করার জন্য বহরমপুর জেলেও বন্দি ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। শঙ্করীপ্রসাদ বসুর ‘সমকালীন ভারতে সুভাষচন্দ্র’ বই থেকে জানা যায় যে, যে সময় জেলের ভেতর সরস্বতী পুজো করার জন্য জেদ ধরেন সুভাষচন্দ্র বসু। জেল কর্তৃপক্ষ চাপে পড়ে অবশেষে তার দাবি মেনে নেয় এবং পুজোর ব্যবস্থা করে দেয়। জেলের পুজো দেখতে যাওয়ার বাহানায় অনেকেই জেলের ভিতরে নেতাজির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন সে সময়। শোনা যায়, সরস্বতী পুজো দেখার ভিড় যা হয়েছিল, তা সে সময়ের দুর্গাপুজোর ভিড়ের সমান। ১৯৪০ সালে যখন প্রেসিডেন্সি জেলে নেতাজী অবরুদ্ধ ছিলেন তখন তিনি দুর্গা পুজো করেছিলেন। এক সময়ে মুর্শিদাবাদে সুভাষচন্দ্র বসু এসেছেন বেশ কয়েক বার। সভা করতে এসেছিলেন আবার জেলেও থাকতে হয়েছিল তাকে। ১৯২৩ সালে নেতাজীকে আবার বন্দি করে ব্রিটিশ পুলিশ। পরের বছর তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় বহরমপুর জেলের সাত নম্বর ঘরে। এখন সেটি হয়েছে মানসিক হাসপাতাল। জেলের ভিতরে সরস্বতী পুজো করার জন্য সুভাষ জেদ ধরেন, জেল কর্তৃপক্ষ অবশেষে তা মেনে পুজোর ব্যবস্থা করেন। শোনা যায়, পুজো দেখতে যাওয়ার অছিলায় অনেকেই জেলের ভিতরে সুভাষের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ সুদে-আসলে মিটিয়েছিলেন। পুজো দেখার জন্য জেদ ধরে সে সময়ে বহরমপুরের নামী চিকিৎসক সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের বছর বারোর মেয়ে ঊষাও। ডাক্তারবাবু আর কী করেন, মেয়েকে নিয়ে যান জেলখানায়।

এই ঊষাই পরবর্তী কালে হন আইনজীবী তথা স্বাধীনতা সংগ্রামী। একসময় নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর উদ্যোগে বাংলায় দুর্গাপুজো ব্রিটিশ বিরোধী প্রতিবাদ প্রচারের জন্য স্বদেশীর প্রতীক হয়ে ওঠে। সিমলা ব্যায়াম সমিতি, বাগবাজার সার্বজনীন এবং আরও কয়েকটি অনুশীলন সমিতি বিপ্লবীদের আশ্রয় ও প্রশিক্ষণ দিয়েছিল। যারা একসময় সুভাষ চন্দ্র বসুর নেতৃত্বে দুর্গাপুজোকে, লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয়ে দেশপ্রেমের শিখা জ্বালানোর মঞ্চ হিসেবে ব্যবহার করেছিল। দেশের একাধিক জেলে থাকার সময় সেখানেই দুর্গাপুজো করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন সুভাষ চন্দ্র বসু। দীর্ঘদিন ধরে পুজোর ছত্রছায়ায় বিপ্লবীদের জড়ো করার পরিকল্পনার জাল বুনেছিলেন তিনি। উদ্দেশ্য ছিল, দেশপ্রেমী তরুণদের ট্রেনিং দেওয়া এবং দলবদ্ধ করা। তরুণদের লাঠিখেলা, কুস্তি, ছুরিখেলার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন। দুর্গাপুজোকে সামনে রেখে অন্তরালে হয়েছে সশস্ত্র বাহিনী গড়ার কাজ তিনি করে গিয়েছেন। নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু কলকাতার কয়েকটি বিখ্যাত সার্বজনীন দুর্গা পূজার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাদের মধ্যে অন্যতম আদি লেকপল্লী, সিমলা ব্যায়াম সমিতি, বাগবাজার সার্বজনীন এবং কুমারটুলি সার্বজনীন। বাগবাজার সর্বজনীনের পুজো কলকাতার সবচেয়ে পুরনো সর্বজনীন দুর্গাপুজোগুলির মধ্যে একটি। ১৯১৯ সালে বাগবাজারের বাসিন্দারা প্রথম এই পুজোর আয়োজন করেছিলেন। প্রথম বার পুজো হয়েছিল নেবুবাগান লেন ও বাগবাজার স্ট্রিটের সংযোগস্থলে সরকার হাউসে। সেই সময় এই পুজোর নাম ছিল তনেবুবাগান বারোয়ারি দুর্গাপূজাদ। তারপর তিন বছর সরকার হাউসেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল পুজো। ১৯২৪ সালে পুজো সরে আসে বাগবাজার স্ট্রিট ও পশুপতি বসু লেনের সংযোগস্থলে।

তার পরের বছর পুজো হয় কাঁটাপুকুরে। ১৯২৬ সালে সমাজকর্মী নগেন্দ্রনাথ ঘোষাল ও আরও কয়েক জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ভার নেন এই পুজোর। তাদের প্রচেষ্টায় সুষ্ঠভাবে পুজো করার জন্য গড়ে ওঠে একটি সংগঠন। মাতৃ আরাধনায় ব্রতী হয়ে তিনি আপামর বাঙালিদের মধ্যে কেবল বাঙালি আবেগ তুলে ধরেন নি, মাতৃ আরাধনা করে যে জীবনী শক্তি পেয়েছিলেন সেই শক্তিবলে বলীয়ান হয়ে দেশ মাতৃকার পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে দেশবাসীকে স্বাধীনতার স্বপ্নে উদ্বুদ্ধ হতে বলেছিলেন।

অসুরবধের মন্ত্রে জেগে উঠুক যুদ্ধহীন পৃথিবী

উজ্জ্বল কুমার দত্ত

শরতের নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলা। কাশফুলের দোলায় প্রকৃতির উৎসববার্তা। বাতাসে শিউলির গন্ধ, ঢাকের বোলে বাঙালির হৃদয়ে জেগে ওঠে আনন্দের আবেশ। মা দুর্গার আগমনে মণ্ডপে মণ্ডপে সাজ-সাজ রব। দেবীর দশ হাতে দশ অস্ত্র, মুখে স্নিগ্ধ হাসি, চোখে অশুভের বিরুদ্ধে অমোঘ প্রত্যয়। মহিষাসুরমর্দিনীর আবির্ভাব মনে করিয়ে দেয় যে;অন্যায় যতই শক্তিশালী হোক, তার পরাজয় অনিবার্য। অথচ উৎসবের আলোয় পৃথিবীর দিকে তাকালে প্রশ্ন জাগে; মহিষাসুর কি সত্যিই নিহত হয়েছে? নাকি নতুন রূপে, নতুন অস্ত্রে, নতুন পতাকা হাতে আবার ফিরে এসেছে মানুষেরই পৃথিবীতে?

দেবী দুর্গা ও মহিষাসুরের যুদ্ধ নিছক পৌরাণিক আখ্যান নয়; তা শুভ ও অশুভের চিরন্তন সংঘাতের প্রতীক। অসুরবধের অর্থ অন্যায়ের বিনাশ, ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু আধুনিক পৃথিবীতে অশুভের পরিচয় কী? কেবল কোনো দানবীয় অবয়ব, নাকি মানুষের অন্তরে লুকিয়ে থাকা ক্ষমতার লোভ, আধিপত্যের বাসনা, প্রতিহিংসা ও সীমাহীন ভোগের আকাঙ্ক্ষা? যদি দ্বিতীয়টিই সত্য হয়, তবে অসুরবধের লড়াই আসলে মানুষের নিজের বিরুদ্ধেই মানুষের যুদ্ধ।

রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ড থেকে মহাভারতের কুরুক্ষেত্র; ভারতীয় মহাকাব্যের পাতায় যুদ্ধের বিবরণ বিস্তৃত। রাম-রাবণের সংঘাতে অন্যায়ের পরাজয় ঘটেছিল। কুরুক্ষেত্রেও ন্যায় ও অধিকারের প্রশ্নে মুখোমুখি হয়েছিল দুই পক্ষ। কিন্তু মহাভারতের যুদ্ধজয় কি নিখাদ আনন্দের? অগণিত প্রাণের বিনাশ, স্বজনহারা মানুষের কান্না, বিধবার দীর্ঘশ্বাস বিজয়ের গৌরবকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করায়। যুদ্ধ শেষ হয়, বিজয়ীর পতাকা ওড়ে, কিন্তু মানুষের হৃদয়ে যে শোকের আগুন জ্বলে, তার কি কোনো বিজয়োৎসব আছে?

আজকের পৃথিবী সেই পুরোনো প্রশ্নেরই আধুনিক সংস্করণ। ইউক্রেনের বিধ্বস্ত নগর, গাজায় ধ্বংসস্তূপের মধ্যে আশ্রয়হীন মানুষের আর্তনাদ এবং মধ্যপ্রাচ্যের অনিশ্চয়তা মনে করায় যে ; যুদ্ধের অভিঘাত শুধু রণক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকে না। সেই অভিশপ্ত আগুন ছড়িয়ে পড়ে শিশুর শৈশবে, মায়ের চোখে, উদ্বাস্তু মানুষের দীর্ঘ যাত্রায় এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অনিশ্চিত জীবনে। যে শিশুর হাতে বই থাকার কথা, তার সামনে এসে দাঁড়ায় ধ্বংসের বাস্তবতা। যে মায়ের কণ্ঠে ঘুমপাড়ানি গান শোনার কথা, তাঁর বুকেই জমে ওঠে স্বজন হারানোর হাহাকার।

সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে-সঙ্গে মানুষের অস্ত্রও হয়েছে ক্রমশ বিধ্বংসী। তলোয়ার, বর্শা ও ধনুকের যুগ পেরিয়ে এসেছে কামান, ট্যাঙ্ক, ক্ষেপণাস্ত্র, পারমাণবিক বোমা,ড্রোন এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তানির্ভর যুদ্ধপ্রযুক্তি। বিজ্ঞানের যে জ্ঞান মানুষের রোগ নিরাময়, মহাকাশ অনুসন্ধান ও জীবনকে সহজতর করার কাজে ব্যবহৃত হতে পারত, সেই জ্ঞানেরই একাংশ যখন ধ্বংসের প্রযুক্তিতে রূপান্তরিত হয়, তখন প্রশ্ন জাগে;আমরা কি সত্যিই উন্নত হয়েছি, না কেবল ধ্বংস করার ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছি?

অথচ যুদ্ধই মানবসভ্যতার একমাত্র ইতিহাস নয়। যুদ্ধের সমান্তরালে মানুষ গড়েছে বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল, গ্রন্থাগার, শিল্পকলা ও বিজ্ঞানের বিস্ময়কর জগৎ। মানুষ শিখেছে রোগের বিরুদ্ধে লড়তে, দুর্যোগে পরস্পরের পাশে দাঁড়াতে এবং জ্ঞান ভাগ করে নিতে। মহাকাশে পাড়ি দেওয়া কিংবা গভীর সমুদ্রের রহস্য উন্মোচনের সাফল্য প্রমাণ করে যে, মানুষের শক্তির শ্রেষ্ঠ প্রকাশ সৃষ্টিতে। তবু ক্ষুধার্ত মানুষের মুখে অন্ন তুলে দেওয়ার চেয়ে অস্ত্রের ভান্ডার পূর্ণ করাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হলে সভ্যতার অগ্রগতি নিয়ে সংশয় জাগে।

এখানেই দুর্গাপুজোর তাৎপর্য নতুন করে ভাবতে হয়। দেবীর দশ হাতে অস্ত্র রয়েছে, কিন্তু তার প্রতীকী অর্থ কেবল শত্রু নিধন নয়; তা অন্যায়ের বিরুদ্ধে সাহস, দুর্বলের সুরক্ষা এবং অশুভ প্রবৃত্তির বিনাশ। শক্তির প্রকৃত মর্যাদা তখনই; যখন তা অত্যাচারীকে সংযত করে, অসহায়কে আশ্রয় দেয় এবং প্রতিহিংসার বদলে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করে।

মায়ের দশ হাতকে আমরা দশটি মানবিক অঙ্গীকারের প্রতীক করে তুলতে পারি;শান্তি, ন্যায়, সহমর্মিতা, শিক্ষা, বিজ্ঞান, সাম্য, মানবাধিকার, পরিবেশরক্ষা, সংলাপ ও আত্মসংযম। এই অস্ত্রগুলির আঘাতে ধ্বংস হোক মানুষের অহংকার, ঘৃণা ও অন্ধ ক্ষমতালিপ্সা। পরাজিত হোক জাতি, ধর্ম ও ভূখণ্ডের নামে নিরীহ মানুষের রক্তপাত। প্রতিটি দেশের নিরাপত্তার অধিকার যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই গুরুত্বপূর্ণ অন্য দেশের সার্বভৌমত্ব এবং সাধারণ মানুষের জীবনের মর্যাদা। শান্তি মানে অন্যায়ের কাছে আত্মসমর্পণ নয়; শান্তি মানে ন্যায় প্রতিষ্ঠার এমন পথ খুঁজে নেওয়া, যেখানে যুদ্ধ শেষ আশ্রয় হয়ে না ওঠে।

ভারতীয় দর্শনের ‘বসুধৈব কুটুম্বকম্’;সমগ্র পৃথিবীই এক পরিবার;এই বোধ আজ প্রাসঙ্গিক। পৃথিবী যখন যুদ্ধ, অবিশ্বাস ও বিভাজনের চাপে বিপর্যস্ত, তখন প্রয়োজন প্রতিদ্বন্দ্বিতার বদলে সহযোগিতা, আধিপত্যের বদলে পারস্পরিক সম্মান এবং অস্ত্রের ঝনঝনানির বদলে সংলাপের ভাষা। শক্তিশালী রাষ্ট্রের দায়িত্ব দুর্বলকে পদানত করা নয়; বরং এমন বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তোলা, যেখানে প্রতিটি দেশ মর্যাদার সঙ্গে নিজের ভবিষ্যৎ নির্মাণ করতে পারে।

যুদ্ধের সিদ্ধান্ত সাধারণত ক্ষমতার কেন্দ্রে নেওয়া হয়, কিন্তু তার মূল্য চোকায় সাধারণ মানুষ। তাই রাষ্ট্রনায়কদের কাছে কূটনীতি দুর্বলতার পরিচয় না হয়ে, দূরদর্শিতার প্রমাণ হওয়া উচিত। মতভেদ থাকতেই পারে, সীমান্ত ও নিরাপত্তা নিয়ে বিরোধও দেখা দিতে পারে; কিন্তু আলোচনা, আন্তর্জাতিক আইন এবং পারস্পরিক আস্থার পথ বন্ধ করে দিলে সংঘাত আরও গভীর হয়। অস্ত্র প্রতিরোধের উপায় হতে পারে, কিন্তু স্থায়ী শান্তির বিকল্প কদাচ নয়। শান্তির জন্য দরকার রাজনৈতিক সদিচ্ছা, ন্যায়বোধ এবং মানুষের জীবনের প্রতি নিঃশর্ত শ্রদ্ধা।

শান্তির ভিত গড়ে ওঠে তখনই, যখন শত্রুর মধ্যেও মানুষকে দেখা যায় এবং প্রতিশোধের বদলে ভবিষ্যৎকে বেছে নেওয়া হয়।

শারদোৎসব তাই শুধু আনন্দের নয়; আত্মজিজ্ঞাসারও সময়। মণ্ডপের আলোয় দেবীর মুখের দিকে তাকিয়ে আমরা যদি কেবল অসুরবধের কাহিনি স্মরণ করি, অথচ নিজেদের অন্তরের অসুরকে চিনতে না পারি, তবে সেই আরাধনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। যে হাতে আমরা দেবীর চরণে ফুল দিই, সেই হাত যেন অন্য মানুষের প্রতি ঘৃণা ছড়াতে উদ্যত না হয়। যে কণ্ঠে মন্ত্র উচ্চারণ করি, সেই কণ্ঠ যেন যুদ্ধের উন্মাদনার বদলে শান্তির আহ্বান জানায়।

অসুরবধের মন্ত্রে জাগুক যুদ্ধহীন পৃথিবী। এই হোক এবারের দুর্গোৎসবের প্রার্থনা। থামুক নিরীহ মানুষের রক্তপাত। নিভে যাক প্রতিহিংসার আগুন। ফিরে আসুক উদ্বাস্তু মানুষের ঘরে ফেরার অধিকার। মায়ের দশ হাতে অস্ত্র থাকুক অশুভের বিনাশের প্রতীক হয়ে। মানুষের দুই হাতে গড়ে উঠুক শান্তি ও সহাবস্থানের ভবিষ্যৎ।

কারণ সবচেয়ে বড় বিজয় এমন এক পৃথিবী নির্মাণ করা, যেখানে মানুষকে বাঁচার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে আর অস্ত্র হাতে নিতে হবে না। সেদিনই সত্যিকার অর্থে অসুরবধ সম্পূর্ণ হবে, সেদিনই দেবীর আগমন সার্থক হয়ে উঠবে মানবসভ্যতার ইতিহাসে।

(মতামত ব্যক্তিগত)

মননের আলো

অধ্যাপক স্বপন কুমার মণ্ডল

বাইরের লোক নয়, সবচেয়ে বেশি ভয় কাছের মানুষেরাই। যে যত চেনে জানে, সে তত হিংসা করে, ততই হিংস্র হয়। সেই তো সর্বনাশ করতে পারে।

কোর্ট-আদালত

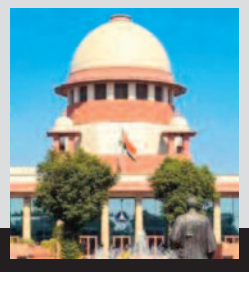

আমাদের বলতে দ্বিধা নেই যে ইন্টারনেট ব্যবহার করার অধিকার সংবিধানের ১৯(১)(এ) অনুচ্ছেদ-সহ ২১ অনুচ্ছেদের অধীনে প্রতিটি ব্যক্তির মৌলিক অধিকার। আমাদের শিশুরা, তাদের বয়স যা-ই হোক না কেন, সমান অধিকার ভোগ করে। এই অধিকারকে পুরোপুরি অস্বীকার করাটা ঠিক ততটাই অযৌক্তিক হবে, যতটা এটা দাবি করা যে, একটি নির্দিষ্ট বয়সের নিচের শিশুদের বিবেক রক্ষা করার মতো কিছু নেই বা এমন কোনও বাক্‌স্বাধীনতা নেই যা প্রকাশের যোগ্য।

সুপ্রিম কোর্ট, ভারত

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

শ্যামাপ্রসাদের পৈতৃক বাড়ির আদলে বলাগড়ে মণ্ডপ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: রাজ্যে পালাবদলের পরে হুগলির বলাগড়ে ২০০ কোটি টাকা ব্যয়ে শ্যামাপ্রসাদের ১২৫ ফুটের মূর্তি এবং তাঁর পৈতৃক বাড়িতে মিউজিয়াম তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে বর্তমান রাজ্য সরকার। এ বছরই রাজ্যে ধুমধাম করে পালিত হয়েছে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১২৫তম জন্মদিন। আর এবার, পুজোতেও শ্যামাপ্রসাদের স্মৃতি ফিরতে চলেছে। ৬৭তম বর্ষে হুগলির বলাগড়ের সোমড়া কলোনির পুজো কমিটির মণ্ডপে ফুটে উঠেছে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পৈতৃক বাড়ি। ইতিমধ্যেই এই মণ্ডপে উপচে পড়ছে দর্শনার্থীদের ভিড়।

বাংলার বাঘ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। হুগলির বলাগড়ের জিরাটে রয়েছে তাঁর পৈতৃক ভিটে। সেই বাড়ির আদলেই মণ্ডপ সাজিয়ে তুলেছেন সোমড়া কলোনি সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির উদ্যোক্তারা। মণ্ডপসজ্জার মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন তুলে ধরা হয়েছে ইতিহাসের স্মৃতি, অন্য দিকে নতুন প্রজন্মের সামনে মনীষীদের পরিচয় ও তাঁদের অবদান তুলে ধরার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইতিহাস, ঐতিহ্য ও মনীষীদের স্মৃতিকে কেন্দ্র করে তৈরি এই মণ্ডপ ইতিমধ্যেই দর্শনার্থীদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে।

মণ্ডপে প্রবেশের মুখেই দর্শনার্থীদের নজর কাড়ছে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বিশাল মূর্তি। মণ্ডপের দেওয়ালে স্থান পেয়েছে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, সুকান্ত ভট্টাচার্য-সহ বিভিন্ন মনীষীর ছবি। পুরোনো বাড়ির আদলে খোলা বারান্দা রয়েছে ভেতরে। দর্শনার্থীদের ছবি তোলার জন্য তৈরি করা হয়েছে বিশেষ সেলফি জোনও।

পুজো কমিটির সদস্য দিলীপকুমার দত্ত বলেন, 'শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পৈতৃক ভিটে আমাদের পাশের গ্রামেই রয়েছে। তাঁর সম্পর্কে নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা জানুক, তাঁকে চিনুক, এটাই আমাদের উদ্দেশ্য। দেশের জন্য তাঁর ভাবনা ও অবদান কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তা দর্শনার্থীদের সামনে তুলে ধরতে চাইছি। আগামী প্রজন্ম তাঁর সম্পর্কে জানুক, শিখুক সেই লক্ষ্যেই আমাদের এই উদ্যোগ।'

ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় এই পুজোর উদ্বোধন করেন হুগলির প্রাক্তন সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন বলাগড়ের বিধায়ক তথা রাজ্যের স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী সুমনা সরকার। প্রাক্তন সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'এটাই পরিবর্তন। পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসকে আমরা কখনও ভুলতে দিইনি, ভবিষ্যতেও দেব না। আগে যিনি মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, তিনি বিভিন্ন ভাবে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ইতিহাস ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। সেই ইতিহাস আবার নতুন করে মনে করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এটা পশ্চিমবঙ্গের কাছে আশীর্বাদ। এ ভাবেই পশ্চিমবঙ্গ এগিয়ে চলুক।' রাজ্যের স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী সুমনা সরকার বলেন, 'শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মাটি মানে পূর্ণ মাটি। সেই মাটিতে তাঁকে ঘিরে সবকিছু হবে, সেটাই তো স্বাভাবিক।'

গোঘাটে বিজেপির বুক স্টল উদ্বোধন বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: পুজোর দিনগুলিতে নতুন জামাকাপড়, ঠাকুর দেখা আর আত্মীয়-পরিজনদের সঙ্গে আনন্দ ভাগ করে নেওয়ার পাশাপাশি বইপড়ার অভ্যাস ও মননশীল চর্চাকে উৎসাহিত করতেও উদ্যোগী বিভিন্ন সংগঠন। সেই ভাবনাকে সামনে রেখেই দুর্গাপুজো উপলক্ষে বুক স্টল উদ্বোধনের উদ্যোগ নিল গোঘাট বিধানসভার ৩ নম্বর মণ্ডল বিজেপি। এই বুক স্টলের উদ্বোধন করেন গোঘাটের বিজেপি বিধায়ক প্রশান্ত দিগার।

দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে গোঘাট বিধানসভা এলাকায় যখন উৎসবের প্রস্তুতি তুঙ্গে, ঠিক সেই সময়ে বুক স্টল উদ্বোধনের এই উদ্যোগকে ঘিরে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে উৎসাহ দেখা যায়। পুজোর আবহে বইকে মানুষের আরও কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং নতুন প্রজন্মের মধ্যে বই পড়ার আগ্রহ বাড়ানোর বিষয়টিও এই উদ্যোগের অন্যতম লক্ষ্য বলে মনে করা হচ্ছে। গোঘাটের বিজেপি বিধায়ক প্রশান্ত দিগার বলেন, দুর্গাপুজো বাঙালির আবেগ, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। পুজোর আনন্দের পাশাপাশি বই মানুষের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

লরি চাপা পড়ে মৃত তিন, আহত ১ বাইক আরোহী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: শুক্রবার রাতে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের সার্ভিস রোডে এক ভয়াবহ পথদুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয় চার বাইক আরোহী। সিগন্যাল অমান্য করে বেপরোয়া গতিতে ছুটে আসা একটি লরির ভিতরে ঢুকে যায় চার যুবক। গুরুতর জখম হন চার জনই।সকলের বাড়ি কাঁকসার মোল্লাপাড়া এলাকায় বলে জানা গিয়েছে। এই ঘটনার জেরে স্থানীয় বাসিন্দাদের তীব্র বিক্ষোভে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন দুর্গাপুরের দিক থেকে একটি লরি কলকাতার দিকে যাচ্ছিল জাতীয় সড়কের সার্ভিস রোডে। কাঁকসার মাস্টারপাড়া সংলগ্ন আন্ডারপাসের কাছে রেড সিগন্যাল থাকার পরেও লরিটি তা অমান্য করে দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। ঠিক সেই মুহূর্তেই কাঁকসার ডাকবাংলোর দিক থেকে মোল্লাপাড়ার দিকে যাওয়া একটি বাইকে চারজন যুবক আন্ডারপাস পার হচ্ছিল।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে লরিটি বাইকটিকে সজোরে ধাক্কা মারে এবং বাইকসহ চার যুবককে প্রায় ২০ মিটার পর্যন্ত ঘষতে ঘষতে এগিয়ে যায়। লরির তলায় চাপা পড়ে গুরুতর আহত হয় চারজন। দুর্ঘটনার খবর পেয়েই দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কাঁকসা থানার পুলিশ এবং কাঁকসা ট্র্যাফিক গার্ডের কর্মীরা। স্থানীয় বাসিন্দারাও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় দীর্ঘক্ষণ চেষ্টার পর চার যুবককে উদ্ধার করা হয়।

প্রাথমিক ভাবে তাঁদের উদ্ধার করে পানাগড় ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু সেখানে শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটলে চিকিৎসকরা তাঁদের দ্রুত দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন। পরে সেখান থেকে চার জনকেই কলকাতায় পাঠানো হয়। রাতে দু'জনের মৃত্যু হয়। শনিবার সকালে আরও একজনের মৃত্যু হয়। বাকি একজন গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি। মৃতদের মধ্যে দু'জন সম্পর্কে নিজের ভাই বলে জানা গিয়েছে।

শুক্রবার রাতে দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন কাঁকসার এসিপি, আইসি এবং ট্র্যাফিক এসিপি-সহ পুলিশের একাধিক উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। তবে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছনো মাত্রই ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। পুলিশ আধিকারিকদের ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন তাঁরা। স্থানীয়দের অভিযোগ, আন্ডারপাস এলাকায় ট্র্যাফিক সিগন্যালের নিয়ম কঠোর ভাবে মানা হয় না। পুলিশের নজরদারির অভাবে বহু লরি সিগন্যাল না-মেনে মাঝেমধ্যেই বেপরোয়া ভাবে চলাচল করে। ফলে ওই এলাকায় প্রায় নিত্যদিনই ছোটখাটো দুর্ঘটনা ঘটছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে ট্র্যাফিক ব্যবস্থা আরও জোরদার করার ও কঠোর পদক্ষেপ করার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

সানন্দার মৃত্যুর আসল কারণ এখনও অস্পষ্ট, ধৃত স্বামী

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: অবশেষে শুক্রবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযুক্ত স্বামীকে গ্রেপ্তার করে চুঁচুড়া থানার পুলিশ। পঞ্চমীর সন্ধ্যায় বন্ধ ঘর থেকে স্ত্রীর রক্তাক্ত দেহ পর থেকেই খোঁজ মিলছিল না স্বামী মদনমোহন বারিকের। পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, সাংসারিক অশান্তি এবং বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের সন্দেহ থেকেই স্ত্রীকে খুন করে থাকতে পারে অভিযুক্ত। তবে হুগলির চুঁচুড়ার প্রতাপপুরের সানন্দা বারিকের মৃত্যুর আসল কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। অভিযুক্তকে জেরা করে পুরো বিষয় জানার চেষ্টা করছে পুলিশ।

তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান, গলা টিপে খুন করা হয়েছে সানন্দাকে। তবে, তাঁরা মাথায় আঘাতে চিহ্ন রয়েছে। ফলে, খুনের প্রকৃত কারণ জানা যাবে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পরেই, এমনটাই জানিয়েছে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার দুপুরে বন্ধ ঘর থেকে সানন্দার রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়। ঘটনার পরে থেকেই মদনমোহনের ফোন বন্ধ ছিল এবং তাঁর কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। এর পরেই সানন্দার পরিবারের পক্ষ থেকে চুঁচুড়া থানায় জামাইয়ের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। তদন্তে নেমে পুলিশের সন্দেহ হয় মদনমোহনের ওপর। গ্রেপ্তার করা হয় তাকে।

ওড়িশার বালেশ্বরের বাসিন্দা মদনমোহনের সঙ্গে প্রায় ১৩ বছর আগে বিয়ে হয়েছিল সানন্দার। চুঁচুড়ার প্রতাপপুরে সানন্দার বাপের বাড়ির কাছেই একটি ভাড়াবাড়িতে দুই সন্তানকে নিয়ে থাকতেন দম্পতি।

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/(জেনারেল), পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, রিমোট কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রীট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নরূপ ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ ক্রঃ নং - ১। টেন্ডার নং ঃ **ইএলইজি-ওটি-১৩৬১-২০২৬-২৭**, তারিখ ১৫.১০.২০২৬। কাজের বিবরণ ঃ ''শিয়ালদহ–প্রয়োজনীয় পাইপলাইন বিছানো সমেত ১.৬০ এমএলডি ক্ষমতাসম্পন্ন ওয়াটার ট্রিটমেন্ট কাম রিসাইক্লিং প্ল্যান্ট নির্মাণ'' সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ। টেন্ডার মূল্য ঃ ২১,২১,১৬৪ টাকা। বায়না রাশি ঃ ৪২,৪০০ টাকা। কাজ শেষের সময়সীমা ঃ ০৬ মাস। ক্রঃ নং - ২। টেন্ডার নং ঃ **ইএলইজি-ওটি-১৩৮৮-২০২৬-২৭-আর**, তারিখ ১৫.১০.২০২৬। কাজের বিবরণ ঃ ৫ বছরের জন্য ২৪ ঘণ্টার ভিত্তিতে ভেন্ডরদের নতুন সংযোগের জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে ট্রিপেড এনার্জি মিটার ১ ফেজ (৫ কেডব্লু লোড পর্যন্ত) এবং ৩ ফেজ (>৫ কেডব্লু পর্যন্ত =<৫০ কেডব্লু লোড) (সিঙ্গল ফেজ মিটার-৩০০টি এবং ৩ ফেজ মিটার-২০টি) (পিএইচ-৩)। টেন্ডার মূল্য ঃ ১,০৮,৭৬,২৮৫ টাকা। বায়না রাশি ঃ ২,১৭,৫০০ টাকা। কাজ শেষের সময়সীমা ঃ ১২ মাস। ক্রঃ নং - ৩। টেন্ডার নং ঃ **ইএলইজি-ওটি-১৪১০-২০২৬-২৭**, তারিখ ১৫.১০.২০২৬। কাজের বিবরণ ঃ ''নারকেলডাঙ্গা কারশেড-এ নতুন গোডাউন, এএমএম-এর অফিস তৈরি'' সংক্রান্ত কাজে সাধারণ বৈদ্যুতিক কাজ। টেন্ডার মূল্য ঃ ৭,৭৫,০৪২ টাকা। বায়না রাশি ঃ ১৫,৫০০ টাকা। কাজ শেষের সময়সীমা ঃ ১৬ মাস। ক্রঃ নং - ৪। টেন্ডার নং ঃ **ইএলইজি-ওটি-১৪১৩-২০২৬-২৭**, তারিখ ১৫.১০.২০২৬। কাজের বিবরণ ঃ ''রানাঘাট ইএমইউ কারশেডে গোডাউন সমেত নতুন স্টোর ডিপো এবং এএমএম-এর অফিস তৈরি'' সংক্রান্ত কাজে সাধারণ বৈদ্যুতিক কাজ। টেন্ডার মূল্য ঃ ১৭,৪২,৬৪৩ টাকা। বায়না রাশি ঃ ৩৪,৯০০ টাকা। কাজ শেষের সময়সীমা ঃ ১২ মাস। আইআরইপিএস –এ টেন্ডার প্রকাশের তারিখ ঃ ১৫.১০.২০২৬ (প্রতিটির জন্য)। বিডিং শুরুর তারিখ ঃ ২৬.১০.২০২৬ (প্রতিটির জন্য)। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ০৯.১১.২০২৬, দুপুর ২টায় (প্রতিটির জন্য)। www.ireps.gov.in-তে টেন্ডার নোটিশের বিশদ ও সময়ে সময়ে ইস্যু হওয়া সংশোধনী নথি পাওয়া যাবে।

(SDAH-270/2026-27)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
সেন্ট্রল বैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
[রুল-৮(১) দ্রষ্টব্য]
পরিশিষ্ট-৪

বর্ধমান ব্রাঞ্চ
বৈদ্যনাথ কাটরা, স্যার বি. সি. রোড, বিজয় তোরণের কাছে, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১৩১০১

যেহেতু, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে **সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, বর্ধমান ব্রাঞ্চ-এর অনুমোদিত অফিসার** হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৩ এর সাথে পঠিত ধারা ১৩(২) এবং ধারা ১৩(১২) এর অধীনে অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে **২৩.০৭.২০২৬ তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ** জারি করেছিলেন এবং **ঋণগ্রহীতা - শ্রীমতী সাবিয়া সুলতানা শেখ**, স্বামী- সেখ আফতাব আহমেদ এবং **শ্রীমতী রজিনা খাতুন**, স্বামী- শ্রী শেখ কামারু জামাল, এবং **গ্যারান্টার - শ্রী আফতাব আহমেদ**, পিতা- আবুহেনা শেখ এবং **শ্রী শেখ কামারু জামাল**, পিতা- শেখ আবদুল্লা-কে উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নোটিশে উল্লিখিত **১১,৮১,০৫২.১৪ টাকা** (এগারো লক্ষ একাশি হাজার বায়ান্ন টাকা এবং চোদ্দ পয়সা মাত্র) (যা **২৩.০৭.২০২৬** তারিখ অনুযায়ী বকেয়া আসল এবং সুদকে প্রতিনিধিত্ব করে), এবং তার সাথে **২৪.০৭.২০২৬** তারিখ থেকে আজ পর্যন্ত পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ পরিশোধ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন।
ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার ব্যাঙ্কের সম্পূর্ণ বকেয়া অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮ এর সাথে পঠিত উক্ত আইনের ১৩ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৪) এর অধীনে তার উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নিম্নস্বাক্ষরকারী এই **২০২৬ সালের ১৫ অক্টোবর** তারিখে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সম্পত্তিটি নিয়ে কোনো লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং সম্পত্তিটির সাথে কোনো লেনদেন **সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, বর্ধমান ব্রাঞ্চ**-এর ১১,৮১,০৫২.১৪ টাকা (এগারো লক্ষ একাশি হাজার বায়ান্ন টাকা এবং চোদ্দ পয়সা মাত্র) (যা ২৩.০৭.২০১৬ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া আসল এবং সুদকে প্রতিনিধিত্ব করে), এবং তার সাথে ২৪.০৭.২০২৬ তারিখ থেকে পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য খরচের চার্জের সাপেক্ষে হবে।
সুরক্ষিত সম্পদ মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়ের সাপেক্ষে সারফেসি অ্যাক্ট এর ১৩ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৮)-এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

শ্রীমতী সাবিয়া সুলতানা শেখ, স্বামী- সেখ আফতাব আহমেদ এবং **শ্রীমতী রজিনা খাতুন**, স্বামী- শ্রী শেখ কামারু জামালের নামে থাকা ৬৩ শতক পরিমাপের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি এবং তার উপর অবস্থিত একটি আবাসিক ভবনের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, যা মৌজা আঝাপুর, জে.এল. নং ২০, আঝাপুর জিপি-র অধীনে, পোঃ- আঝাপুর, থানা- জামালপুর, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, আর.এস. এবং এল.আর. প্লট নং ৩৮৭১, এল.আর. খতিয়ান নং ৩৩৯৯ এবং ৩৪০০, আর.এস. খতিয়ান নং ৩০৫৩-এ অবস্থিত। **সম্পত্তিটি নিম্নলিখিতভাবে বেষ্টিত এবং সীমাবদ্ধ:** উত্তরে- ১২ ফুট চওড়া মোরাম রাস্তা, দক্ষিণে- ১২ ফুট চওড়া মোরাম রাস্তা, পূর্বে- বনমালী হাজরার খালি জমি, পশ্চিমে- ২০ ফুট চওড়া চাকদিঘি রাস্তা।

তারিখ: ১৫.১০.২০২৬ — **অনুমোদিত অফিসার**
স্থান: বর্ধমান — **সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

বैंक ऑफ़ इंडिया BOI
Bank of India
Relationship beyond banking

দুর্গাপুর জোনাল অফিস
৪৪৬/এন, আমস্ট্রং অ্যাভিনিউ, বিধান নগর, সেক্টর-২এ, দুর্গাপুর, জেলা-বর্ধমান, পিন-৭১৩২১২, ফোন নং ০৩৪২-২৬৬৫৭০৩।

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট - ৪, [রুল-৮(১) দ্রষ্টব্য]

যেহেতু,
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ এর অধীনে **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (প্রতিষ্ঠানের নাম)**-এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৩ এর সাথে পঠিত ধারা ১৩(১২) এর অধীনে অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিপরীতে উল্লিখিত তারিখে ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছিলেন এবং ঋণগ্রহীতাদের উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন।
ঋণগ্রহীতা উক্ত পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার/বন্ধকদাতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮ এর সাথে পঠিত উক্ত আইনের ১৩ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৪) এর অধীনে তার উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নিম্নস্বাক্ষরকারী প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিপরীতে উল্লিখিত তারিখে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সম্পত্তিগুলি নিয়ে কোনো লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং সম্পত্তিগুলির সাথে কোনো লেনদেন নীচে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ এবং তার উপর সুদের জন্য ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া-এর চার্জের সাপেক্ষে হবে।
[সুরক্ষিত সম্পদ মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়ের সাপেক্ষে আইনের ১৩ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৮)-এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে]।

ক্র নং	ক. ঋণগ্রহীতা এবং গ্যারান্টারের নাম খ. ব্রাঞ্চের নাম	স্থাবর সম্পত্তি/সিকিউরড সম্পদের বিবরণ	ক) দখলের তারিখ খ) ডিমান্ড নোটিশের তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ
১.	মেসার্স মা সারদা ট্রাক্টরস খ. ব্রাঞ্চ: খাতড়া	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল ফ্ল্যাট নং/প্লট নং ১৯৮৭ নিয়ে গঠিত সম্পত্তি। সার্ভে নং / জে.এল. নং- ৪১ / সিটি বা টাউন সার্ভে নং . -, মৌজা - গোদা, এল.আর. খতিয়ান নং ৮৫৯৩, রেজিস্ট্রেশন সাব-ডিস্ট্রিক্ট বর্ধমান এবং জেলা বর্ধমানের মধ্যে। **চৌহদ্দি:** উত্তরে: শংকরী দাসের বাড়ি দ্বারা, দক্ষিণে: আর.এস. প্লট নং ২০১৭/অংশ দ্বারা, পূর্বে: ৬ ফুট চওড়া সাধারণ পথ দ্বারা, পশ্চিমে: আর.এস প্লট নং ২০১০/অংশ দ্বারা।	ক) ১৭.১০.২০২৬ খ) ০৫.০৮.২০২৬ গ) ১,৮৭,৫৩,০৮০.৯৬ টাকা (এক কোটি সাতাশি লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার আশি টাকা এবং ছিয়ানব্বই পয়সা মাত্র) এবং তার উপর সুদ।
২.	মেসার্স মা সারদা ট্রাক্টরস খ. ব্রাঞ্চ: খাতড়া	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল ফ্ল্যাট নং-/প্লট নং ৪৫৩১ নিয়ে গঠিত সম্পত্তি। সার্ভে নং-, জে.এল. নং-৭৪ এ, /সিটি বা টাউন, মৌজা - কমলাপুর, সার্ভে নং, এল.আর. খতিয়ান নং ৪৩৮৬ রেজিস্ট্রেশন সাব-ডিস্ট্রিক্ট খণ্ডঘোষ এবং জেলা বর্ধমানের মধ্যে। **চৌহদ্দি:** উত্তরে: স্বপন সেনের ২ তলা বাড়ি দ্বারা, দক্ষিণে: ৮ ফুট চওড়া কংক্রিটের রাস্তা দ্বারা, পূর্বে: সাধারণ পথ দ্বারা, পশ্চিমে: প্রতিমা গাঙ্গুলির ১ তলা বাড়ি দ্বারা।	ক) ১৭.১০.২০২৬ খ) ০৫.০৮.২০২৬ গ) ১,৮৭,৫৩,০৮০.৯৬ টাকা (এক কোটি সাতাশি লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার আশি টাকা এবং ছিয়ানব্বই পয়সা মাত্র) এবং তার উপর সুদ।

তারিখ: ১৭.১০.২০২৬, স্থান: বাঁকুড়া — **অনুমোদিত অফিসার, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

ষাটোর্ধ্ব বৃদ্ধার মুখে হাসি ফোটালেন গ্রামীণ চিকিৎসক

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: শারদোৎসবের আনন্দ যখন চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে, তখনই মহাসপ্তমীর সকালে দেখা যায় মানবিক দৃশ্য। এলাকার মানুষের সুখ-দুঃখে যিনি সর্বদা পাশে থাকেন, সেই পরিচিত গ্রামীণ চিকিৎসক প্রিজুস কান্তি ঘোষ আবারও প্রমাণ করলেন চিকিৎসা সেবার পাশাপাশি মানবসেবাই তাঁর মূল ব্রত।

সাধারণ দিনে যাঁকে দেখা যায় সাইকেল চেপে গ্রামের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে রোগীদের সেবায় ছুটে বেড়াতে, সময়-অসময় না-মেনে মানুষের পাশে দাঁড়াতে। সপ্তমীর সকালে তাঁর ডিসপেন্সারিতে দেখা যায় এক ভিন্ন চিত্র। সকালে সেখানে কোনো অসুস্থ রোগী আসেননি। এসেছিলেন এক ষাট-সত্তরোর্ধ বৃদ্ধা। একটু আশার আলো নিয়ে। কেবল একটি নতুন শাড়ির আশায়।

বৃদ্ধার এই আশা চিকিৎসক প্রিজুসবাবুর মনকে স্পর্শ করে। দোকান খোলার জন্য দীর্ঘক্ষণ তিনি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেন। অবশেষে দোকান খুলতেই আর এক মুহূর্ত দেরি না-করে নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী একটি নতুন শাড়ি কিনে তা ওই বৃদ্ধার হাতে তুলে দেন। সপ্তমীর পুণ্য প্রভাতে নতুন বস্ত্র পেয়ে বৃদ্ধার মুখে ফুটে ওঠে।

উল্লেখ্য, প্রিজুস বাবু স্থানীয় 'পাড়াতল স্বামী বিবেকানন্দ সেবাশ্রমে'র সঙ্গেও যুক্ত। সম্প্রতি মহালয়ার শুভ তিথিতে ওই সেবাশ্রমের উদ্যোগে স্থানীয় প্রবীণ ও দুঃস্থ মানুষদের মাঝে বস্ত্র (শাড়ি, ধুতি, লুঙ্গি, প্যান্ট ও শার্ট) বিতরণ-সহ নানাবিধ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। চিকিৎসকের এই অনন্য উদ্যোগের কথা ছড়িয়ে পড়তেই এলাকা জুড়ে প্রশংসার জোয়ার বয়ে চলেছে। সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বিশিষ্টজনেরা সবাই তাঁর এই কাজকে সাধুবাদ জানিয়েছেন।

ঘটনাটি প্রসঙ্গে স্থানীয় বিধায়ক অরুণ হালদার গভীর সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, 'সমাজে পিছিয়ে পড়া অসহায় মানুষের দিকে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেওয়াই তো আমাদের মূল দায়িত্ব। আমরা যারা জনপ্রতিনিধি কিংবা চিকিৎসক হিসেবে কাজ করি, তাদের প্রত্যেকেরই উচিত সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের পাশে দাঁড়ানো।' এই সুন্দর ও মানবিক কাজের জন্য তিনি প্রিজুসকান্তি ঘোষকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানান। উৎসবের মরশুমে প্রতিমা দর্শনের পাশাপাশি প্রিজুসবাবুর মতো মানুষের এমন নিঃস্বার্থ ভালোবাসা ও মানবিকতা যেন উৎসবের আনন্দকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।

SBI
বোলপুর ব্রাঞ্চ (০২০২৭)
চিত্রা মোড়, বোলপুর, বীরভূম - ৭৩১২০৪
স্বর্ণালঙ্কার নিলাম বিজ্ঞপ্তি

কিছু ব্যক্তি যারা স্বর্ণালঙ্কার বন্ধক রেখে **এসবিআই বোলপুর ব্রাঞ্চ** থেকে গোল্ড লোন নিয়েছিলেন, তারা সময়সূচী অনুযায়ী তা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। যারা নোটিশ/নোটিশগুলির যথাযথ সাড়া দেননি বা নোটিশটি বিলি না হয়ে ফেরত এসেছে, এই পরিস্থিতিতে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে যদি **২৭.১০.২০২৬** তারিখের আগে গোল্ড লোন(গুলি) পরিশোধ করা না হয়, তবে আগের দিনের পরবর্তী কোনো নোটিশ ছাড়াই ব্যাঙ্ক বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি বিক্রি করবে, ন

উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ তিন নম্বর টালিখোলা এগিয়ে চল সংঘের ৬১তম বর্ষের পুজো। থিম গুজরাতের সোমনাথ মন্দির।

বার্নপুর এবি টাইপের দুর্গাপুজো।

হুগলি জেলার চাঁপদানি আমরা সবাই দুর্গোৎসব কমিটির ৫২ তম বর্ষের পুজো।

আসানসোল বস্তিম বাজার দুর্গামন্দিরের পুজো।

আসানসোল মহাবীর স্থান সর্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটির দুর্গাপুজো।

উত্তরপাড়া গ্রিন গার্ডেনের দুর্গাপ্রতিমা।

দুর্গাপূজায় পদ্মফুলের চাহিদা তুঙ্গে, লাভের আশায় চাষিরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: এসময় গাঁদা ও পদ্মফুলের চাহিদা ওঠে তুঙ্গে। কিন্তু লাগাতার অতি বর্ষণে এই দুই ফুল চাষে ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। বিবড়দার সচিন সিংহ ও নন্দগোপাল পাল, তালডাংলার অচিন্ত্য পাঠক ও সত্য কাইতি এবং ছাতনার হিমাংশু চেল ও গৌতম কবিরাজ জানান যে, গত কয়েক বছর ধরে তারা পদ্ম চাষ করে আসছেন। একটি সংস্থার উদ্যোগে জেলায় এবার প্রচুর পুকুরে পদ্ম চাষ হয়েছে। সারা বছর পদ্মের চাহিদা থাকলেও জ্যৈষ্ঠ মাসে শিবের পূজা থেকে বাড়তে থাকে এবং দুর্গাপূজা পদ্মের চাহিদা চরমে ওঠে। এবছর পদ্মফুলে বাজার চড়া। অন্যদিকে জেলার পরিবেশবাদী সংস্থা মাই ডিয়ার ট্রিজ অ্যান্ড ওয়াইল্ডসের সহযোগিতায় প্রচুর পুকুরে বৃষ্টির জল ধরে ভর্তি করে মাছ চাষের পাশাপাশি পদ্ম চাষে জোর দেওয়া হয়েছে। এতে মাছ চুরি কমেছে পাশাপাশি পদ্মফুল ও ভ্যাট বা ফল বিক্রি হয়েছে ভালো। তাছাড়া পদ্মফুল জাতীয় ফুল ও বিজেপির প্রতিক হওয়ায় নির্বাচনী প্রচারে এবং বিজয় উৎসবে ব্যাপক চাহিদা ছিল পদ্মফুলের। তাছাড়া দৈনিক বাজারে পূজার জন্য পদ্মের চাহিদা বেড়েছে।

অযোধ্যা, নাকাইজুড়ি, বেল বনি, রামপুর ইত্যাদি এলাকার পদ্ম চাষিদের বক্তব্য, পদ্ম চাষ করে এবার প্রায় সকলে লাভবান হয়েছে। এতে সমস্যা এবার অনেকটাই কম ছিল। পুকুরে পুকুরে বৃষ্টির জল ধরা থেকে পদ্ম গাছের বীজ সংগ্রহ করা প্রায় কিছুতেই পরিবেশবাদী সংস্থাটি সহযোগিতা করেছে।তাছাড়া পদ্মগাছে বীজ কাঁচা ও বালিতে ভেজে চড়া দামে বিক্রি হয়েছে। তাদের বক্তব্য এবারের দফায় দফায় লাগাতার ভারী বৃষ্টি হওয়ায় ফুলের ক্ষতি হয়েছিল। ইতিমধ্যে দুর্গার পূজায় মানত পূরণের বহু মানুষ ১০৮টি করে পদ্ম সরবরাহের অর্ডার পেয়েছেন।

মাই ডিয়ার ট্রিজ অ্যান্ড ওয়াইল্ডসের বক্তব্য, জলসমৃদ্ধ সবুজ ভারত গড়তে পুকুরে বৃষ্টির জল ধরে রাখায় গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। একে সফল করতে পদ্ম চাষে উৎসাহ ও সহযোগিতা করা হয়েছে। অন্যদিকে বাঁকুড়া পুরসভা সংলগ্ন এলাকার ফুল বিক্রেতা চন্ডী মাল, চকবাজার বি ফাঁড়ি

বাজারের ফুল বিক্রেতা মদন মাকুড় ও লালবাজার সবজি বাজারের ফুল বিক্রেতা ভরত লায়েক জানান পদ্মফুলের চাহিদা বেড়ে চলেছে। বাড়ির লক্ষ্মী, নারায়ণ, বিষ্ণু, গোপাল, মহাদেব ও দুর্গা-সহ প্রায় সব দেবদেবীর পূজায় পদ্মফুল লাগে।

এক-একটি পদ্মফুল গড়ে ১০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। গড়ে ৫০-৬০টি পদ্ম বিক্রি হয়। তাদের বক্তব্য, বর্তমানে ফুল দোকান মানেই পদ্ম রাখতে হবে। অন্যদিকে বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুর সহ জেলার বিভিন্ন শহরের হোটেলগুলিতে পদ্মপাতায় খাবার পরিবেশনের রেওয়াজ রয়েছে। এজন্য প্রতিদিন পদ্মপাতার ভাল বিক্রি রয়েছে। চাষীদের বক্তব্য পদ্ম চাষ ক্রমেই একটা জীবিকা হয়ে উঠছে।

বাঁকুড়ায় ৩০২ বছরের পূজায় মল্লরাজ পরিবারের হাতছানি-অভিনবত্বই ঐতিহ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: মল্ল রাজাদের অনুপ্রেরণায় শুরু হওয়া বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর মহকুমার বোদাই নদীর তীরের যমজ গ্রাম হদল নারায়ণপুরের মণ্ডল পরিবারের ৩০২ বছরের প্রাচীন দুর্গাপূজা। এই মণ্ডল বাড়ির দুর্গাপুজা আজও সেই অতীত গৌরবময় ঐতিহ্যের গল্প শোনায়। বিষ্ণুপুরের হদল নারায়ণপুর গ্রামের বোদাই নদীর তীরে জমিদার মণ্ডল পরিবারের বাড়ি। এই বাড়ির প্রতিটি কোণায় লুকিয়ে আছে ৩০২বছরেরও বেশি পুরনো এক ইতিহাস। যে ইতিহাস মল্লরাজাদের সহযোগিতায় সাধারণ মানুষ থেকে দাপুটে জমিদার হয়ে ওঠা, মণ্ডল উপাধি পাওয়া, নিষ্ঠুর জলদস্যুদের সঙ্গে লড়াই করা এবং মল্লরাজাদের আনুগত্য প্রকাশে তাদের ব্যাতিক্রমী দুর্গাপূজা গড়ে তোলার কথা বলে। এই দুর্গাপূজার শুরুটা হয়েছিল ব্যাপক আড়ম্বরে।

এই জমিদারবাড়িতে গড়ে তোলা হয়ে ছিল নহবতখানা। সেই নহবতখানায় দুর্গাপুজোয় টানা সাত দিন সানাই বাজত। দুর্গামন্দির-সহ সব মন্দিরে জ্বলত বেলজিয়াম গ্লাসের ঝাড়বাতি। পুতুল নাচ, যাত্রাপালা-সহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হত। মল্লরাজাদের অনুকরনে পুজোর প্রতিটি নির্ঘণ্ট তোপধ্বনি দিয়ে শুরু করা হত। এই মণ্ডল জমিদারবাড়ি মল্লরাজাদের ঘনিষ্ঠ হওয়ায় অত্যন্ত জনপ্রিয়তা ছিল তুঙ্গে। দূর-দূরান্তের গ্রামগুলি থেকে বাসিন্দারাও পুজোয় যোগ দিতে হাজির হতেন জমিদার বাড়িতে।

কথিত আছে, আজ থেকে প্রায় ৩৫০- ৩৬০ বছর আগে জীবিকার সন্ধানে বর্ধমানের নীলপুর গ্রাম থেকে বের হয়ে ছিলেন মুচিরাম ঘোষ। এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে তিনি বাঁকুড়ার নারায়ণপুর গ্রামে এসে পৌঁছন। সেখানে বোদাই নদীর তীরে তিনি থাকতে শুরু করেন। সেসময় মুচিরামের সঙ্গে পরিচয় হয় তৎকালীন বিখ্যাত গণিতজ্ঞ শুভঙ্কর রায়ের। তখন মল্লরাজা ছিলেন গোপাল সিংহ আর শুভঙ্কর ছিলেন তাঁর অধীনে পারুলিয়ার তরফদার। মুচিরামে চরম অর্থকষ্ট দেখে শুভঙ্কর রায় তাকে মল্ল রাজার কাছে নিয়ে যান। শুভঙ্কর রায়ের মতো তরফদারের সুপারিশ এবং মুচিরামের সৌজন্য ও কাজে মুগ্ধ হয়ে মল্ল রাজা তাঁকে দামোদরের উপনদী বোদাইয়ের ধারে বিশাল এলাকার জমিদারি দান করেন। সুবাদে হদল ও নারায়ণপুর গ্রামের মাঝে তৈরি হয় বিশাল এই জমিদার বাড়ি।

বৃদ্ধাশ্রমের প্রবীণদের মুখে হাসিতে রাজনীতি ও সম্প্রীতির অনন্য নজির

নিজস্ব প্রতিবেদন, ডায়মন্ড হারবার: শারদোৎসবের রঙিন আবহে উৎসব যখন কেবল মণ্ডপ আর আড়ম্বরে সীমাবদ্ধ থাকে না, তখন সমাজের অবহেলিত প্রান্তিক মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে এক নতুন রাজনৈতিক ও সামাজিক দিশা দেখাল সাতগাছিয়া বিধানসভা এলাকা। বিজেপির ডায়মন্ড হারবার সাংগঠনিক জেলা ক্ষেত্রের অন্তর্গত সাতগাছিয়া বিধানসভার বুরুল পঞ্চায়েতে অবস্থিত 'শ্রী গুরু বৃদ্ধাশ্রম'কে কেন্দ্র করে সম্প্রতি গড়ে উঠল এক অভূতপূর্ব আবেগঘন মুহূর্ত। বিজেপির ডায়মন্ড হারবার সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ খাঁর ঐকান্তিক উদ্যোগে এই আশ্রমের আবাসিক একাকী প্রবীণ মায়েদের নিয়ে মহাসমারোহে দুর্গাপূজার মণ্ডপ প্রদর্শন, নতুন জামাকাপড় উপহার এবং আন্তরিক প্রীতিভোজের আয়োজন সম্পন্ন হয়।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের দৃষ্টিতে, নিছক গতানুগতিক রাজনৈতিক প্রচার বা ক্ষমতার প্রদর্শনীর বাইরে গিয়ে 'শ্রী গুরু বৃদ্ধাশ্রমে'র প্রবীণ মায়েদের প্রধান অগ্রাধিকার দেওয়া আসলে এক দূরদর্শী ও সংবেদনশীল রাজনীতির বহিঃপ্রকাশ। উৎসবের আলো যাদের জীবনে খুব কমই পৌঁছয়, বুরুল পঞ্চায়েতের সেই মায়েদের হাত ধরে সমাজের মূল স্রোতে টেনে এনে নেতৃত্ব প্রমাণ করেছে যে সেবাই হল রাজনীতির আসল চালিকাশক্তি। একইসঙ্গে হিন্দু, মুসলিম, জৈন ও খ্রিস্টান, সব সম্প্রদায়ের মধ্যে অসাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের বার্তা ছড়িয়ে দিয়ে বর্তমান রাজনৈতিক মেরুকরণের বিপরীতে এক ঐক্যবদ্ধ সমাজের রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে।

শ্রী গুরু বৃদ্ধাশ্রমের মায়েদের মুখে ফুটে ওঠা নির্মল হাসি এবং আশ্রম কর্তৃপক্ষের প্রকাশ করা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রমাণ করে, মানুষের হৃদয় জয় করাই প্রকৃত জননেতৃত্বের পরিচয়। ভোটব্যাঙ্কের সংকীর্ণ অঙ্কের ঊর্ধ্বে উঠে মানবিক মূল্যবোধকে অগ্রাধিকার দেওয়ার এই দৃষ্টান্ত সাতগাছিয়া ও ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল স্তরের রাজনীতিতে এক ইতিবাচক ও স্থায়ী প্রভাব তৈরি করেছে।

আঁটপুরের ঐতিহাসিক দুর্গাপূজার সঙ্গে বর্ণময় আচার-অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলি জেলার জাঙ্গিপাড়া ব্লকের প্রাচীন এবং ঐতিহাসিক জনপদ আঁটপুর কেবল তার অপূর্ব টেরাকোটা মন্দির বা গ্রামীণ সংস্কৃতির জন্যই পরিচিত নয়, এই মাটির সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে রয়েছে রামকৃষ্ণ-সংঘ এবং স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের অন্যতম গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের প্রত্যক্ষ পার্ষদ তথা স্বামী বিবেকানন্দের পরম সুহৃদ স্বামী প্রেমানন্দের (পূর্বাশ্রমের নাম বাবুরাম ঘোষ) জন্মভিটে এই আঁটপুরের ঘোষ পরিবারের দুর্গাপূজা আজ সমগ্র রাঢ় বাংলায় এক অনন্য আধ্যাত্মিক ও ঐতিহাসিক তীর্থক্ষেত্র হিসেবে সমাদৃত।

আঁটপুরের এই বিখ্যাত দুর্গাপূজার সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে রয়েছে শ্রীমা সারদাদেবীর পবিত্র স্মৃতি। ১৮৯৪ খ্রিস্টাধের শারদোৎসবে ঘোষ পরিবারের এই ঐতিহ্যবাহী পুজোয় সশরীরে উপস্থিত হয়েছিলেন স্বয়ং শ্রীমা সারদাদেবী। তাঁর সঙ্গে ছিলেন গোলাপ মা, যোগীন মা এবং স্বামী সদানন্দের মতো বিশিষ্ট ভক্ত ও সন্ন্যাসীরা। মায়ের সেই পবিত্র পদধূলিতে ধন্য হয়েছিল আঁটপুরের ঘোষ পরিবার তথা সমগ্র পুজো প্রাঙ্গণ। তবে এই পুজোর ঐতিহাসিক গুরুত্বের সবচেয়ে বড় অধ্যায়টি রচিত হয়েছিল এর ঠিক আগে, যা বিশ্ব রামকৃষ্ণ আন্দোলনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিল। ১৮৮৬ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে কাশীপুর উদ্যানবাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণের পর, নরেন্দ্রনাথ দত্তের (স্বামী বিবেকানন্দ) নেতৃত্বে শ্রীরামকৃষ্ণের আটজন তরুণ শিষ্য বাবুরাম মহারাজের পৈতৃক নিবাস এই আঁটপুরেই এসে উপস্থিত হন। এখানকার খোলা আকাশের নিচে রাতের বেলা খড়ের আগুনে 'ধুনি' জ্বেলে তাঁরা বিরজা হোম সম্পন্ন করেন এবং আনুষ্ঠানিক ভাবে চিরতরে গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করেন। এই ঐতিহাসিক পটভূমি এবং আঁটপুরের এই মাটি থেকেই জন্ম নিয়েছিল বিশ্বজুড়ে মানবসেবায় ব্রতী 'রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন'-এর মূল আদর্শ।

বর্তমানে আঁটপুর রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও প্রাচীন রীতি মেনে এই দুর্গাপূজা অত্যন্ত ভাবগাম্ভীর্যের সঙ্গে পালিত হয়।

দুর্গাপূজায় মল্লরাজাদের প্রতিচ্ছবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: মহাসপ্তমীতে জনসমুদ্র বড়ুচন্ডীদাসে ছাতনায়, সামন্তরাজের দুর্গাপূজায়। এই পূজা বাসুলি ও মৃন্ময়ী দেবীর অদ্ভুত মেলবন্ধন। বাঁকুড়া জেলার দুর্গাপূজার ইতিহাস মানেই নেপথ্যে মল্ল রাজারা। জেলার অধিকাংশ প্রাচীন রাজবাড়ি বা জমিদার বাড়িগুলির দুর্গাপূজায় মল্ল রাজাদের একটা বড় ভূমিকা ও প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ছাতনা রাজবাড়ির দুর্গাপূজা। এই দুর্গাপূজার প্রতিটি অনুষ্ঠানে মল্লরাজাদের ছাপ আজও বয়ে চলেছে। অতীতে মল্লভূম বিষ্ণুপুরের সঙ্গে সামন্তভুম ছাতনার মধ্যে এক বিবাদের জেরে প্রায় সাড়ে ৫০০ বছর আগে ছাতনা রাজবাড়িতে শুরু হয় দুর্গাপুজো। রাজপরিবারের সদস্যদের বক্তব্য, ছাতনার ভূমিপুত্র চারণ কবি বড়ু চন্ডীদাসকে কেন্দ্র করে বিবাদ হয় মল্লভূম বিষ্ণুপুর ও সামন্তভূম ছাতনার মধ্যে। এই বিবাদ মেটাতে সন্ধি হয়। কথিত আছে সেই সন্ধি অনুসারে সামন্তভূমের কুলদেবী মা বাসুলি পুজিত হন বিষ্ণুপুরে এবং মল্লভূমের মা মৃন্ময়ীর আরাধনা শুরু হয় সামন্তভুম ছাতনায়। তখন থেকেই ছাতনা রাজবাড়িতে মৃন্ময়ীর আদলে দুর্গা প্রতিমার পূজা হয়ে আসছে। সন্ধি অনুসারে মা মৃন্ময়ীর পূজার পর কুলদেবী বাসুলি মায়ের পূজা করা হয়। মল্লভূম বিষ্ণুপুর রাজবাড়ীর দুর্গাপূজার অনুকরণে সামন্তভূমের ছত্তিনানগর বা বাঁকুড়ার ছাতনার রাজবাড়ীতে দুর্গা প্রতিমা শুরু হওয়ায় পূজার রীতিনীতি প্রায় অভিন্ন। ছাতনার এই পুজো প্রায় সাড়ে ৫০০ বছরেরও বেশি পুরনো হলেও বর্তমান দুর্গা মন্দিরটি প্রায় ৩০০ বছরের পুরনো। এটি তৃতীয় মন্দির।

বর্তমানে এই মন্দিরটিতেও বেশ কিছু সংস্কার করা হয়েছে পুরনো ঐতিহ্যকে বজায় রেখে। পুরনো নথী অনুসারে জানা যায় যে, এই মন্দিরটি তৈরি করে ছিলেন সামন্ত রানীআনন্দ কুমারী। বিষ্ণুপুরের মল্লরাজাদের কুলদেবী মৃন্ময়ী মায়ের প্রতিমার সঙ্গে মিল রেখে এখানকার প্রতিমা বানানো হয়। মল্লরাজাদের অনুকরণে এখানেও দেবীর বোধন হয় জীতাষ্টমীতে। তোপ ধ্বনির মাধ্যমে হয় সন্ধিপুজো। দুর্গাপ্রতিমা এবং পূজার রীতি অভিন্ন হলেও অনেক ব্যাতিক্রমী ও আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান বা রীতি চালু করা হয়ে ছিল স্বতন্ত্রতা বজায় রাখতে। মল্লরাজাদের দেবী মৃন্ময়ী ও সামন্তভূমের বাসলি দেবীর প্রভাবে ছাতনার দুর্গাপূজার জনপ্রিয়তা তুঙ্গে ওঠে।

এ প্রেক্ষিতে উল্লেখ্য,বিষ্ণুপুরে গত ৯৯৪ খ্রিস্টাধে প্রথম দুর্গাপুজোর আয়োজন করে ছিলেন মল্লরাজা জগৎ মল্ল। প্রতিমার নাম মৃন্ময়ী। এই মৃন্ময়ীই মল্লরাজাদের কুলদেবী। মল্ল রাজবাড়ির লাগোয়া মন্দিরও নির্মাণ করেন তিনি। এখানে ১৫ দিন আগে জিতাষ্টমীর দিন থেকে পূজা শুরু হয়ে যায়।দুর্দান্ত প্রতাপী দুই রাজার এই পূজা দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। প্রাচীন রীতি ও পরম্পরা মেনে নিষ্ঠায় হয় ছাতনায় দেবী দুর্গার পূজা।

উজবেকিস্তান বিশ্বকাপে সোনা দুর্গাপুরের আরাধ্যার

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: উজবেকিস্তানের মাটিতে অনুষ্ঠিত কিকবক্সিং বিশ্বকাপে মোট ৬টি ইভেন্টে ৪টি পদক জিতে ভারতের নাম উজ্জ্বল করেছে দুর্গাপুরের কিকবক্সার আরাধ্যা ধীবর। ইয়াঙ্গার ক্যাটাগরি তে ১টি স্বর্ন ১টি রৌপ্য, ২টি ব্রোঞ্জ পদক লাভ করে মাত্র ১০ বছর বয়সী এই খুদে খেলোয়াড় তার অনবদ্য পারফরম্যান্সের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ক্রীড়ামঞ্চে পুনরায় নিজের প্রতিভার প্রমাণ দিয়েছে।

উজবেকিস্তানের রাজধানী তাসখন্দে আয়োজিত এই মেগা টুর্নামেন্টে বিশ্বের প্রায় ৫০টি দেশ থেকে মোট ৩০৪৩ জন প্রতিযোগী অংশ নেন। সেখানে দেশের প্রতিনিধিত্ব করে পদক জিতে এই কৃতিত্ব অর্জন করে আরাধ্যা। প্রতিযোগিতায় ভারত ও আয়োজক দেশ উজবেকিস্তান ছাড়াও অংশগ্রহণ করে রাশিয়া, পোল্যান্ড, ইতালি, দক্ষিণ আফ্রিকা, ব্রাজিল, চিন, ইরাক, জার্মানি, গ্রিস, অস্ট্রিয়া, থাইল্যান্ড, তাজাকিস্তান, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, প্যালেস্টাইন, ক্রোয়েশিয়া, তুরস্ক, বুলগেরিয়ার মতো দেশ।

ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করে মোট ১৯ জন খেলোয়াড়। এর মধ্যে বাংলা থেকে আরাধ্যা-সহ মোট ২জন অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। আরাধ্যার এই সফর মোটেও সহজ ছিল না। তার পথের বাধা হয়ে উঠেছিল অর্থাভাব। বিমান ভাড়া, রেজিস্ট্রেশন-সহ মোট বাজেট লক্ষাধিক অর্থ। তবে আর্থিক বাধা থাকলেও তার স্কুল, কিছু সংস্থা ও সমাজসেবী এগিয়ে আসে। আরাধ্যার পদক জয়ের পেছনে বিশেষ হাত আছে তার কোচ ঈশ্বর মাঝির। তিনি স্পেশ্যাল ট্রেনিং দেন আরাধ্যাকে যা আন্তর্জাতিক মানের। কোচ ঈশ্বর মাঝির কথায,

কম সময়ে আরাধ্যা নিজের কঠোর অনুশীলনের মাধ্যমে বিশ্বস্তরে এই কৃতিত্ব অর্জন করতে পেরেছে।

দুর্গাপুরের এজোন নিবাসী চিরঞ্জিত ধীবর ও মা কাকলি ধীবর তার কন্যা আরাধ্যার জন্য গর্বিত। পিতা চিরঞ্জিত ধীবর বলেন, 'মেয়ে দেশকে আবারও সোনা এনে তিরঙ্গা উঁচুতে রেখেছে। আরাধ্যার পাশে শেষ মুহূর্তে ওর স্কুল সহ কিছু ব্যক্তি ও সংস্থা না-দাঁড়ালে ওর স্বপ্ন সত্যি হত না। আগামী দিনে কোনও বড় সংস্থা সিএসআরে স্পনসর করলে এবং রাজ্য সরকার সহযোগিতা করলে আরাধ্যা ওয়ার্ল্ড গেমস, এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপেও অংশগ্রহন করতে পারবে। বর্তমান রাজ্য সরকারের ওপর আমরা যথেষ্ট আশাবাদী।'

উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ মন্ত্রী মানসুখ মন্দাভিয়া বিশ্বকাপ শুরু হবার আগে ফোনে আরাধ্যা শুভেচ্ছা জানিয়েছেন এবং দেশের জন্য মেডেল আনার জন্য আহ্বান জানান। পুরো দেশ আরাধ্যার সঙ্গে আছে। দুর্গাপুরের আরাধ্যা ধীবর সমগ্র বাংলার সঙ্গে পুরো দেশের যে মান বাঁচিয়েছে এবং ভারতকে জগৎ সভায় উচ্চ আসনে বসিয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

ইন্টারনেট ব্যবহার শিশুদেরও মৌলিক অধিকার: সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ১৮ অক্টোবর: শিশুদের মৌলিক অধিকারের মধ্যে ইন্টারনেট ব্যবহারও পড়ে। নির্দিষ্ট বয়সের শিশুদের ইন্টারনেট ব্যবহার করতে দেওয়াই উচিত। ইন্টারনেট থেকে তাদের দূরে রাখা উচিত নয়। শিশুদের ইন্টারনেট ব্যবহার নিয়ে এক মামলায় জানাল সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি কেভি চন্দ্রনের বেঞ্চ জানায়, সংবিধানের ২১ নম্বর অনুচ্ছেদ এবং ১৯(১)(ক) অনুচ্ছেদ প্রত্যেক ব্যক্তির মৌলিক অধিকারের কথা বলে। প্রত্যেকের ইন্টারনেট ব্যবহার ও তথ্য পাওয়ার অধিকার রয়েছে। বয়স নির্বিশেষে শিশুরাও সেই অধিকার ভোগ করে। তাই তাদের ইন্টারনেট থেকে সম্পূর্ণ ভাবে দূরে রাখা উচিত নয়। অন্য দিকে, ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়া আপত্তিকর এবং হিংসাত্মক বিষয়বস্তু আটকাতেও কেন্দ্রকে নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

শিশুদের যৌন নির্যাতনমূলক ছবি, ভিডিয়ো ও অন্যান্য নিষিদ্ধ বিষয়বস্তু ইন্টারনেটে বা সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া বন্ধ করতে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের হয়। একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ওই মামলাটি করে। তাদের বক্তব্য, এই ধরনের বিষয়বস্তু চিহ্নিত ও তদন্তকারী সংস্থাগুলিকে জানানোর ক্ষেত্রে ইন্টারনেট বা সামাজিক মাধ্যমগুলি যথাযথ দায়িত্ব পালন করছে না। কেন্দ্রীয় সরকারের বক্তব্য, ১৮ বছরের কমবয়সিদের সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারে বিধিনিষেধের পরিকল্পনা রয়েছে। কেবলমাত্র অভিভাবকদের সম্মতিতে শিক্ষামূলক ওয়েবসাইট ব্যবহারের সুযোগ দেওয়া যেতে পারে। সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ, শিশুদের নিরাপত্তা এবং স্বাধীনতা পরস্পরবিরোধী নয়। দু'টিকেই সুরক্ষিত রাখতে হবে। কারণ, আইন করে ব্যবহার বন্ধ করলেও শিশুরা যে ইন্টারনেট করবে না, এমন কোনও নিশ্চয়তা নেই, বরং বয়সভিত্তিক নিষেধাজ্ঞার কারণে তারা অনিয়ন্ত্রিত এবং বিপজ্জনক ওয়েবসাইটের দিকে চলে যেতে পারে। অনলাইনে হুমকি বা প্রলোভনের শিকার হলেও নিষেধাজ্ঞা ভাঙার ভয়ে তারা অভিভাবকদের কাছে অভিযোগ জানাতেও দ্বিধা করতে পারে। কেন্দ্রের ওই অবস্থানে আপত্তি জানায় সুপ্রিম কোর্ট। দুই বিচারপতির বেঞ্চ জানায়, বয়সের ভিত্তিতে শিশুদের সম্পূর্ণ ইন্টারনেট ব্যবহার নিষিদ্ধ করা যুক্তিসঙ্গত নয়। শিশুদেরও ইন্টারনেট ব্যবহারের মৌলিক অধিকার রয়েছে। তবে অনলাইন নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কঠোর পদক্ষেপ করা উচিত কেন্দ্রের। শিশুদের যৌন নির্যাতনমূলক ছবি ও ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়া নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে আদালত।

রাতের খাবারে নুডলস, একই পরিবারের ৫ সদস্যের রহস্যমৃত্যু

নয়ডা, ১৭ অক্টোবর: উত্তরপ্রদেশের গ্রেটার নয়ডায় শনিবার সকালে একই পরিবারের পাঁচ জনের দেহ উদ্ধার হয়েছে। এক দম্পতি এবং তাঁদের তিন সন্তানের দেহ উদ্ধার হয় ঘর থেকে। কী ভাবে মৃত্যু, তা ঘিরে রহস্য বাড়ছে। যদিও প্রাথমিক ভাবে তদন্তকারীদের সন্দেহ, খাবারে বিষক্রিয়ার জেরে মৃত্যু হয়েছে। তবে তদন্তকারী এক আধিকারিক জানিয়েছেন, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলে তবেই মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট হবে।

পুলিশ জানিয়েছে, মৃতেরা হলেন মহেশ (৩৭), তাঁর স্ত্রী ললিতা (৩৫), তাঁদের তিন সন্তান লাড্ডু (১১), মিষ্টি (৭) এবং সাক্ষত (৩)। গ্রেটার নয়ডার রাবুপুরা থানা এলাকার ঘটনা। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, শুক্রবার রাতে ওই দম্পতি চা খেয়েছিলেন। তার পর পরিবারের সকলে মিলে রাতের খাবারে নুডলস খান। শনিবার সকালে মহেশের মা তাঁদের ডাকাডাকি করেন। কিন্তু ঘরের ভিতর থেকে পুত্র বা পুত্রবধূ কেউই সাড়া না দেওয়ায় পাড়ার লোকেদের বিষয়টি জানান। তার পর সকলে মিলে সিদ্ধান্ত নিয়ে পুলিশে খবর দেন।

খবর পেয়ে পুলিশ এসে দরজা ভেঙে ভিতরে ঢোকে। তখন দেখা যায়, বিছানার উপরে পাঁচ জনের নিথর দেহ। এই ঘটনায় হুলস্থুল পড়ে যায়। কী ভাবে মৃত্যু, তা ঘিরে জোর আলোচনা চলছে। প্রাথমিক ভাবে পুলিশের সন্দেহ, খাবারের বিষক্রিয়ায় মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাস্থলে খাদ্য নিরাপত্তা দপ্তরের আধিকারিকেরা আসেন। আসে ফরেনসিক দলও। ঘর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে নিয়ে গিয়েছে তারা। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাতে সকলে মিলে নুড্‌লস খেয়েছিলেন।

ধ্রুব রাঠির বিরুদ্ধে পরোয়ানা জারি দিল্লির আদালতের

নয়াদিল্লি, ১৮ অক্টোবর: ৭ বছরের পুরনো মামলায় মোদী বিরোধী ইউটিউবারের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করল দিল্লির এক আদালত। তবে ওই পরোয়ানা জামিন যোগ্য। ককরোচ জনতা পার্টির বিক্ষোভে শামিল হতে ভারতে এসে বরসড় বিপাকে ইউটিউবার ধ্রুব রাঠি।

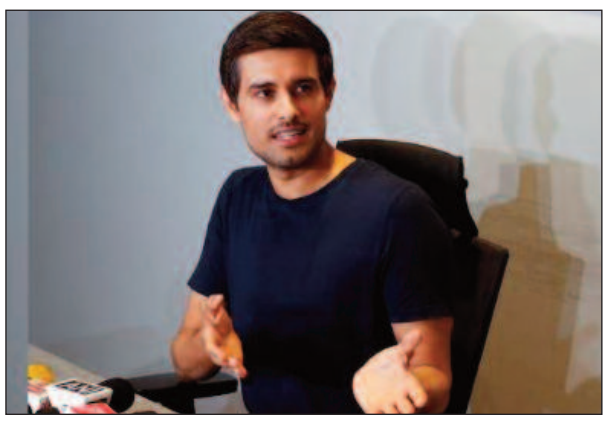

প্রসঙ্গত, গত শনিবার দিল্লিতে 'ককরোচ জনতা পার্টি'র বিক্ষোভের আগেই গুরুগ্রামের বাড়ি থেকে আটক করা হয় ধ্রুবকে। প্রায় ২০-২২ ঘণ্টা পর এদিন রাতেই তাঁকে মুক্তি দেয় পুলিশ। তাঁকে আটক করা হয়নি। ফলে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পেশ করারও প্রয়োজন পড়েনি। তবে দিল্লির এক পুলিশকর্তা জানিয়েছেন, আগামী দিনে যদি নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে তিনি ফের যন্তর মন্তরে যাওয়ার চেষ্টা করেন, তাহলে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হতে পারে বা তাঁর বিরুদ্ধে অন্য কোনও আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে।

উল্লেখ্য, ২০১৮ সালে ধ্রুব রাঠির বিরুদ্ধে মানহানির মামলা দায়ের করেন বিজেপি সমর্থক বিকাশ পাণ্ডে। অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করেছিলেন তিনি। ওই মামলায় অরবিন্দ কেজরিওয়াল ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন। কিন্তু ধ্রুব দীর্ঘদিন জার্মানিতে থাকায় তাঁর বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করতে পারেনি আদালত। তিনি ভারতে ফিরতেই তাঁকে সমন পাঠিয়েছিল সাকেত আদালত। এবার গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হল।

বিকাশ পাণ্ডে নামের ওই বিজেপি সমর্থক 'আই সাপোর্ট নরেন্দ্র মোদী' নামক একটি সমাজমাধ্যম পেজের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর অভিযোগ, ২০১৮ সালের মে মাসে ধ্রুব 'বিজেপি আইটি সেল পার্ট ২' নামে একটি ভিডিও প্রকাশ করেছিলেন। সেখানে তিনি তাঁকে বিজেপির আইটি সেলের সদস্য বলে দাবি করেছিলেন। ভিডিওতে তাঁকে নিয়ে মিথ্যা ও মানহানিকর মন্তব্যও করেছিলেন বলে অভিযোগ ধ্রুবের বিরুদ্ধে। সেই মামলাতেই এবার গ্রেপ্তারির মুখে রাঠি।

রাজস্থানের খাদে যাত্রীবোঝাই গাড়ি উল্টে দুর্ঘটনায় মৃত আট

কোটা, ১৭ অক্টোবর: ভয়াবহ পথদুর্ঘটনায় অন্তত আট জনের মৃত্যু রাজস্থানের কোটা জেলায়। গুরুতর জখম প্রায় ১০ জন। শনিবার সকালে দিল্লি-মুম্বই এক্সপ্রেসওয়েতে এই দুর্ঘটনা ঘটে। অধিকাংশ যাত্রী তখন ঘুমিয়ে ছিলেন। রাজস্থান পুলিশ জানিয়েছে, মধ্যপ্রদেশ থেকে রাজস্থানের খাটুশ্যাম মন্দিরের উদ্দেশে যাচ্ছিল পুণ্যার্থীবাহী একটি টেম্পো ট্রাভেলার। আচমকা সেটি ডিভাইডার ভেঙে রাস্তা ছাড়িয়ে প্রায় ২০ ফুট নীচে একটি পয়ঃপ্রণালীতে পড়ে। পুলিশ জানিয়েছে, দুর্ঘটনার আগে অধিকাংশ যাত্রী ঘুমোচ্ছিলেন। দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটিতে মোট ২০ জন যাত্রী ছিলেন। সকলেই মধ্যপ্রদেশের বেতুল জেলার বাসিন্দা। শুক্রবার রাতে বেতুল থেকে ছাড়ে গাড়িটি। মধ্যপ্রদেশের রিংগাসে খাটুশ্যাম মন্দির দর্শন করতে বেরিয়েছিলেন তাঁরা। পুলিশের অনুমান, চালকেরও হয়তো ঘুমে চোখ জুড়িয়ে গিয়েছিল। তবে দুর্ঘটনার সঠিক কারণ সম্পর্কে এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি। শনিবার সকাল ৭টা নাগাদ কারাড়িয়া টোল প্লাজা অতিক্রম করে সুলতানপুরের দিকে যাওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণ হারান চালক। ফলে গাড়িটি ডিভাইডার ভেঙে একটি নালায় পড়ে। তার আগে একটি দেওয়ালে সজোরে ধাক্কা মারে। অকুস্থলেই চারজন যাত্রীর মৃত্যু হয়। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে মারা যান আরও তিন যাত্রী। দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটির সামনের অংশ একেবারে দুমড়ে-মুচড়ে গিয়েছে।

দুর্ঘটনার পর গ্রামবাসী এবং পথচারীরা উদ্ধারকাজে হাত লাগিয়েছিলেন। খানিক পরে পুলিশ উপস্থিত হয়। ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (এনএইচএআই)-এর উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে যায়। জরুরিকালীন অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা ব্যবহার করা হয়েছে। দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া গাড়িটিকে তুলে আনতে এনএইচএআই-এর একটি ক্রেনও ব্যবহার করা হয়।

কুপওয়াড়ায় গুলির লড়াইয়ে হত ২ জঙ্গি

শ্রীনগর, ১৭ অক্টোবর: জম্মু-কাশ্মীরের কুপওয়াড়ায় কেরন সেক্টর দিয়ে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করছিল একদল জঙ্গি। কিন্তু রুখে দেয় সেনা। সেনার হামলার মুখে পড়ে পাল্টা গুলি চালাতে শুরু করে জঙ্গিরা। শনিবার ভোর থেকে গুলির লড়াই শুরু হয় উত্তর কাশ্মীরের কেরন সেক্টরের জুমাগুন্দ এলাকায়। সেনা সূত্রে খবর, ভোর সাড়ে ৩টে নাগাদ অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করছিল কয়েক জন সন্দেহভাজন জঙ্গি। টহলরত জওয়ানেরা সঙ্গে সঙ্গে তাদের রুখে দেওয়ার চেষ্টা করেন। বাহিনীর বাধার মুখে পড়ে পালানোর চেষ্টা করে জঙ্গিরা। তারা একটি জঙ্গলে লুকিয়ে পড়ে। সেখান থেকেই বাহিনীকে লক্ষ্য করে গুলি চালাতে থাকে। পাল্টা গুলি চালায় বাহিনীও।জঙ্গল ঘিরে ফেলে বাহিনী। কয়েক ঘণ্টা গুলির লড়াই চলে দু'পক্ষের মধ্যে। সেনা সূত্রে খবর, জঙ্গিদের কোণঠাসা করে ফেলা হয়। তবে জঙ্গিরা সংখ্যায় কত জন, তা এখনও স্পষ্ট নয়। সেনার সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে দুই জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। তাদের পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে। বাকি জঙ্গিদের খোঁজে তল্লাশি জারি রাখা হয়েছে।

কক্সবাজারের এক রিসর্টে অগ্নিকাণ্ডে মৃত ১০ পর্যটক

ঢাকা, ১৮ অক্টোবর: বাংলাদেশের কক্সবাজারের রিসর্টে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে মৃত কমপক্ষে ১০ পর্যটক। পুজোর ছুটি পেয়ে পরিবারের সদস্যরা সকলে মিলে আনন্দ করতে গিয়েছিলেন বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত কক্সবাজারের এক রিসর্টে। আর সেখানেই অগ্নিকাণ্ডের জেরে প্রাণ গেল অন্তত ১০ জনের। বাংলাদেশের প্রধান সমুদ্র সৈকত তথা পর্যটন কেন্দ্র কক্সবাজারের ইনানীতে মেরিন ড্রাইভের পাশে টুপটুপ নামে রিসর্টে শনিবার সকালে আচমকা আগুন লাগে। উপজেলার নির্বাহী আধিকারিক জানিয়েছেন, আগুনে ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে, আহত হয়েছে ৬ জন। মনে করা হচ্ছে, রিসর্টের রান্নাঘরের চুল্লি থেকে আগুনের সূত্রপাত। কারণ অনুসন্ধানে এরই মধ্যে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে প্রধান করে ৫ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। অগ্নিকাণ্ডের পর রিসর্ট কর্তৃপক্ষের লোকজন ঘটনাস্থল ছেড়ে পালিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।

সূত্রের খবর, ওই রিসর্টে মোট ১৭ পর্যটক ছিলেন। মৃতদের মধ্যে একই পরিবারের ৬ জন রয়েছেন। বেশ কয়েকজন নিখোঁজ রয়েছেন। শনিবার সকাল ৮টা নাগাদ মেরিন ড্রাইভের পাটোয়ারটেক সমুদ্রসৈকত এলাকার টুপটুপ রিসর্টে এই অগ্নিকাণ্ড ঘটে। মৃতদের মধ্যে রয়েছেন ঢাকার বনশ্রীর বাসিন্দা আশিকুলের পরিবারের ৬ সদস্য। তাঁরা হলেন , ৩৩ বছরের ফারিয়া কবীর, ২৪ বছরের নাফিস ইবতে হামিদ, পাঁচ বছর বয়সী ফাইজান, বছর তেইশের মিথিলা মেহজাবিন, লাইলা জাহান নাবিলা ও ২৮ বছরের মালিহা। এতে ছয়জন আহত হয়েছেন। তাঁদের সকলেরই বয়স ২৯ থেকে ৩৪ বছর।

উখিয়া উপজেলার নির্বাহী আধিকারিক (ইউএনও) পান্না আক্তার বলেন, ওই রিসর্টে আশিকুলের পরিবারের ৯ সদস্য ছিলেন। এর মধ্যে ছয়জনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। বাকি তিনজন হাসপাতালে ভর্তি। বেলা ১১টা নাগাদ উখিয়া থানার ওসি আতিকুর রহমান মজুমদার জানান, ওই রিসর্টে ২৭ জনের এন্ট্রি ছিল, এর মধ্যে ৯ জন রিসর্টের বাইরে ছিলেন। কক্সবাজারের জেলাশাসক মহম্মদ মান্নান জানান, হতাহতরা সবাই পর্যটক।

ময়দান

নিউজিল্যান্ড সিরিজে জোড়া দল ঘোষণা, সুযোগ বাংলার পেসারের

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে আসন্ন দ্বিপাক্ষিক সিরিজের জন্য অবশেষে বাকি দুই ফর্ম্যাটের দল ঘোষণা করল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। টি-টোয়েন্টি দলের তালিকা আগেই প্রকাশ্যে এসেছিল। এবার ওয়ানডে এবং টেস্ট দলের ঘোষণা ঘিরে ক্রিকেটমহলে তৈরি হয়েছে নতুন আগ্রহ। একদিকে যেমন প্রত্যাশামতোই এক দিনের ক্রিকেটে জায়গা পেয়েছেন রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি, তেমনই বাংলার ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্য রয়েছে সুখবর। ওয়ানডে দলে সুযোগ পেয়েছেন বাংলার পেসার আকাশ দীপ। তবে টেস্ট দলে জায়গা হয়নি অভিজ্ঞ মহম্মদ শামির। পাশাপাশি এক দিনের ক্রিকেটে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে ভারতের তারকা পেসার জসপ্রীত বুমরাহকে। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে আসন্ন সিরিজ ভারতের কাছে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে টেস্ট ক্রিকেটে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে নিজেদের অবস্থান মজবুত করতে চাইবে টিম ইন্ডিয়া। ফলে সাদা বলের ক্রিকেটের পাশাপাশি লাল বলের লড়াইয়েও নজর থাকবে ক্রিকেটপ্রেমীদের। ওয়ানডে দলে রোহিত-বিরাটের উপস্থিতি প্রত্যাশিতই ছিল। সাম্প্রতিক সময়ে দু'জনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ নিয়ে নানা আলোচনা হলেও এক দিনের ফর্ম্যাটে তাঁদের অভিজ্ঞতা ভারতের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান। ব্যাটিংয়ের ভিত মজবুত করার পাশাপাশি চাপের পরিস্থিতিতে ম্যাচের রাশ নিজেদের হাতে নেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে দুই তারকা ক্রিকেটারের। তাই নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তাঁদের পারফরম্যান্সের দিকে আলাদা করে নজর থাকবে সমর্থকদের। অন্যদিকে, বাংলার আকাশ দীপের দলে অন্তর্ভুক্তি নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ঘরোয়া ক্রিকেটে এবং আন্তর্জাতিক স্তরে নিজের দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন এই পেসার। ওয়ানডে দলে সুযোগ পাওয়ায় জাতীয় দলের হয়ে নিজের জায়গা আরও শক্ত করার সামনে নতুন সুযোগ তৈরি হল তাঁর। যদিও টেস্ট দলে মহম্মদ শামির না থাকা কিছুটা হতাশাজনক। অভিজ্ঞ এই পেসারের অনুপস্থিতিতে ভারতের বোলিং আক্রমণ কীভাবে সাজানো হয়, তা নিয়েও আলোচনা শুরু হয়েছে। ওয়ানডে সিরিজের নেতৃত্বের দায়িত্বও ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। প্রথম তিনটি ম্যাচে ভারতকে নেতৃত্ব দেবেন শুভমান গিল। পরের দুই ম্যাচে অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব সামলাবেন শ্রেয়স আইয়ার। অর্থাৎ সিরিজের মাঝপথে নেতৃত্বে পরিবর্তন দেখা যাবে। গিলের নেতৃত্বে শুরুর ম্যাচগুলিতে ভারত কেমন পারফর্ম করে, সেটাই দেখার। পরবর্তী দুই ম্যাচে শ্রেয়সের সামনে থাকবে দলকে সঠিক পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চ্যালেঞ্জ। তবে সিরিজের শেষ দুই ওয়ানডেতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ক্রিকেটারকে পাওয়া যাবে না। শুভমান গিল, কে এল রাহুল এবং প্রসিধ কৃষ্ণ ওই ম্যাচগুলিতে খেলবেন না। তাঁদের নজর থাকবে টেস্ট সিরিজের প্রস্তুতিতে। দুই ফর্ম্যাটের মধ্যে ক্রিকেটারদের কাজের চাপ সামলানো এবং লাল বলের ক্রিকেটের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতির সুযোগ করে দিতেই এই পরিকল্পনা বলে মনে করা হচ্ছে। ওয়ানডে সিরিজ শুরু হবে ৪ নভেম্বর। পাঁচ ম্যাচের এই প্রতিযোগিতা শেষ হওয়ার কথা ১৫ নভেম্বর। তার পরেই শুরু হবে টেস্টের লড়াই। ১৯ নভেম্বর ওয়েলিংটনে প্রথম টেস্টে মুখোমুখি হবে ভারত ও নিউজিল্যান্ড। দ্বিতীয় টেস্ট শুরু হবে ২৭ নভেম্বর। অর্থাৎ এক দিনের সিরিজ শেষ হওয়ার পর খুব বেশি সময় পাবে না দুই দল। ফলে ফর্ম্যাট বদলের সঙ্গে দ্রুত মানিয়ে নেওয়াটাও ক্রিকেটারদের কাছে বড় পরীক্ষা হতে চলেছে। ভারতের কাছে টেস্ট সিরিজের গুরুত্ব আরও বেশি। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ওঠার সম্ভাবনা জিইয়ে রাখতে হলে এই সিরিজে ভালো ফল করা প্রয়োজন। নিউজিল্যান্ডের মতো প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে তাদের ঘরের মাঠে কিংবা নির্ধারিত ভেন্যুতে পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে ধারাবাহিক ক্রিকেট খেলতে হবে ভারতকে। ব্যাটিংয়ের স্থিরতা এবং পেস আক্রমণের কার্যকারিতাই হয়ে উঠতে পারে সাফল্যের অন্যতম চাবিকাঠি। ওয়ানডেতে রোহিত-বিরাটের অভিজ্ঞতা, আকাশ দীপের নতুন সুযোগ, নেতৃত্বে রদবদল এবং টেস্টে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের লড়াই সব মিলিয়ে একাধিক বিষয় নজর কাড়ছে। এক দিনের ক্রিকেটে দুই দলের মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের প্রত্যাশা যেমন থাকছে, তেমনই টেস্ট সিরিজে ভারতের পারফরম্যান্সের দিকে তাকিয়ে থাকবেন সমর্থকেরা। শেষ পর্যন্ত ভারত কতটা প্রত্যাশা পূরণ করতে পারে, তার উত্তর দেবে মাঠের লড়াই।

মাহেলার বিদায়ে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের কোচের দৌড়ে দুই অস্ট্রেলীয়-সহ ৫

নিজস্ব প্রতিবেদন: মাহেলা জয়বর্ধনের সরে দাঁড়ানোর পর মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের নতুন প্রধান কোচ খোঁজার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেল। আইপিএলের অন্যতম সফল এই ফ্র্যাঞ্চাইজির পরবর্তী কোচ কে হবেন, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই জল্পনা শুরু হয়েছে। সূত্রের খবর, নতুন কোচ বেছে নিতে পাঁচ জনের সংক্ষিপ্ত তালিকা তৈরি করেছে মুম্বই। সেই তালিকায় রয়েছেন দুই অস্ট্রেলীয় মাইকেল হাসি ও অ্যারন ফিঞ্চ। এ ছাড়া রয়েছেন ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক ইয়ন মর্গ্যান, দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন উইকেটকিপার মার্ক বাউচার এবং অভিজ্ঞ কোচ অ্যাড্রিয়ান বিরেল। রবিবার থেকেই সম্ভাব্য প্রার্থীদের সাক্ষাৎকার নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার কথা। শনিবারই মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের তরফে জানানো হয়, প্রায় এক দশক ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে যুক্ত থাকার পর কোচের পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন জয়বর্ধনে। তাঁর উত্তরসূরি বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে তাই সময় নষ্ট করতে চাইছে না দল। আইপিএলের পরবর্তী নিলামও বেশি দূরে নয়। ফলে আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই নতুন কোচের নাম ঘোষণা হয়ে গেলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। সম্ভাব্য প্রার্থীদের মধ্যে মাইকেল হাসি অন্যতম শক্তিশালী দাবিদার। চেন্নাই

সুপার কিংসের সঙ্গে প্রায় ৯ বছর কোচ হিসেবে কাজ করেছেন তিনি। ভারতীয় পিচ, পরিবেশ এবং প্রতিপক্ষের কৌশল সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা মুম্বইয়ের কাজে লাগতে পারে। অন্য দিকে, অস্ট্রেলিয়াকে ২০২১ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জেতানো অধিনায়ক অ্যারন ফিঞ্চের নেতৃত্ব দেওয়ার অভিজ্ঞতাও রয়েছে। একাধিক আইপিএল দলের হয়ে খেলার সুবাদে প্রতিযোগিতা সম্পর্কে তাঁর ধারণা যথেষ্ট স্পষ্ট। ইয়ন মর্গ্যান ইংল্যান্ডের সাদা বলের ক্রিকেটে আগ্রাসী মানসিকতা ও কৌশলগত পরিবর্তন এনেছিলেন। রোহিত শর্মা, হার্দিক পান্ডিয়া, সূর্যকুমার যাদব ও জসপ্রীত বুমরাহের মতো তারকাদের সামলানোর ক্ষেত্রেও তাঁর অভিজ্ঞতা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। মার্ক বাউচার ২০২৩-২৪ মরশুমে মুম্বইয়ের কোচ ছিলেন। তবে হার্দিকের হাতে অধিনায়কত্ব তুলে দেওয়া নিয়ে সেই সময় দলের অন্দরে অস্বস্তি তৈরি হয়েছিল। তালিকার অন্য নাম বিরেল। আয়ারল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে কাজ করা এই কোচ তরুণ প্রতিভা গড়ে তোলা এবং দলকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করার জন্য পরিচিত। এবার পাঁচ জনের মধ্যে কাকে বেছে নেয় মুম্বই, সেটাই দেখার।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

আজও মহাসপ্তমী

সল্ট লেক বিসি ব্লক অ্যাসোসিয়েশন।

খড়দহ নন্দনকানন সর্বজনীন।

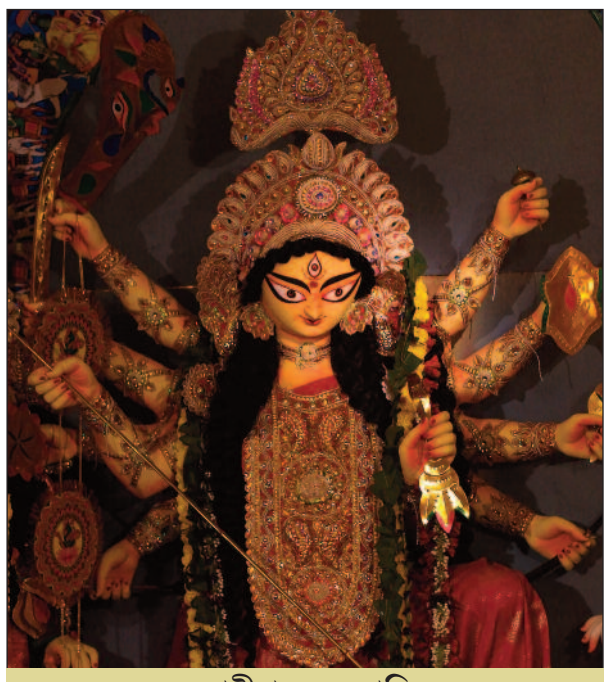
ভবানীপুর ৭৫ পল্লি।

নিউটাউন সিএ ব্লক কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন

জাগরণী ক্লাব, সোদপুর।

নবীন পল্লি কমিউনিটি।

নিউটাউন বলাকা আবাসন।

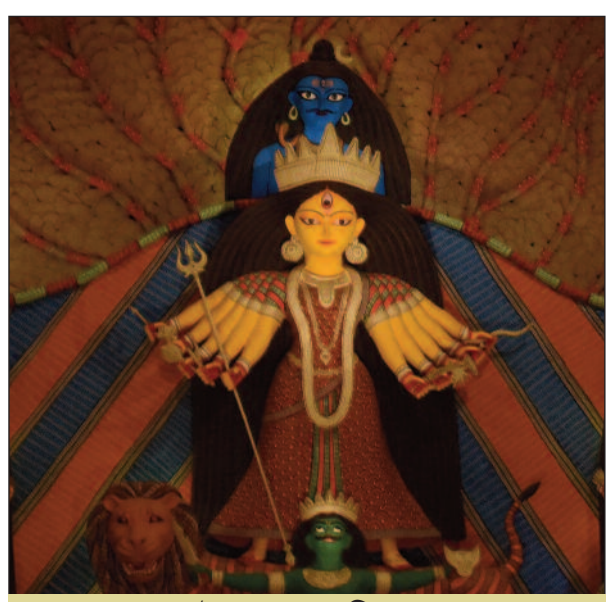
সল্ট লেক এফডি ব্লক।

সাঁতরাগাছি মাতৃশক্তি দুর্গাপুজো পরিচালন সমিতি।

কলেজ স্কোয়ার সর্বজনীন।

পুজোর উপকরণেই মঙ্গলের বার্তা, আগরপাড়ার ত্রিনয়নী সংঘের ৩৭তম দুর্গোৎসবে ‘মঙ্গল সম্ভার’

ঐতিহ্য, শিল্পভাবনা ও সামাজিক সম্প্রীতির মেলবন্ধনে অভিনব শারদ আয়োজনয। অশান্ত সময়ে একটু শান্তির খোঁজ, বিভেদের মাঝে সম্প্রীতির আহ্বান আর অন্ধকারের মধ্যে আলোর সন্ধান;এই ভাবনাকে সামনে রেখেই আগরপাড়ার মুরারী মোহন মিত্র রোডের ত্রিনয়নী সংঘের ৩৭তম দুর্গোৎসবের এবারের নিবেদন ‘মঙ্গল সম্ভার’। ১৫ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার, বিকেল সাড়ে পাঁচটায় এই থিমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের আয়োজন করা হয়। পুজোর চিরাচরিত মাঙ্গলিক উপকরণকে মণ্ডপ নির্মাণ ও শিল্পসজ্জার মূল উপাদান হিসেবে ব্যবহার করার অভিনব পরিকল্পনাই এবারের বিশেষ আকর্ষণ। দুর্গাপূজা বাঙালির কাছে শুধুমাত্র ধর্মীয় উৎসব নয়, বরং সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও সামাজিক মিলনের এক অনন্য ক্ষেত্র। সেই চেতনাকেই নতুন শিল্পভাষায় তুলে ধরার চেষ্টা করেছে ত্রিনয়নী সংঘ। এবারের থিমের ভাবনা ও

শিল্পরূপায়ণে রয়েছেন শ্রী আবিশ সাহা। পুজোর আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকা বিভিন্ন মাঙ্গলিক উপকরণকে শিল্পের মাধ্যমে নতুন তাৎপর্য দেওয়া হয়েছে এই ভাবনায়। প্রতিমাশিল্পী শ্রী কৌশিক পাল-এর সৃজনশীলতায় মাতৃপ্রতিমা, শ্রী মানীশ শাউ-এর মণ্ডপসজ্জা এবং শ্রী কৌশিক শীল-এর আলোকসজ্জা এবারের সামগ্রিক শিল্পপরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। থিমের সাহিত্যভাবনায় রয়েছেন শ্রী গৌরব কুমার নাথ এবং থিম সংগীতে শ্রী সৃজিত ভট্টাচার্য। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে ছিলেন বিশিষ্ট স্ত্রীরোগ ও বন্ধ্যাত্ব চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ, সম্পূর্ণা উইমেন কেয়ার অ্যান্ড আইভিএফ এবং শি দিল্লির প্রতিষ্ঠাতা ও ডিরেক্টর ডাঃ সুতপা সেন; এবং রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশনের সম্পাদক স্বামী নিত্যানুরূপানন্দ মহারাজ। এবারের পুজোর ভাবনায় বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে বর্তমান সমাজের অস্থিরতা, হিংসা ও বিভেদের বিপরীতে শান্তি, সৌহার্দ্য এবং মানবিকতার বার্তা। থিম সংগীতের কথাতেও ফুটে উঠেছে সেই আকাঙ্ক্ষা;

‘বড় বেসুরো দিনকাল, মুক্তচিন্তার আকাল,
একটু আলোর খোঁজে সবাই, একটু আশার খোঁজে।’

এই ভাবনার মধ্য দিয়ে উদ্যোক্তারা মনে করিয়ে দিতে চেয়েছেন, উৎসবের প্রকৃত সার্থকতা শুধু বাহ্যিক আড়ম্বরে নয়, মানুষের মধ্যে ভালোবাসা, সহমর্মিতা ও একতার বন্ধন গড়ে তোলায়। ৩৭ বছরের ঐতিহ্য বহন করে চলা ত্রিনয়নী সংঘের এবারের দুর্গোৎসব তাই কেবল শিল্পসৃষ্টির আয়োজন নয়, বরং শুভচেতনা ও সামাজিক সম্প্রীতির এক আন্তরিক আহ্বান। ‘মঙ্গল সম্ভার’-এর মধ্য দিয়ে সকলের জীবনে শান্তি, শুভবোধ ও আনন্দের বার্তা পৌঁছে দেওয়াই ত্রিনয়নী সংঘের এবারের শারদ নিবেদন।

১৯৩, আন্দুল রোড, রেন্টাল হাউজিং এস্টেটস্থিত বনান্ত (সরকারি আবাসন) আবাসিক কল্যাণ সমিতি আয়োজিত দুর্গাপুজোর প্রতিমা ও প্যান্ডাল।